

পবিত্র ইঞ্জিল শরিফ ৫ নম্বর ছিপারা

## সাহাবি নামা

তরিকার খেজমতো সাহাবি অকল

### পরিচিতি

পবিত্র আছমানি কিতাবর অউ সাহাবি নামা ছিপারার মাজে আমরা পাইমু, হজরত ইছা আল-মসীর সাহাবি আর উম্মত অকল আল্লাই পাক রুহর বলে পয়লা জেরুজালেম টাউন, বাদে বর্তমান ফিলিস্তিন দেশর এহুদিয়া আর শমরিয়া এলাকা, হেশে এশিয়া আর ইউরোপ মহাদেশর বউত জাগা অইয়া রোমান বাদশাইর রাজধানি রোম টাউন পর্যন্ত আইয়া কিলা আল্লাই খুশ-খবরি তবলিগ করছইন, আর কিলা অউ হকল জাগাত নয়া নয়া ইছাই জমাত জন্নিছে।

অউ ছিপারাত আছে, তবলিগ কামর সফরো বারইয়া সাহাবি অকলে আর হজরত ইছার উম্মত অকলে কত বেশি জুলুম মছিবত পাইছইন, নিজর জাতি থাকি, ভিন জাতি থাকি আর নানান নমুনার মুর্তি-পুজারির গেছ থাকি অউ দুখ-মছিবত, জেল-জুলুম, চাবুকর মাইর সহ্য্য করছইন। তা-ও তারা তবলিগ কাম করছইন আর আল্লা পাকে তারারে হামেশা কতো বড় বড় সাইহ্য্য করছইন, তারার মাজদি নানান নমুনার কেরামতি জাইর অইছে। এরলাগি মানুষ দলে দলে আইয়া ইমান আনছে।

আমরা অউ ছিপারার ১ রুকু ৮ আয়াতো পাইমু, হজরত ইছায় সাহাবি অকলরে কইরা, “পাক রুহ তুমরার উপরে কাইম অইয়া হারলে তুমরা গাইবি বল পাইবায়, অউ বলে জেরুজালেম, আস্তা এহুদিয়া আর শমরিয়া এলাকা, আর দুনিয়ার হেশ সীমানা পর্যন্ত আমার সাক্ফি অইবায়।”

**লেখক পরিচিতি আর সময়**

আল্লা পাকর হুকুমে অউ সাহাবি নামা ছিপারা লেখছইন হজরত লুক (র:)। পবিত্র ইঞ্জিল শরিফ থাকি জানা যায়, হজরত লুকর পেশা আছিল হেকিমি ডাক্তর। তাইন হজরত ইছার সাহাবি হজরত পাউলুছর খেজমতো রইয়া নানান দেশর নানান জাতির গেছে আল্লার কালাম তবলিগ করতা। হজরত ইছা দুনিয়া থাকি বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার অনুমান ৩০ বছর বাদে অউ ছিপারা কিতাব আকারে লেখা অইছে। অউ সাহাবি নামা ছিপারা অইলো হজরত লুকর লেখা দুই নম্বর ছিপারা, এর আগে তাইন আল-লুক নামর ছিপারা লেখছইন।

**এরমাজে আছে,**

- (ক) হজরত ইছার বেহেস্তো ফিরত যাওয়া .....১:১-১১ আয়াত
- (খ) জেরুজালেম ইছায়ী জমাতর জনম ..... ১:১২-৫:৪২
- (গ) এহুদিয়া আর শমরিয়া এলাকাত ইছায়ী জমাত ..... ৬-১২ রুকু
- (ঘ) হজরত পাউলুছর (রা:) পয়লা তবলিগি সফর .. ১৩:১-১৫:৩৫ আয়াত
- (ঙ) হজরত পাউলুছর দুয়ারা তবলিগি সফর ..... ১৫:৩৬-১৮:২৮
- (চ) হজরত পাউলুছর তিন নম্বর সফর .....১৯: ১-২১:১৪
- (ছ) বন্দি হালতে হজরত পাউলুছ ..... ২১:১৫-২৮:৩১

হজরত ইছার বেহেস্তো ফিরত যাওয়া  
(১:১-১১)

মহামাইন্য থিওফিলাছ,  
হজরত ইছারে বেহেস্তো তুলিয়া নেওয়ার আগ পর্যন্ত তাইন যেতা তালিম দিছইন আর যেতা যেতা করছইন ই হকলতাউ আমি আগর কিতাবো লেখছি। ২ যে সাহাবি অকলরে তাইন বাছিয়া লইছলা, তানরে তুলিয়া নেয়ার আগে পাক রুহ দিয়া এরার গেছে অছিয়ত করাই গেছইন। ৩ তান তকলিফ কাইমর বাদে তাইন যেন জিন্দা আছইন ইটার বউত কিছিম আলামত দেখাইছইন। চাল্লিশ দিন ধরি তাইন সাহাবি অকলরে দেখা দিয়া আল্লার বাদশাইর বিষয়ে বাতচিত করছইন। ৪ ইছায় তারা হক্কলর লগে এখানো শরিক অইয়া অউ হুকুম দিলা, “তুমরা জেরুজালেম থাকি যাইও না, আমার গাইবি বাফর ওয়াদা করা যে দানর কথা তুমরা আগে আমার গেছে হুনছো, এরলাগি অনো বার চাও। ৫ হজরত এহিয়ায় তো পানির মাজে তৌবার গোছল করাইতা, অইলে বেশ দেরি অইতো নায় আল্লায় তুমরারে পাক রুহ দিয়া গোছল করাইবা।”

৬ তারা হক্কল এখানো দলা অইয়া ইছারে জিকাইলা, “হুজুর, ই সময় কিতা বনি ইসরাইল অকলর আতো রাইজ্য ফিরত আনবা নি?” ৭ ইছায় জুয়াপ দিলা, “যে অখত বা জমানা আমার গাইবি বাফে তান নিজর এখতিয়ারো রাখছইন, ইতা তুমরা জানার গরজ নাই। ৮ অইলে পাক রুহ তুমরার উপরে কাইম অইয়া হারলে তুমরা গাইবি বল পাইবায়, অউ বলে জেরুজালেম, আস্তা এহুদিয়া আর শমরিয়া এলাকা, আর দুনিয়ার হেশ সীমানা পর্যন্ত আমার সাক্ষি অইবায়।” ৯ অউ মাতর বাদেউ সাহাবি অকলর চউখর ছামনে ইছারে তুলিয়া নেওয়া অইলো, আর তাইন মেঘর টুকরার আওড় অইগেলা। ১০ ইছা য়েবলা আছমানো উঠিরা ই সময় সাহাবি অকলে চউখ না ফিরাইয়া আছমানর বায় চাইরইলা, অউ সময় ধলা কাপড় ফিন্দা দুইজন বেটা মানুষ তারার কান্দাত উবাইয়া ১১ কইলা, “ও গালিলর মানুষ অকল, ইখানো উবাইয়া আছমানর বায় চাইরিছো কেনে? যারে তুমরার গেছ থাকি তুলিয়া নেওয়া অইলো, অউ ইছারে য়েলাখান তুমরা বেহেস্তো যাইতে দেখলায়, অউ লাখান তাইন ফিরিয়াও আইবা।”

জেরুজালেম ইছায়ী জমাতর জনম  
(১:১২-৫:৪২)

নয়া সাহাবি পছন্দ করা

৫২ অউ সাহাবি অকল জয়তুন নামর পাড়ো থাকি জেরুজালেমো ফিরিয়া আইলা। ই পাড় জেরুজালেম টাউন খনে থুড়া দুরই। ৫৩ টাউনো ফিরিয়া তারা যে ঘরর উপরর তালাত রইতা হউ ঘরো গেলা। তারা অইলা পিতর, হান্নান, ইয়াকুব, আন্দ্রিয়াছ, ফিলিফ, থুমাছ, বর্থলময় আর মথি, আলফির পুয়া ইয়াকুব, মুক্তিযোদ্ধা সাইমন, আর ইয়াকুবর পুয়া ইহুদা।

৫৪ ঘরো হামাইয়া হকলে মিলিয়া খাছ দিলে দোয়া করাত রইলা, এরার লগে আছিল ইমানদার বেটিন, ইছার মা মরিয়ম আর তান ভাইয়াইন।

৫৫ হউ সময় একদিন পিতরে অনুমান একশো বিশজন মুমিন অকলর মাজে উবাইয়া কইলা, ৫৬ “ভাই অকল, ইছারে যেরা ধরাত আইছিল তারারে পথ চিনাইয়া নিছিল ইহুদা, তার বেয়াপারে বউত আগে দাউদ নবীর মুখো পাক রুহে যেতা কইছলা, পাক কালামর ই কথা পুরা অওয়ার দরকার আছিল। ৫৭ হে তো আমরারউ একজন আছিল, আর আমরার লগে তরিকার খেজমতর লাগি তারেও সাহাবি হিসাবে পছন্দ করা অইছিল।”

৫৮ অউ নাপাকি কামর টেকা দিয়া হে একজরা জমি লইছিল, আর অউ জমিনো উফইত অইয়া পড়িয়া তার পেট ফাটিয়া আত-ভড় বারইলো।

৫৯ জেরুজালেমর হকল মানষে ইতা হুনছিল, এরলাগি হকলে অউ জমিনরে ডাকইন ‘আকেলদামা’ বা লউর জমিন।

পিতরে আরো কইলা, ৬০ “অউ কথা পবিত্র জবুর শরিফো আছে:

তার বসত খানা খালি রউক,  
হনো রওয়ার কেউ না থাকউক।  
তার গদি আরক জনে পাউক।

৬১-৬২ এরলাগি এহিয়ায় যেবলা তৌবার গোছল করাইতা হউ সময় থাকি, ইছারে আমরার গেছ খনে তুলিয়া নেওয়ার আগ পর্যন্ত, যতদিন ইছা আমরার

লগে চলা-ফিরা করছিল, অতদিন যেরা আমার দলো আছিল, এরার মাজ থনে ইছা যেন মুর্দা থাকি জিন্দা অইয়া উঠছইন, এর সাক্ষি হিসাবে অইন্য আরক জনরে আমরা সাহাবি অকলর দলো হারানি লাগবো।”

২৩ তেউ তারা অউ দুইজনরে উবা করাইলা, ইউছুফ বাশাঁব্বা, তান আরক নাম ইউছতুছ; আর মতিয়াছ। ২৪-২৫ বাদে তারা দোয়া করলা, “ও মাবুদ, তুমি হকলর দিলর খবর জানো, ইহুদায় তো তার নিজর জাগাত যাওয়ার লাগি খেজমত আর সাহাবি পদর কাম বাদ দিলাইছে, ইহুদার বদলা ই দুইজনর মাজে তুমি করে পছন্দ করো আমরা চিনাইয়া দেও।”

২৬ হেশে তারা দুইজনর নামে লটারি মারলে মতিয়াছর নাম উঠলো; তেউ মতিয়াছ অউ এগারো জন সাহাবির লগে যোগ অইলা।

### উন্নত অকলে পাক রুহ পাইলা

২ পঞ্চমইশা ইদর দিন তারা হকল এক জাগাত দলা আছলা। ২৭ অউ সময় আছমান থাকি তুফানর লাখান এক আওয়াজ অইলো, তারা যে ঘরো বওয়াত আছলা ই আওয়াজে আস্তা ঘর ভরিগেল। ২৮ তারা দেখলা, আগুইনর লুক্কর লাখান কিতার টুকরাইন আইছে, আর ই লুক্কাইন তারা হকলর উপরে আইয়া বইলো। ২৯ তেউ তারা হকলে পাক রুহে কামিল অইলা, আর রুহর গাইবি বলে তারা আলগ আলগ ভাষায় মাততা লাগলা।

৩০ ই সময় দুনিয়ার হকল দেশর পরেজগার ইহুদি অকল জেরুজালেমো আছলা। ৩১ ই আওয়াজর লগে লগেউ তারা আইয়া ভিড় করিল্লা আর বেআখল অইগেলা, কারন এরারে যারযির নিজর ভাষায় মাত-কথা মাততে দেখলা। ৩২ দেখিয়া তারা তাইজ্জুব অইয়া মাতা-মাতি করলা, “অউ যেরা মাতরা এরা হকলউ কিতা গালিলর মানুষ নায় নি? ৩৩ যদি অয় তে আমরা কিতা যারযির নিজর ভাষার বুলি এরার গেছ থাকি হুনরাম? ৩৪ আমরা তো পার্থীয়, মাদীয়, ইলামীয়, আর মেসপতামিয়ার বাসিন্দা, এহুদিয়া, কাপ্পাদকিয়া, পন্ত, আছিয়া, ৩৫ ফরুগিয়া, পামফুলিয়া আর মিসর দেশর মানশেও; লিবিয়ার কুরিনি এলাকার মানশে, ইনো ঘুরাত আইছইন অউলা রোমান অকলে, ৩৬ যেরা ইহুদি জাতি বা ইহুদি ধর্মর মানুষ, আর ক্রীতীয়, আরবি, আমরা হকলেউ তো যারযির নিজর

ভাষায় আল্লার কুদরতি কামর কথা এরার মুখ থাকি হুনরাম!” ১২ অউ  
লাখান তারা তাইজ্জুব আর বেআখল বনিয়া একে-অইন্যয় জিকাইলা,  
“এর মানি কিতা?” ১৩ আর বাকি অকলে ঠাট্টা করিয়া কইলো, “এরা  
তো মদ খাইয়া মাতলামি করেরা!”

হজরত পিতরর বয়ান

১৪ ইতা হুনিয়া পিতরে অউ এগারো জন সাহাবির লগে উবাইয়া  
জুরে জুরে তারারে কইলা, “ও ইহুদি অকল আর জেরুজালেমর বাসিন্দা  
অকল, আপনারা জানিয়া রাখউক্লা আর মন দিয়া আমার বয়ান হুনউক্লা।  
১৫ আপনারা মনো কররা এরা মাতাল অইগেছে, না, আসলে ঠিক নায়,  
অখন তো খালি সকাল নয়টা বাজের। ১৬ ইটা তো অউ ঘটনা যার বেয়াপারে  
নবী যোয়েলে কইছলা:

- ১৭ আল্লায় ফরমাইরা,  
আখেরি জমানাত অউলা ঘটবো,  
আমি আমার রুহ হক্কলর মাজে বেজিমু;  
তেউ তুমরার পুয়া-পুড়িস্তে নবীর লাখান বাতুনি মাত মাতবা,  
তুমরার জুয়ান অকলে গাইবি আলামতর দেখা পাইবা,  
মুরব্বি অকলে খোয়াব দেখবা।
- ১৮ অউ সময় আমার বন্দা-বান্দির উপরে  
আমার রুহ বেজিমু,  
তারা নবীর লাখান অহি কইবা।
- ১৯ আমি উপরে আছমানো বউত কেলামতি দেখাইমু,  
আর তলে দুনিয়াত বউত নিশানা ঘটাইমু,  
লউ, আগুইন আর কালা-ধুমা দেখাইমু।
- ২০ মাবুদর ই মহান আর খাছ দিন আইবার আগে,  
সুরুজ আন্দাইর অইযিব,  
চান্দ লউর লাখান অইযিব।
- ২১ আর অউলান অইবো, যেকুনু মানষে মাবুদর নামে ডাকিলে,  
হে নাজাত হাছিল করব।

২২ ও বনি ইসরাইল অকল, হুনউক্কা, নাছারতর ইছার মাজদিয়া আল্লায় তান কুদরতি আর কেলামতি কাম করাইয়া, আপনাইন্তর গেছে পরমান করছইন, তাইনউ ইছারে পাঠাইছলা, আর ইতা তো আপনারাও জানইন।  
 ২৩ আল্লা, যেইন আগেউ জানইন আর ফয়ছালাও করিয়া রাখছইন, ইছারে আপনাইন্তর আতো সপিবা। আর আপনারা বে-দীন অকলর আতানে তানরে দুখ-কষ্টর সলিবো দিয়া কাতল করছইন। ২৪ অইলে আল্লায় মউতর আজাব থাকি তানরে খালাছ করিয়া জিন্দা করছইন, কারন মউতর খেমতা আছিল না তানরে কবজা করার। ২৫ দাউদেও তান কথা কইছইন:

আমি হামেশা মুনিবরে আমার ছামনে দেখতাম,

তাইন আমার ডাইন গালাত আছইন,

আমি যানু অস্থির না অই।

২৬ এরলাগি আমার দিল খুশি অয়,

আমার মুখ থাকি ফুর্তি বারয়,

আমার কায়া অউ আশায় জিতা রইব,

২৭ কারন তুমি আমার জানরে

পাতালো ফালাইয়া থইতায় নায়,

তুমার পাক বন্দার শরিলরে

পচা-গলা অইতে দিতায় নায়।

২৮ তুমি আমারে জিন্দেগির পথ জানাইছো।

তুমার দিদারর মাজে আছে পুরাপুর ফুর্তি।

২৯ ভাই অকল, অউ মহান-বাব দাউদর বেয়াপারে আমি আপনারারে খুলা-খুলি কইরাম, তাইন মারা গেছইন, তানরে দাফন করা অইছে, আর তান কয়বর আইজও অখানো আছে। ৩০ তাইন একজন নবী আছলা আর তাইন জানতা, আল্লায় কহম করিয়া ই ওয়াদা করছইন যেন, তানউ ওয়ারিশর একজনরে তান গদিত বওয়াইবা। ৩১ এরলাগি আগ থনে দেখিয়াউ তাইন আল্লার ওয়াদা করা বাদশা, মানি আল-মসীর মুর্দা থাকি জিন্দা অইয়া উঠার বেয়াপারে অউ কথা কইছলা, এনরে পাতালো ফালাইয়া থওয়া অইতো নায়, এন কায়াও পচতো নায়। ৩২ আল্লায় অউ ইছারেউ জিন্দা করিয়া তুলছিলো, আমরা হক্কল এর সাক্ফি। ৩৩ আল্লার ডাইনর তখতো বইবার তাক্কত তানরেউ

দেওয়া অইছে, গাইবি বাফর ওয়াদা করা পাক রুহ তাইনউ পাইছলা, আর অখন আপনারা যেতা দেখরা আর হুনরা ইতা তাইনউ করছইন। ﴿৩৪﴾ দাউদ তো নিজে বেহেস্তো হামাইছইন না, অইলে তাইন কইছইন:

মাবুদে আমার মুনিবরে কইলা,

তুমি আমার ডাইন গালাত বও,

﴿৩৫﴾ আমি তুমার দুশমন অকলরে

তুমার পাওর তলাত ফালানি পর্যন্ত বও।

﴿৩৬﴾ এরলাগি হক্কল বনি ইসরাইলে অউ কথা ভালা করি জানউক্কা, আপনারা যেনরে সলিবো গাথিছলা, আল্লায় অউ ইছারেউ মালিক আর আল-মসী দুইও তখত দিছইন।”

﴿৩৭﴾ ইতা হুনিয়া মানষর দিলো সেল হামাইলো, তারা পিতর আর সাহাবি অকলরে জিকাইলো, “ভাইয়াইনরে, আমরা কিতা করতাম?” ﴿৩৮﴾ পিতরে জুয়াপ দিলা, “মন ফিরাউক্কা, আপনারা হকলে গুনর মাফির লাগি ইছা আল-মসীর নামে তৌবার গোছল করউক্কা, তেউ আপনারা দান হিসাবে পাক রুহ পাইবা। ﴿৩৯﴾ ই ওয়াদা আপনাইন্তর লাগি, আপনাইন্তর আওলাদর লাগি, যেরা দুরই আছে তারার লাগি, যতো মানষরে আমরার মাবুদ আল্লায় তান খাছ বন্দা অইবার লাগি দাওত দিবা তারা হক্কলর লাগি।”

﴿৪০﴾ আরো বউততা কইয়া পিতরে হুশিয়ার আর মিনত করি কইলা, “ই জমানার নাফরমান অকলর গেছ থাকি আপনাইন্তর জান বাচাউক্কা।”

### মুমিন অকলর চাল-চলন

﴿৪১﴾ তান বয়ান হুনিয়া যেরা ইমান আনলা তারা তৌবার গোছল করলা, অনুমান তিন আজার মানুষ ইদিন উম্মত অকলর লগে শরিক অইলা।

﴿৪২﴾ তারা সাহাবি অকলর তালিম হুনা, তারার লগে শরিক অইয়া আল-মসীর মেজবানি খাওয়া, আর দোয়া করাত হামেশা কাইম রইতা।

﴿৪৩﴾ তেউ হকলে ডরাইতো কারন সাহাবি অকলে বউত কেলামতি আর মোজেজা কাম দেখাইতা। ﴿৪৪﴾ হক্কল ইমানদার অকল এখানো রইতা আর যারযির দরকারি ছামানা অন থাকি নিতা। ﴿৪৫﴾ তারার জমি-জমা ধন-দৌলত

বেছিয়া যার যেনা দরকার অউলা বাটিয়া দিতা। ৪৬ তারা পরতেক দিন বায়তুল-মুকাদছো এখানো মিলতা, আর খুশি অইয়া একলগে সরল মনে ঘরো ঘরো গিয়া খানা-পিনা করতা। ৪৭ তারা আল্লার তারিফ করাত রইতা আর হক্কল মানষর মহব্বতর মানুষ অইলা। যেরা নাজাত হাছিল করতা, আল্লায় তারারেও আনিয়া দিনে দিনে এরার লগে শরিক করতা।

লেংড়া হকিররে শিফা করা

একদিন আছর অখতর নমাজর লাগি পিতর আর হান্নান বায়তুল-মুকাদছো যাওয়াত আছলা; ১ মানষে পরতেক দিন একজন মানষরে বইয়া আনিয়া বায়তুল-মুকাদছর ‘সুন্দর’ নামর গেইটর গেছে থইতা, হে জন্গত লেংড়া-আতুর আছিল, যেরা বায়তুল-মুকাদছো যাইন তারার গেছে ভিক চাওয়ার লাগি তারে হিকানো থওয়া অইতো। ২ পিতর আর হান্নানরে বায়তুল-মুকাদছো হামানিত দেখিয়া হে তারার গেছে মিনত-কাজ্জি করি ভিক খুজিলো। ৩ পিতর আর হান্নান তার বায় ধিয়ান ধরি চাইয়া কইলা, “আমরার বায় চাও।” ৪ তেউ হে তারার গেছ থাকি কুস্তা পাওয়ার লালছে ধিয়ান ধরি চাইরইলো। ৫ পিতরে তারে কইলা, “আমরার গেছে তো সোনা-রুপা কুস্তা নাই রেবা, অইলে যেতা আছে তুমারে দান কররাম। নাছরতর ইছা আল-মসীর নামে আটিয়া যাও।” ৬ কইয়া হারি তাইন এর ডাইন আতো ধরিয়া উচা করলা, আর লগে লগেউ তার পাও আর গুছিত বল আইলো। ৭ হে ফালদি উঠিয়া উবাইলো আর আটা শুরু করলো, আটি আটি ফালাই ফালাই আল্লার তারিফ করতে করতে এরার লগে অইয়া বায়তুল-মুকাদছো হামাইগেল। ৮ হক্কল মানষে তারে আটাত আর আল্লার তারিফ করাত দেখিয়া ৯ এরে চিনিলিলো, ইগু দেখি অউ মানুষ, যেগুয়ে বায়তুল-মুকাদছর সুন্দর নামর গেইটো বইয়া ভিক করতো! তার হালত দেখিয়া মানুষ আচানক তাইজ্জুব অইগেল।

বায়তুল-মুকাদছো হজরত পিতর আর হান্নান

১ অইলে লেংড়া হকিররে পিতর আর হান্নানর খরে অইয়া ঘুরায়, মানষে পিতরর ই কামে তাইজ্জুব অইয়া দৌড়িয়া সুলাইমান নামর বারিন্দাত তান

গেছে আইলো। ১৫ ইতা দেখিয়া পিতরে মানষরে কইলা, “ও বনি ইসরাইল অকল, এরে দেখিয়া আপনারা তাইজ্জুব অইগেলা কেনে? আমরার নিজর পীরা কি বা পরেজগারির গুনে তারে চলার শক্তি দিছি মনে করিয়া, কেনে আমরার বায় ধিয়ান ধরি চাইরইছো? ১৬ ইব্রাহিম, ইসহাক আর ইয়াকুবর আল্লা, আমরার বাফ-দাদা অকলর আল্লা, তান আপন বন্দা ইছার মহিমা জাইর করছইন, যেনরে আপনারা দুশমনর আতো সপি দিছলা। আর হাকিম পিলাতে য়েবলা তানরে ছাড়ি দিতা করি নিয়ত করছলা, ই সময় আপনারা ইছারে দুই হরই দিছইন। ১৭ আপনারা অউ পাক-পরেজগার মানষরে হরই দিয়া একজন খুনিরে ছাড়ানির লাগি সুপারিশ দিছইন। ১৮ য়েইন জিন্দেগি দান করইন তানরে আপনারা কাতল করছইন, অইলে আল্লায় তানরে মুর্দা থাকি জিন্দা করছইন, আমরা এর সাক্ষি। ১৯ আর তান উপরে ইমান আনায়, অউ য়ে বেটারে আপনারা চিনরা আর দেখরা, হউ ইছার নামউ তারে বলআলা করছে। ইছার মাজেদি য়োতা ইমান পয়দা অয়, অউ ইমানর বলেউ আপনারা হকলর ছামনে তারে ভালা করা অইছে।

২০ “ও ভাই অকল, আমি অখন জানি আপনাইন্তর মুরব্বি-সালিশ অকলর লাখান আপনারাও না-বুজিয়া ই কাম করিলিছইন। ২১ অইলে আল্লায় তান তামাম নবী অকলর মাজদি আল-মসীর তকলিফর বেয়াপারে আগে যততা জানাইছইন, ই হকলতা অউ লাখান করি পুরা করছইন। ২২ এরলাগি আপনারা মন ফিরাউক্লা আর আল্লার মুখি অউক্লা, যাতে আপনাইন্তর গুনা অকল ফুছিয়া ছাফ করা অয়। ২৩ তে অউ লাখান অখত আইবো, য়েবলা মাবুদে হউ ইছারে মানি তান পছন্দ করা আল-মসীরে বেজিয়া আপনারারে তরতাজা করবা। ২৪ আল্লায় হকলতারে আগর হালতো ফিরাইবা, ইতা বউত দিন আগেউ পাক নবী অকলর জবান দিয়া কইছইন। যতদিন তান ই ওয়াদা পুরা না করবা, অতো দিন ইছাও বেহেস্তর মাজে রইবা। ২৫ মুছায় তো কইছলা, ‘মাবুদ আল্লায় তুমরার লাগি তুমরার নিজর মানুষ অকল থাকি আমার লাখান এক নবী পয়দা করবা, তাইন তুমরারে য়োতা কইবা, তুমরা ই হকলতাউ আমল করিও। ২৬ য়েগুয়ে তান কথা হুনতো নায়, আল্লায় এরে নিজর বন্দার খাতা থাকি ফুছিয়া ফালাই দিবা।’ ২৭ আর [বাদশা দাউদর আমলর] শামুয়েল নবী থাকি শুরু করি যতো নবী অকলে কালাম বাতাইছইন, এরা হকলেউ ই অখতর কথা কইছইন। ২৮ আপনারা তো ই নবী অকলর ওয়ারিশ, আর

হউ কানুনরও ওয়ারিশ যেতা আল্লায় আপনাইন্তর বাফ-দাদা অকলর লগে কাইম করছিল। আল্লায় ইব্রাহিমরে কইছলা, ‘তুমার ওয়ারিশর মাজেদি দুনিয়ার হক্কল জাতিয়ে বরকত পাইবা।’ ১৬ হউ ওয়ারিশ, মানি তান খাছ গুলাম ইছারে, আল্লায় পয়লাউ আপনাইন্তর গেছে বেজিছইন, যাতে তাইন আপনারারে বে-দীনি কাম অকল থাকি ফিরাইয়া হারি বরকত দেইন।”

হজরত পিতর আর হান্নানে আটক করা

৪ পিতর আর হান্নানে যেবলা মানষরে বয়ান কররা অউ সময় ইমাম অকল, বায়তুল-মুকাদ্দছর বড় দারোগা আর সিদ্দেকিয়া মজহবর মানুষ আখতাউ তারার গেছে আইলা। ১৭ পিতর আর হান্নানে মানষরে তালিম দিরা আর ইছার মাজ দিয়াউ মুর্দা অকল হিরবার জিন্দা অইয়া উঠার বেয়াপারে তবলিগ কররা দেখিয়া তারা খুব নারাজ অইছলা। ১৮ তারা পিতর আর হান্নানে আটক করলা আর হাইঞ্জা অইগেছিল করি এরাবেরে বাদর দিন পর্যন্ত বন্দি করি থইলা। ১৯ যেরা পিতরর বয়ান হুনছিল এরাবর মাজে বউতে ইমান আনলা, তেউ ইমানদার বেটাইন্তর পরিমান পাচ আজারর লাখান অইলো।

২০ বাদর দিন ইহুদির নেতা অকল, মুরব্বি-সালিশ আর মৌলানা অকলে একলগে জেরুজালেমো দলা অইলা। ২১ হিকানো পরধান ইমাম হানন, কায়াফা, ইউহোনা, ছিকন্দর আর পরধান ইমামর খেশ-কুটুম অকলও আজির আছিল। ২২ তারা পিতর আর হান্নানে তারার মাজখানো উবা করাইয়া জিকাইলা, “তুমরা কুন বলে আর কার নামে ই কাম কররায়?” ২৩ তেউ পিতরে পাক রুহে কামিল অইয়া তারারে কইলা, “ও মুরব্বি ছায়বাইন আর দেশর বুজুর্গ অকল, ২৪ একজন লেংড়া-আতুর মানষর ভালাই করছি করি আপনারা আইজ আমরারে জেরা কররা, মানুষগু কিলা ভালা অইলো। ২৫ তে আপনারা হকলে আর বনি ইসরাইল অকলেও হুনউক্লা, নাছারতর ইছা আল-মসীর নামে, যেনরে আপনারা সলিবো গাথিয়া কাতল করছলা, যেনরে আল্লায় মুর্দা থাকি জিন্দা করছইন, তান বলেউ ই মানুষগু আপনাইন্তর ছামনে ভালা অইয়া উবাইছে। ২৬ তাইন হউ পাথর, যেটারে রাজ মেস্তইর অকলে, মানি আপনারা এলামি করি বাদ দিলাইছলা, পাক কিতাবর কথা মাফিক হউ পাথরউ আইজ ইয়ান কুনর হকল থাকি জরুরি

খুটি অইছে। ১২ তরানির খেমতা আর কেউরর গেছে নাই, কারন আহমানর তলে আর জমিনর উপরে অউলা আর কুনু নাম দেওয়া অইছে না, যেন নামে আমরা রেহাই পাইমু।”

১৩ পিতর আর হান্নানর সাওস দেখিয়া, এরা যেন অশিক্ষিত সামাইন্য মানুষ ইতা জানিয়া তারা তাইজ্জুব অইগেলা, আর এরা ইছার লগে আছলা করিও চিনলা। ১৪ যে বেটা ভালা অইছিল, হে এরার লগে উবাইরইছে দেখিয়া এরায়ে আর কুস্তা কওয়ার সাওস অইলো না। ১৫ বাদে মজলিছ থাকি এরায়ে বারে যাওয়ার হুকুম দিয়া তারা হকলে পরামিশ করাত বইয়া ১৬ কইলা, “ই মানষরে লইয়া আমরা কিতা করতাম? এরা তো বউত বড় এক কেরামতি কাম করছে আর ইতা তো আস্তা জেরঞ্জালেমর হকলে জানে, আর আমরাও ইটারে অস্বীকার করতাম পারিয়ার না। ১৭ অইলে মানষর গেছে যানু ই কথা আর জানা-জানি না অয়, এরলাগি এরায়ে ডর দেখাইল অউক, যাতে ই জনর নামে তারা আর কেউরর গেছে কুস্তা না কয়।” ১৮ বাদে তারা পিতর আর হান্নানরে হিরবার আনাইয়া অউ হুকুম দিলা, “তুমরা ইছার নামে আর কুনুদিন একদম কিচ্ছু কইও না, কুনুজাত নছিয়তও করিও না।” ১৯ পিতর আর হান্নানে তারারে জুয়াপ দিলা, “আমরা আপনাইন্তর হুকুম মানতাম, না আল্লার হুকুম মানতাম? আল্লার নজরো কুনখান ঠিক, ইতা আপনারাউ বিচার করউক্লা। ২০ আমরা যেতা দেখছি আর হুনছি, ইতা না কইয়া তো থাকতাম পারি না।” ২১ তেউ তারা পিতর আর হান্নানরে আরো ডর দেখাইয়া ছাড়ি দিলা। মানষরে ডরাইয়া তারা এরায়ে কুনু সাজা দিতা পারলা না, কারন যেতা ঘটছিল ইতা দেখিয়া হকল মানষে আল্লার প্রশংসা করাত আছিল। ২২ যে মানুষগু কেরামতি কামর মাজদি ভালা অইছিল তার বয়স চাল্লিশ বছরর বেশি আছিল।

### তবলিগ কামর সাওসর লাগি দোয়া

২৩ ই বিচার থাকি তারারে ছাড়ার বাদে পিতর আর হান্নান তারার আপন মানষর গেছে গেলাগি, গিয়া বড় ইমাম অকলে আর মুরবি-সালিশ অকলেও তারারে যেতা যেতা কইছলা, ইতা হকলতা জানাইলা। ২৪ ইতা হুনর বাদে তারা হকলে এক দিলে আল্লার গেছে জুরে জুরে দোয়া করলা, “ও মালিক, তুমি আহমান, জমিন, দরিয়া আর ইতার মাজে যততা আছে

হক্কলতা পয়দা করছো। ﴿২৫﴾ তুমি তুমার গুলাম, আমরার খান্দানর বাফ দাউদর জবানো পাক রুহর মাজদিয়া অউলা কইছো,

হক্কল জাতিয়ে কেনে অস্থির অইয়া চিল্লাইরা?  
কিওরলাগি মানষে বেহুদা ফন্দি করের?

﴿২৬﴾ জগতর বাদশা অকল উবাইলো,  
রাজা অকল এখানো অইলো,  
মালিকর বিরুদ্ধে আর তান আল-মসীর বিরুদ্ধে।

﴿২৭﴾ তুমার পবিত্র গুলাম ইছা, যেনরে তুমি আল-মসী করিয়া দুনিয়াত পাঠাইছো, তান বিরুদ্ধে রাজা হেরোদ আর পন্তীয় পিলাত, অউ শহরো অ-ইহুদি আর বনি ইসরাইলর লগে এখানো অইছিল। ﴿২৮﴾ তুমার মর্জি আর তুমার কুদরতে যেতা ঘটর লাগি তুমি আগেউ ঠিক করি রাখছিলায়, তারা অউতাউ ঘটাইছে। ﴿২৯﴾ অখন ও মালিক, তারা আমরারে কিলা ডর দেখাইরা, তুমি খিয়াল করো, তুমার গুলাম অকলরে অউলা তাক্কত দেও যাতে, পুরাপুর সাওস করিয়া তুমার কালাম তবলিগ করতাম পারি। ﴿৩০﴾ বেমারি অকলর শিফার লাগি তুমার আত মুবারক বাড়াই দেও, আর তুমার পাক গুলাম ইছার নামে মোজেজা আর কেলামতি দেখানির তৌফিক দেও।”

﴿৩১﴾ তারার দোয়া করার বাদে যে জাগাত তারা দলা অইছলা, হি জাগা কাপিয়া উঠলো। আর তারা হকলে পাক রুহে কামিল অইয়া সাওস করিয়া আল্লার কালাম তবলিগ করাত রইলা।

### ইমানদারর মহক্কত

﴿৩২﴾ যেরা আল-মসীর উপরে ইমান আনছিল, তারার এক মন আর এক দিল আছিল। তারা একজনেও নিজর ধন-দৌলতরে নিজর কইয়া দাবি করতা না, হক্কলতাউ হক্কলর দরকার মতো খরচ করতা। ﴿৩৩﴾ সাহাবি অকলে খুব হিম্মত করিয়া, হজরত ইছার মুর্দা থাকি জিন্দা অইয়া উঠার বিষয়ে তবলিগ করতা, আর তারা হক্কলর উপরে আল্লার খাছ রহমত আছিল।

﴿৩৪﴾ তারার মাজে কেউ অভাবি আছলা না, কারণ যেরার জমিন বা বাড়ি

আছিল তারা ইতা হকলতা বেচিয়া, ৩ সাহাবি অকলর গেছে আনিয়া দান করিলিতা, বাদে যার যেলা গরজ তারে অউলা দেওয়া অইতো।

৪ আর ইউছুফ নামে লেবির বংশর একজন মানুষ আছলা, তান বাড়ি সাইপ্রাস দ্বীপ, সাহাবি অকলে তানরে ডাকিতা বার্নাবাছ, মানি উৎসাহ যুগাওরা, ৫ তান একজরা জমিন আছিল, তাইনও তান জমিনখান বেচিয়া টেকা আনিয়া সাহাবি অকলর কদমো দান করলা।

### অননিয় আর সাফীরার বেইমানির ফল

৬ অউ সময় অননিয় নামে একজন মানুষ আর তার বউ সাফীরায় তারারও একজরা জমিন বেচিলা, ৭ বেচিয়া তার বউর জানা মন্তেউ জমিনর কিছু টেকা নিজর লাগি লুকাইয়া, বাকি টেকা সাহাবি অকলর পাওত দিলা। ৮ তেউ পিতরে কইলা, “অননিয়, শয়তানে কেমনে তুমার দিলরে দখল করলো, তুমি পাক রুহর গেছে কিলা মিছা মাতলায়, আর জমিন বেচার টেকা কিছু লুকাই রাখলায়? ৯ বেচার আগে জমিনখান কিতা তুমার আছিল না নি? আর বেচার বাদেও তো ই টেকা তুমার এখতিয়ারো আছিল, তে কেনে তুমার ভিতরে ইতা হামাইলো? তুমি তো মানষর গেছে মিছা মাতছো না, আল্লার গেছেউ মিছা মাতলায়।” ১০ ইতা হুনার লগে লগেউ অননিয় মাটিত পড়িয়া মরি গেল। আর যেরা ই ঘটনা হুনলো তারা হকলেউ খুব ডরাই গেল। ১১ বাদে জুয়ান অকলে আইয়া তারে কাফন ফিন্দাইয়া বারে নিয়া মাটি দিলা।

১২ অনুমান তিন ঘন্টা বাদে তার বউও হনো আইলো, অইলে আগে কিতা ঘটছে তাই জানতো না। ১৩ তেউ পিতরে তাইরে জিকাইলা, “আমারে কওছাইন, তুমরা ই জমিন অতো টেকায় বেচিছলায় নি?” তাই কইলো, “জিঅয় অতো টেকায়উ।” ১৪ অউ পিতরে কইলা, “মাবুদর রুহরে পরিষ্কা করার লাগি তুমরা কেনে একমত অইলায়? দেখো, যেরা তুমার জামাইরে দাফন করছে তারা অখন দরজার ছামনে আইওর, তারা তুমারেও বারে লইয়া যাইবো।” ১৫ লগে লগেউ সাফীরা পিতরর পাওত পড়িয়া মরি গেল, আর অউ জুয়ান অকলে ঘরো আইয়া তাইরে মরা দেখিয়া বারে নিয়া জামাইর কান্দাত মাটি দিলা। ১৬ তেউ হক্কল জমাত, আর যতো মানষে ইতা হুনলো, হকলেউ খুব ডরাইলো।

সাহাবি অকলর কেলামতি কাম

১২ সাহাবি অকলর আতানে মানষর মাজে বউত মোজেজা আর কেলামতি নিশানা জাহির অইতো, তারা হকলে এক দিল অইয়া বায়তুল-মুকাদ্দছর সুলাইমানর বারিন্দাত দলা অইতা। ১৩ যদিও মানষে তারারে ইজ্জত করতা, তা-ও আর কেউ তারার লগে মিশতে সাওস করলো না। ১৪ আর দিনে দিনে বউত বেটাইন-বেটিন্তে ইমান আনিয়া আল্লার দলো হামানিত লাগলা। ১৫ আর মানষে বেমারি অকলরে বারে আনিয়া পথর কান্দায় কান্দায় হুতাইয়া আর বিছনা পাতিয়া বওয়াইয়া থইতা, যাতে পিতরে চলা-ফিরার সময় অন্তত তান ছেবা খানও তারা কেউরর উপরে পড়ে। ১৬ আর জেরুজালেমর কান্দা-কাছার গাউয়াইন থাকি মানষে তারার বেমারি অকলরে আর জিনর আছর আলা মানষরে লইয়া আইয়া ভিড় জমাইতো, তারা হকলউ ভালা অইতো।

হকল সাহাবিরে আটক করা

১৭ ইতা দেখিয়া পরধান ইমাম আর তান লগর সিদ্দেকিয়া অকল ইংসায় জলি-পুড়ি উঠলা, ১৮ আর সাহাবি অকলরে ধরিয়া সরকারি জেলো হারাইলা। ১৯ অইলে রাইতকু মাবুদর একজন ফিরিগুয় জেলর দুয়ার খুলিয়া তারারে বারে আনিয়া কইলা, ২০ “তুমরা যাও, বায়তুল-মুকাদ্দছো উবাইয়া মানষর গেছে নয়া জিন্দেগির কথা কও।” ২১ ইতা হুনিয়া তারা খুব সকালে বায়তুল-মুকাদ্দছো হামাইয়া মানষরে নছিয়ত করাত লাগলা। ইবায় পরধান ইমাম আর তান লগর হকলে আইয়া দেশর ফতোয়া কমিটিরে আর বনি ইসরাইলর মুরব্বি অকলরে এখানো দলা করলা, আর সাহাবি অকলরে আনার লাগি জেল খানাত মানুষ পাঠাইলা। ২২ অইলে তারা গিয়া এরাে জেল খানাত পাইলা না। অউ তারা ফিরিয়া আইয়া খবর কইলা, ২৩ “আমরা দেখছি, জেলর দরজা শক্ত করি লাগাইল, আর দুয়ারো দুয়ারো পারাদার উবাই রইছইন, অইলে দুয়ার খুলিয়া ভিতরে কেউররে পাইলাম না।” ২৪ ইতা হুনিয়া বায়তুল-মুকাদ্দছর বড় দারোগায় আর বড় ইমাম অকলে বেওকুফ অইয়া চিন্তাত পড়লা, এর ফল কিতা অইবো। ২৫ এরমাজে কুনু

একজনে আইয়া তারারে খবর দিলো, “দেখউক্কা, আপনারা যে মানষরে জেলো হারাইছলা, তারা বায়তুল-মুকাদছো উবাইয়া মানষরে নছিয়ত করের।” ৩৬ তেউ বড় দারোগায় তান সিপাই দলরে লইয়া হনো গিয়া সাহাবি অকলরে ধরিয়া আনলা, অইলে জুর-জবরদস্তি করলা না কারন তারা ডরাইগেলা, মানষে তারারে পাথরদি মারতা পারইন।

৩৭ বাদে সাহাবি অকলরে আনিয়া তারা ফতোয়া কমিটির ছামনে উবা করাইলা, আর পরধান ইমামে এরারে জিকাইলা, ৩৮ “আমরা তুমরারে দড়াইয়া হুকুম দিছলাম, ই নামে কনু নছিয়ত না করার লাগি, তা-ও আস্তা জেরুজালেম জুড়ি তুমরার তালিমে ভরিলিছো, আর অউ জনর খুনর ভার আমরার উপরে ফালাইতায় চাইরায়।” ৩৯ তেউ পিতর আর তান লগর সাহাবি অকলে জুয়াপ দিলা, “মানষর হুকুম মানার চাইতে আল্লার হুকুম মানা তো ফরজ। ৪০ আমরার বাফ-দাদার আল্লায় হউ ইছারে মুর্দা থাকি জিন্দা করছইন, যেনরে আপনারা গাছো লটকাইয়া কাতল করছলা, ৪১ আল্লায় তানরেউ তরানেআলা আর বাদশা বানাইয়া নিজর ডাইন গালাত বইবার ইজ্জত দান করছইন, যাতে তাইন বনি ইসরাইল অকলরে তোঁবা করার সুযোগ, আর গুনর মাফি দিতা পারইন। ৪২ আমরা ই হকলতার সাক্ফি, আর আল্লায় তান নিজর হুকুম মানরা বন্দা অকলরে যে পাক রুহ দিছইন, হউ পাক রুহও এর সাক্ফি।”

৪৩ ইতা হুনিয়া তারা গুছায় আগুইন অইগেলা, আর সাহাবি অকলরে জানে মারার লাগি নিয়ত করলা। ৪৪ অইলে অউ মজলিছ থাকি গমলীয়েল নামে ফরিশি মজহবর একজন মানুষ উবাইলা, তাইন একজন নামকরা মৌলানা আছলা, হক্কে তানরে ইজ্জত করতো, তাইন সাহাবি অকলরে খুড়া বারে নেওয়ার হুকুম দিলা। ৪৫ বাদে তাইন ফতোয়া কমিটির মানষরে কইলা, “ও বনি ইসরাইল অকল, ই মানুষ অকলরে তুমরা যেতা করতায় চাইরায় ই বেয়াপারে হুশিয়ার অও। ৪৬ হুনো, অউ কয়দিন আগে থুদা নামে একজন মানুষ আইয়া খুব বড়-মানষি দেখাইছিল, আর অনুমান চাইরশো মানুষ তার দলো হামাইছিল। তারে খুন করা অইলো, আর তার দলর হকল মানুষ চাইরোবায় ছিতরিগেছে, কেউ দলো রইছে না। ৪৭ বাদে গালিলর এহুদা আইয়া দেশর মানুষ গননার বছর, একদল মানষরে তার দলো হারাইয়া ফিতনা খাড়া করলো, হে-ও মরি গেল, আর তার লগর হক্কেলও ছিতরিগেছে। ৪৮ ইতা দেখিয়া আমি তুমরারে কইরাম, তুমরা ই

মানুষ অকলরে কুস্তা করিও না, তারারে ছাড়ি দেও, তারার কাম-কাজ আর নিয়ত যদি মানুষ থাকি অয়, তে ইতা এমনেউ বিনাশ অইযিবো।

৳ আর যদি আল্লা থাকি অয়, তে তুমরা তারারে থামাইতায় পারতায় নায়, কি জানি হেশে দেখা যাইবো যেন, তুমরাউ আল্লার বিরুদ্ধে জিহাদ কররায়।” গমলীয়েলর মাতে নেতা অকল রাজি অইলা, ৳ তারা সাহাবি অকলরে কাছাত আনাইয়া ছিংলাদি মারলা আর কইলা, “তুমরা ইছার নামে কুস্তা মাতিও না।” হেশে তারারে ছাড়ি দিলা।

৳ তেউ সাহাবি অকলে, ইছার নামর লাগি বেইজ্জতি কামানির জুকা অইছইন গতিকে খুশি অইয়া ফুর্তি করি করি মজলিছ থাকি বারইয়া গেলা।

৳ সাহাবি অকলে পরতেক দিন বায়তুল-মুকাদ্ছো আর বাড়িয়ে বাড়িয়ে গিয়া নছিয়ত করতা, আর ইছাউ যেন আল-মসী ইখান তবলিগ করা বাদ দিতা না।

## এহুদিয়া আর শমরিয়া এলাকাত ইছারী জমাত (৬:১-১২:২৫)

### সাত জন খাদিমদার

৬ হি সময় উম্মত অকলর পরিমান বাড়তেউ আছিল, আর উম্মত অকলর মাজে যেতা ইহুদি অকলে ইউনানি ভাষায় মাততা, তারা ইবরানি ভাষায় মাতরা ইহুদি অকলর লগে কাইজ্জা করতা লাগলা। তারা দুষ দেখাইলা, পরতেক দিন খানি বিলানির সময় তারার ডাড়ি বেটিন্তে কুস্তা পাইন না। ৳ তেউ হউ বারোজন সাহাবিয়ে হকল উম্মতরে এক জাগাত দলা করিয়া কইলা, “আমরা আল্লার কালামর তবলিগ বাদ দিয়া, খানা-পিনার বেয়াপারে ব্যস্ত অওয়াখান ঠিক নায়। ৳ অইলে ভাই অকল, তুমরার মাজ থাকি অউলা সাতজন সুনাম আলা মানষরে পছন্দ করো, যেরা পাক রুহে আর হেকমতে পুরা কামিয়াব আছে, আমরা তারার উপরে ই কামর জিম্মা দিলাইমু। ৳ আর আমরা কালামর খেজমত আর দোয়া করার কামো কাইম রইমু।” ৳ তেউ হকল মানুষ শান্তি অইলা, তারা পাক রুহ আর ইমানে কামিল স্তিফানরে পছন্দ করলা, তান লগে ফিলিফ, ফখর, নীকানর, তীমোন, পার্মিনা আর আন্তিয়খিয়া টাউনর নয়া ইহুদি নিকুলায়রে

বাছিয়া নিলা। ৬ বাদে তারা অউ সাত জনরে সাহাবি অকলর গেছে লইয়া আইলে, সাহাবি অকলে দোয়া করিয়া তারার উপরে আত রাখলা।

৭ আর আল্লার কালাম ছিতরিয়া চাইরোবায় পৌছিগেল, তেউ জেরুজালেমো উম্মতর পরিমান খুব জলদি করি বাড়তো লাগলো, ইহুদি ইমাম অকলর মাজেও বউত জনে আল-মসীর উপরে ইমান আনলা।

### হজরত স্তিফানর হালত

৮ স্তিফান আল্লার রহমত আর হিম্মতে কামিল অইয়া, মানষর মাজে বউত কেরামতি আর মোজেজা কাম করতা লাগলা। ৯ ইহুদির যে মছিদরে আজাদ-অওয়া গুলাম অকলর মছিদ ডাকা অইতো, হউ মছিদর কয়জন মানুষ, কনু কনু কুরিনি, আলেকজান্দ্রিয়া, কিলিকিয়া আর আছিয়া দেশর কিছু মানষে স্তিফানর লগে কাইজ্জা-তর্ক করাত লাগলা। ১০ অইলে স্তিফানে পাক রুহর বলে খুব আখলদার মানষর লাখান তারার লগে মাতায়, তারা তান লগে মাতিয়া কুলাইতো পারছিল না। ১১ তেউ তারা কয়জন বাজে মানষরে ঘুষ দিয়া অখান হিকাই দিলো, “তুমরা কইও, আমরা হুনছি অউ বেটায় হজরত মুছা আর আল্লার বিরুদ্ধে কুফুরি মাত মাতের।” ১২ অতা করি তারা মানষরে, মুরক্বি অকলরে, আর আলিম সমাজরে স্তিফানর বিরুদ্ধে বিগড়াইলো, আর তানরে জবরদস্তি করি ধরিয়া দেশর ফতোয়া কমিটির ছামনে বিচারো আনলো। ১৩ আর মিছা সান্ফি অকলে কইলা, “অউ বেটায় হামেশা মুছার শরিয়তর বিরুদ্ধে আর অউ পবিত্র মোকামর বিরুদ্ধেও মাতে। ১৪ আমরা হুনছি হে কর, হউ নাছারতর ইছায় ই বায়তুল-মুকাদ্দছ ভাংগিলিবো আর মুছা নবীয়ে আমরার লাগি যে শরিয়ত থইয়া গেছইন, ইতা বদলাইলিবো।” ১৫ ই সময় যেরা ফতোয়া কমিটিত বওয়াত আছলা তারা হকলে ধিয়ান ধরি স্তিফানর বায় চাইয়া দেখলা, তান মুখ ফিরিস্তার মুখর লাখান অইগেছে।

### হজরত স্তিফানর আখেরি বয়ান

৭ তেউ পরধান ইমামে স্তিফানরে জিকাইলা, “ইতা কিতা হাছাউ নি?” ১ স্তিফানে জুয়াপ দিলা, “ও ভাই অকল, বাবা অকল,

হুনউক্কা, আমরা বাফ ইব্রাহিম যেবলা হারান শহরো রওয়ান আগে মেসপতামিয়াত আছলা, হউ সময় আল্লায় তানরে দিদার দিয়া কইছলা, ৩ ‘তুমি তুমার দেশ আর খেশ-কুটুম ছাড়িয়া রওয়ানা দেও, আমি তুমারে যে দেশ দেখাইমু হউ দেশো যাও।’ ৪ অউ তাইন কলদীয় অকলর দেশ থাকি বারইয়া, হারান শহরো বসত করলা; আর তান বাফর মউতর বাদে আল্লায় তানরে হন থাকি ই দেশো আনছইন, যেখানো আপনারা অখন বসত কররা। ৫ তা-ও আল্লায় ইনো ইব্রাহিমরে তান নিজর বলতে কুস্তাউ দিলা না, পাও থইবার জাগা খানও না, অইলে আল্লায় তান লগে ওয়াদা করলা, তানরে আর তান ওয়ারিশ অকলরে অউ জমিনর মালিকানা দিবা, যদিও ই সময় ইব্রাহিমর কুনু আওলাদ অইছইন না। ৬ আল্লায় তানরে কইলা, ‘তুমার আওলাদ অকল বিদেশো মুছাফির রইবা, মানষে তারারেদি গুলামি করাইবা, আর চাইরশো বরছ তারার উপরে জুলুম চলবা।’ ৭ আল্লায় এওখানও কইলা, ‘যে জাতিয়ে তারারেদি গুলামি করাইবা, আমি হি জাতির বিচার ফয়ছালা করমু; বাদে তারা হি দেশ থাকি বারইয়া আইয়া, অউ জাগাত আমার এবাদত করবা।’ ৮ আল্লায় তানরে মছলমানি করার হুকুম দিলা; হেশে ইব্রাহিমর পুয়া ইসহাকর জনম অইলো, আর তাইন আট দিনর দিন তার মছলমানি করাইলা। বাদে ইসহাকে ইয়াকুবরে, আর ইয়াকুবে তান পুয়াইন বারো খান্দানর বারোজন বাফর মছলমানি করাইলা।

৯ ‘হউ খান্দানর বাফ অকলে ইংসা করিয়া ইউছুফরে বেচিলাইলে, তানরে মিসর দেশো নেওয়া অইলো। অইলে আল্লা ইউছুফর লগে লগে আছলা, ১০ তাইন ইউছুফরে হকল তকলিফ থাকি হেফাজত করলা, মিসরর বাদশা ফেরাউনর নজরো দয়া আর কামিয়াবি দান করলা; তেউ ফেরাউনে তানরে মিসরর হাকিম আর আস্তা রাজবাড়ির দেখা-হুনর ভার দিলা। ১১ বাদে পুরা মিসর আর কেনান দেশো নিদান দেখা দিলো এরলাগি মানষর খুব দুর্গতি অইছিল, আর আমরা বাফ-দাদা অকলও খানির অভাবো পড়লা। ১২ অইলে মিসরো ফসল আছে হুনিয়া, ইয়াকুবে আমরা বাফ-দাদা অকলরে পয়লা বার হিকানো পাঠাইলা। ১৩ বাদে দুছরা বারর বালা ইউছুফে তান ভাইয়াইনরে জানাইলা তাইন কে, আর ফেরাউনে ইউছুফর পরিবাররে চিন পাইলা। ১৪ ইউছুফে তান বাবা ইয়াকুব আর নিজর খেশ-কুটুম মিলাইয়া হক্কলতায় পচত্তইর জনরে খবরদি আনাইলা। ১৫ ইয়াকুব মিসরো আইলা,

হেশে তাইন আর আমরার বাফ-দাদা অকলও মারা গেলা। ১৬ তারার লাশ শিখিমো আনিয়া কয়বর দেওয়া অইলো, ই কবরস্থান ইব্রাহিমে শিখিম শহরর হমোরর খান্দানর গেছ থাকি রুপার টেকা দিয়া খরিদ করছলা।

১৭ “ইব্রাহিমর গেছে আল্লায় যেতা ওয়াদা করছিল, হি ওয়াদা পুরন অওয়ার সময় যেবলা কাছাই গেল, ই সময় মিসরো আমরার মানষর পরিমান বউত অইগেছে। ১৮ হেশে মিসরো এক নয়া বাদশা অইলা, এইন ইউছুফর বেয়াপারে কুস্তা জানতা না। ১৯ হি বাদশায় আমরার মানষরে টগাইতা আর আমরার বাফ-দাদা অকলর উপরে খুব জুলুম করতা, তান নিয়ত আছিল এরর হুরুতাইন জনুর বাদেউ যাতে বারে ফালাই দেওয়া অয়, আর তারা মরি যাইন। ২০ হউ সময় হজরত মুছার জনম অইলো, আল্লার নজরো তাইন খুব সুন্দর আছিল। তিন মাস পর্যন্ত তাইন তান মা-বাফর বাড়িত আছিল। ২১ বাদে তানরে বারে ফালাই দেওয়া অইলে, ফেরাউনর পুড়িয়ে তানরে নিয়া নিজর পুয়া বানাইয়া পালিয়া বড় করলা। ২২ মুছা মিসরিয় ইলিম আর আদব-খাইছলতে বড় অইলা, তাইন কথায় আর কামে হিম্মতি আছিল। ২৩ বাদে মুছার বয়স যেবলা চাল্লিশ বরছ অইলো, অউ তান দিলর মাজে নিজর ইসরাইলি ভাই অকলরে দেখা-হুনা করার খিয়াল অইলো। ২৪ তাইন বারইয়া দেখলা, একজন মিসরিয়ে এক ইসরাইলির উপরে জুলুম করের, তাইন হউ ইসরাইলিরে সাইয্য করাত গেলা, আর মিসরিরে কাতল করিয়া এর বদলা লইলা। ২৫ মুছায় মনে করছিল তা জাতির মানষে বুজবা যেন, আল্লায় তানরে দিয়াউ তারারে উদ্ধার করবা; অইলে তারা ইতা বুজলা না। ২৬ বাদর দিন মুছায় দুইজন ইসরাইলিরে মাইর করাত দেখিয়া, তারারে মিল-মিশ করার নিয়তে কইলা, ‘অই তুমরা তো ভাই ভাই, তে তুমরা কেনে একজন আরক জনর লগে মারা-মারি কররায়?’ ২৭ অইলে যে মানষে বাদ বেবহার করাত আছিল, হে মুছারে ঠেলা মারি ফালাইয়া কইলো, ‘ওবা, তুমারে খেগিয়ে আমরার উপরে সালিশ আর হাকিম বানাইছে? ২৮ কাইল যেলা হউ মিসরিরে খুন করছো, আমারেও অলা করতায় চাও নি?’ ২৯ ইখান হুনিয়াউ মুছায় বাগিয়া মাদিয়ান দেশো গেলাগি, আর হিকানো তান দুই পুয়ার জনম অইলো।

৩০ “বাদে আরো চাল্লিশ বরছ গুজরি গেলে, তুর পাড়র কান্দাত মরুভূমিত, আগুইন জালাইল জংলার মাজ খনে এক ফিরিস্তায় মুছারে

দরশন দিলা। ﴿৩৬﴾ মুছায় ইতা দেখিয়া এক্কেরে তাইজ্জুব বনিগেলা, আর ভালা করি দেখার নিয়তে কান্দাত যাইরা, অউ সময় মাবুদর আওয়াজ হুনলা, ﴿৩৭﴾ ‘আমি তুমার বাফ-দাদার আল্লা, ইব্রাহিম, ইসহাক আর ইয়াকুবর আল্লা।’ তেউ মুছায় ডরাইয়া কাপা শুরু করলা, আর ভালা করি দেখার সাওস পাইলা না। ﴿৩৮﴾ মাবুদে তানরে কইলা, ‘তুমার পাওর জুতা খুলিলাও, কারন তুমি যেনো উবাইছো ইখান পাক জাগা। ﴿৩৯﴾ হুনো, আমি মিসর দেশো আমার প্রজা অকলর তকলিফ দেখছি, আমি তারার আহাজারি হুনছি, তারারে উদ্ধার করার লাগি লামিয়া আইছি, অখন আমি তুমারে মিসর দেশো ফিরত পাঠাইমু।’

﴿৪০﴾ “এইন হউ মুছা, যারে ইসরাইলি অকলে অউ কথা কইয়া ফিরত দিছিল, কে তুমারে সালিশ আর হাকিম বানাইছে? তানরেউ আল্লার যে ফিরিস্তায় জংলার মাজে দেখা দিছলা, হউ ফিরিস্তার আতানে বনি ইসরাইলর সালিশ আর তরানেআলা বানাইয়া পাঠাইলা। ﴿৪১﴾ আর অউ মুছায়উ মিসরর নীল দরিয়া আর মরুভূমিত চাল্লিশ বরছ বউত কেলামতি আর মোজেজা কাম করিয়া, মিসর দেশ থাকি ইসরাইলি অকলরে বার করি আনছলা।

﴿৪২﴾ “এইন হউ মুছা, যেইন বনি ইসরাইলরে কইছলা, আল্লায় তুমরার লাগি তুমরার নিজর মানুষ থাকি, আমার লাখান একজন নবীরে বেজিবা। ﴿৪৩﴾ অউ মুছাউ তো মরুভূমিত আমরার বাফ-দাদা বনি ইসরাইলর লগে আছলা। আর যে ফিরিস্তায় তুর পাড়ো বাতচিত করছিল্লা, অউ মুছার লগেউ তাইন মাতিছলা। আর আমরারে দিবার লাগি জিন্দা-কালাম অউ মুছার গেছেউ দেওয়া আইছিল।

﴿৪৪﴾ “অইলে আমরার বাফ-দাদা অকলে মুছার হুকুম মানতা চাইলা না, তারা মুছারে হরাই থইয়া মনে মনে হিরবার মিসরর বায় নিয়ত করিয়া হারুনের কইলা, ﴿৪৫﴾ ‘আমরারে পথ চিনাইয়া লইয়া যাওয়ার লাগি দেবতা বানাই দেউক্লা। কারন যে মুছায় মিসর দেশ থাকি আমরারে বার করি আনছইন, তান দশা কিতা আইছে, আমরা তো জানি না।’ ﴿৪৬﴾ অউ সময় তারা গরুর বাছুরর লাখান এক মূর্তি বানাইলা, আর অউ মূর্তির নামে বলি দিলা, নিজর আতর বানাইল মূর্তিরে লইয়া তারা ফুর্তি-আমোদ করলা। ﴿৪৭﴾ অইলে আল্লায় নারাজ আইয়া তারার লগ ছাড়ি দিলা, আর তারারে আছমানর চান-সুরুজ, তেরার পুজাত বুড়াই থইলা; যেলা নবী অকলর কিতাবো লেখছইন:

ও ইসরাইল জাতি, মরুভূমিত হি চাল্লিশ বরছ,  
তুমরা আমার নামে কুন্ পশু কুরবানি দিছলায় নি?

৪৩ না, তুমরা তো মোলক দেবতার মুর্তি,  
আর রিফন দেবতার তেরা বানাই কান্দো লইয়া ঘুরছে।  
হউ দুইও পুতুল তো পুজা করার নিয়তে বানাইছলায়,  
এরলাগি আমি তুমরারে বাবিল দেশর হপারো বনবাস দিমু।

৪৪ তে শাহাদত তাম্বুর কাবা শরিফ মরুভূমিত আমারার বাফ-দাদাইন্তর  
গেছে আছিল। তাইন মুছারে হুকুম দিছলা, তুমি যেলাখান নকশা দেখলায়,  
অউ লাখান করি ইটা তিয়ার করো। ৪৫ আমারার বাফ-দাদা অকলে হি কাবা  
শরিফ পাইয়া, তারার আমির ইউছার আতানে নিজর লগে করি আমারার  
ই দেশো আনছিল, তারা যেবলা হি দেশো হামাইছলা ই সময় আল্লায়  
তারার ছামন থাকি হিনর মানষরে খেদাই দিছলা। হি তাম্বু হজরত দাউদর  
আমল পর্যন্ত অউ দেশো আছিল।

৪৬ “দাউদে আল্লার রহমত হাছিল করছিল, আর ইয়াকুবর আল্লার নামে  
এখান ঘর বানাইবার আরজি করছিল। ৪৭ অইলে হজরত সুলাইমানে তান  
লাগি হি ঘর বানাইছলা। ৪৮ তা-ও আল্লাতালা তো মানষর আতর বানাইল  
ঘরো বসত করইন না; যেলা নবীয়ে কইছইন, ৪৯ মাবুদে কইন,

বেহেস্ত আমার তখত,  
দুনিয়া আমার পাও থইবার জাগা,  
তুমরা আমার লাগি কিজাত ঘর বানাইবায়?  
আমার জিরানির জাগা কুয়াই?

৫০ ই হক্কলতা কিতা আমার নিজর আতে  
বানাইছি না নি?

৫১ “ও গাড়তেড়ার জাত! কান আর দিলর মছলমানি না করাইল জাত!  
তুমরা হামেশা পাক রুহর দুয়ার বন্দ করি থও। তুমরার বাফ-দাদাইন  
যেলা আছলা, তুমরাও অউলা অইছো। ৫২ তুমরার বাফ-দাদাইন্তে কুন  
নবীর উপরে জুলুম করছইন না? তারা তো হউ নবী অকলরে কাতলও  
করছে, যেরা আগে ই দীনদার জন আইবার কথা এলান করছইন। অউ

দীনদার জনরে অখন তুমরাও দুশমনর আতো সপিয়া কাতল করাইছো।  
 ৫৩ ফিরিস্তা অকলর মাজদি নাজিল অওয়া শরিয়ত তুমরারে দেওয়া অইছিল,  
 অইলে ইতা আমল করছো না।”

পয়লা শহীদ হজরত স্তিফান

৫৪ ইতা হুনিয়াউ তারা গুছায় আগুইন অইগেলা, আর দাত কিড়ি-  
 মিড়ি করা ধরলা। ৫৫ অইলে স্তিফানে পাক রুহে কামিল অইয়া  
 বেহেস্তর বায় ধিয়ান ধরি চাইয়া আল্লার শান-তজল্লি দেখলা, আর  
 ইছারে আল্লার ডাইন বাজুত উবা দেখলা। ৫৬ তেউ তাইন কইলা  
 “দেখউক্কা, আমি দেখরাম বেহেস্ত খুলা আছে, আর ইছা বিন-আদম  
 আল্লার ডাইনে উবাই রইছইন।” ৫৭ আর তারা কানো আঙ্গুল দিয়া  
 একলগে চিল্লাইয়া স্তিফানর উপরে উড়িয়া গিয়া পড়লা। ৫৮ তানরে  
 টানিয়া শহরর বারে নিয়া পাথর মারাত লাগলা; আর বাদী অকলে  
 যারযির কাপড় খুলিয়া শৌল নামর এক জুয়ানর পাওর কান্দাত  
 থইলা। ৫৯ মানষে য়েবলা স্তিফানরে পাথর মাররা, অউ সময় তাইন  
 দোয়া করিয়া কইলা, “ও মালিক ইছা, আমার রুহরে কবুল করউক্কা।”  
 ৬০ কইয়াউ তাইন আটু গালা দিয়া জুরে চিল্লাইয়া কইলা, “মালিক,  
 এরর ই গুনারে আমলো ধরিও না।” অখন কইয়াউ তাইন আখেরি  
 দম ছাড়ি দিলা।

আর শৌলে হনো স্তিফানর খুনর হুকুমর লগে সায় দিলা।

জমাতর উপরে জুলুম

৮ হিদিন থাকি জেরুজালেমর জমাতর উপরে খুব জুলুম-মছিবত  
 খাড়া অইলো, এরলাগি খালি সাহাবি অকল বাদে আর হকলেউ  
 এহুদিয়া আর শমরিয়া এলাকার জাগায় জাগায় ছিতরি গেলা। ১ কয়জনে  
 মিলিয়া আল্লারাইয়া মানুষ স্তিফানরে দাফন করলা আর তান লাগি বউত  
 আহাজারি করলা। ২ অইলে শৌলে জমাতরে বিনাশ করার নিয়তে, ঘরো  
 ঘরো হমাইয়া ইমানদার বেটাইন-বেটিনরে বন্দি করি টানিয়া ছেহরাইয়া  
 জেল খানাত হারানিত লাগলা।

শমরিয়াত হজরত ফিলিফর তবলিগ

৫৪ তেউ যেরা চাইরোবায় ছিতরি গেছিল, তারা হক্কল জাগাত ঘুরি ঘুরি ইঞ্জিলর খুশ-খবরি তবলিগ করলা। ৫৫ আর ফিলিফ শমরিয়ার এক শহরো গিয়া আল-মসীর বেয়াপারে তবলিগ করলা। ৫৬ মানষে ফিলিফর বয়ান হুনিয়া আর তান কেলামতি কাম অকল দেখিয়া, ধিয়ান ধরি এক দিলে তান নছিয়ত হুনলা। ৫৭ কারন বউতর গেছ থাকি ভুত অকল জুরে জুরে চিল্লাইয়া ছাড়িয়া গেল, আর বউত অর্ধং বেমারি আর লেংড়া অকল ভালা অইলা। ৫৮ ইতা দেখিয়া হি শহরর মানুষ খুব খুশি অইলা।

৫৯ অইলে হিকানো সাইমন নামর একজন মানষে বউত দিন ধরি যাদু-টুনার কাম করতো, শমরিয়ার মানষরে ধান্দা লাগাইয়া হে নিজরে একজন কামিল পীর কইয়া দাবি করতো। ৬০ আর হুরু-বড় হকলে তার কথার দাম দিতো, মানষে কইতো, আল্লার যে কুদরতরে খাছ কুদরত কইন, ই বেটা অইলো হউ খাছ কুদরতি বেটা। ৬১ মানষেও তার কথা মতো চলতো কারন বউত দিন ধরি হে তার যাদু-টুনা দেখাইয়া তারারে তাইজ্জুব বানাইছিল। ৬২ অইলে ফিলিফে য়েবলা আল্লার বাদশাই আর ইছা আল-মসীর বেয়াপারে খুশ-খবরি তবলিগ করলা, আর মানষে তান তবলিগে ইমান আনলা, ই সময় বেটাইন-বেটিন্তে আইয়া তৌবার গোছল করলা। ৬৩ হউ সাইমনও ইমান আনিয়া তৌবার গোছল করিয়া ফিলিফর খরে খরে রইলা, বউত কেলামতি আর বড় বড় কুদরতি কাম হাছিল অর দেখিয়া তাইজ্জুব অইগেলা।

৬৪ জেরুজালেমর সাহাবি অকলে য়েবলা হুনলা, শমরিয়ার মানুষ অকলে আল্লার কালামর উপরে ইমান আনছইন, তেউ তারা পিতর আর হান্নানরে এরার গেছে পাঠাইলা। ৬৫ পিতর আর হান্নান আইয়া তারার লাগি দোয়া করলা, যাতে তারা পাক রুহ পাইন। ৬৬ কারন অখনও তারার উপরে পাক রুহ নাজিল অইছে না, তারা খালি হজরত ইছার নামে তৌবার গোছল করছইন। ৬৭ পিতর আর হান্নানে তারার উপরে আত রাখলা, তেউ তারা পাক রুহ পাইলা। ৬৮ আর সাইমনে য়েবলা দেখলা, সাহাবি অকলর আত রাখার কারনে পাক রুহ মিলের, অউ তাইন টেকা আনিয়া এরার গেছে দিয়া কইলা, ৬৯ “আমারেও অউ খেমতা দেউক্লা, যাতে আমি কেউরর

উপরে আত রাখলে হে-ও অউ পাক রুহ পায়।” ﴿২০﴾ পিতরে তারে কইলা,  
 “তুমার রুপা তুমার লগেউ বিনাশ অউক, তুমি মনো করছো আল্লার দান  
 টেকাদি খরিদ করা যায়। ﴿২১﴾ আমরার ই কামো তুমার কুনু ভাগ নাই,  
 কারন আল্লার নজরো তুমার দিল সরল নায়। ﴿২২﴾ এরলাগি ই নাজাইজ  
 কাম থাকি তুমার দিল ফিরাও। আর আল্লার গেছে মিনত-কাজ্জি করো,  
 কিবা তুমার দিলর ই নাজাইজ খিয়াল তাইন মাফ করিলিতা পারইন।  
 ﴿২৩﴾ আমি দেখরাম, তুমার দিল লিপসায় ভরা আর তুমি গুন্যার মাজে বন্দি  
 অইরইছো।” ﴿২৪﴾ তেউ সাইমনে কইলা, “আপনারা আল্লার গেছে আমার  
 লাগি দোয়া করউক্কা, যাতে আপনারা যেতা যেতা কইছইন ইতা যানু  
 আমার উপরে না আয়।” ﴿২৫﴾ বাদে পিতর আর হান্নানে মালিকর কালামর  
 তবলিগ করিয়া জেরুজালেমো ফিরত যাওয়ার পথো, শমরিয়ার বউত  
 গাউত খুশ-খবরি তবলিগ করি করি গেলা।

হজরত ফিলিফ আর রাজ খাজাঞ্চি

﴿২৬﴾ একদিন আল্লার একজন ফিরিস্তায় হজরত ফিলিফরে কইলা,  
 “উঠো, দউকনর যে পথ জেরুজালেম থাকি গাজা টাউনর বায় গেছে হউ  
 পথে রওয়ানা দেও।” ই পথ আছিল মরুভূমিত। ﴿২৭﴾ তেউ ফিলিফ উঠিয়া  
 হবায় রওয়ানা দিলা, যাইতে যাইতে পথো ইখিওপিয়া দেশর কান্দাকি  
 রানীর একজন বড় রাজ খাজাঞ্চির লগে তান মুলাকাত অইলো, হি  
 খাজাঞ্চি আছলা না-মর্দ, আর রানীর হক্কল ধন-রতুর জিন্মাদার। আল্লার  
 এবাদত-বন্দেগি করার লাগি এইন জেরুজালেমো অইছলা। ﴿২৮﴾ বাদে  
 বাড়িত যাওয়ার বালা পথো তান নিজর রথো বইয়া ইশায়া নবীর কিতাব  
 তিলাওত করাত আছলা। ﴿২৯﴾ অউ সময় পাক রুহে ফিলিফরে কইলা,  
 “অউ রথর কান্দাত যাও, আর এন লগে লগ ধরো।” ﴿৩০﴾ তেউ ফিলিফে  
 দৌড়িয়া অউ রথর কান্দাত গিয়া হুনলা, এইন ইশায়া নবীর কিতাব  
 তিলাওত কররা; ফিলিফে তানরে জিকাইলা, “আপনে যেতা তিলাওত  
 কররা ইতার মানি বুজরা নি?” ﴿৩১﴾ হেইন কইলা, “কেউ বুজাইয়া না দিলে  
 আমি কেমনে বুজমু?” অউ তাইন ফিলিফরে রথো উঠিয়া তান কান্দাত  
 বওয়ার লাগি মিনত করলা। ﴿৩২﴾ হেইন কিতাবর যে আয়াত তিলাওত  
 করাত আছলা, ইতা অইলো,

জবো করার লাগি মেড়ারে যেলা নেইন,  
 মারার নিয়তে তানরে অউলা নেওয়া অইলো,  
 রুমা কাটরার ছামনে মেড়ার বাইছা যেলা নিরাই রয়,  
 অউলা তাইনও জবান খুললা না।

❁ তাইন বেইজ্জত অইলা,  
 তানরে বে-ইনছাফ করা অইলো।  
 তান ওয়ারিশর কথা খেগিয়ে কইতো পারব?  
 তান জানরে দুনিয়া থাকি কাড়িয়া নেওয়া অইছিল।

❁ হউ খাজাঞ্চিয়ে ফিলিফরে কইলা, “কউক্কা ছাইন, নবীয়ে কার বেয়াপারে ইতা কইছইন? নিজর বেয়াপারে না আর কেউরর?” ❁ ফিলিফে জবান খুলিয়া পাক কালামর অউ আয়াত থাকি লইয়া ইছার খুশ-খবরি পর্যন্ত তান গেছে তবলিগ করলা। ❁-❁ পথো যাইতে যাইতে তারা পানিআলা এক জাগাত আইয়া পৌছলা, তেউ হি খাজাঞ্চিয়ে কইলা, “অউ দেখউক্কা অনো পানি আছে, তে আমি তৌবার গোছল করতে কুনু বাধা আছে নি?” ❁ কইয়া তাইন রথ উবা করার হুকুম দিলা, ফিলিফ আর হউ না-মর্দ খাজাঞ্চি দুইও জন পানিত লামলা, আর ফিলিফে তানরে তৌবার গোছল করাইলা। ❁ তারা যেবলা পানি থাকি উঠিয়া আইলা, অউ সময় মাবুদর রুহে আখতাউ ফিলিফরে আওড়ে নিলাগি। হি না-মর্দ আর ফিলিফরে দেখলা না, তেউ তাইন ফুর্তি করি করি তান নিজর পথে গেলাগি। ❁ অইলে ফিলিফরে আসদ্দ টাউনো দেখা মিললো; তাইন গাউয়ে গাউয়ে খুশ-খবরি তবলিগ করি করি হেশে কৈছরিয়া শহরো গেলা।

### জালিম শৌলর দিল বদলানি

৯ ❁-❁ ই সময়ও শৌলে আল-মসীর উম্মত অকলরে কাতল করতা করি ডর দেখানিত রইছইন। আর দামেস্ক শহরর ইহুদির মছিদাইন্তো দেওয়ার লাগি তাইন পরধান ইমামর গেছ থাকি চিঠি চাইলা, যতো বেটাইন-বেটিন ইছার পথে চলইন, তারারে বান্দিয়া জেরুজালেমো আনতা অউ খেমতা পাওয়ার লাগি চিঠি চাইলা। ❁ পথো যাইতে যাইতে যেবলা দামেস্ক টাউনর কান্দাত আইলা, তেউ আখতাউ আহমান থাকি তান

চাইরো গালাবায় ফর অইয়া চমকাইয়া উঠলো। ৪ অউ তাইন মাটিত পড়ি গেলা আর গাইবি আওয়াজ হুনলা, কে যানু তানরে কর, “শৌল, শৌল, কেনে আমারে জুলুম কররায়?” ৫ শৌলে জিকাইলা, “মালিক, আপনে কে?” তাইন কইলা, “আমি ইছা, যেনরে তুমি জুলুম কররায়। ৬ তুমি অখন উঠিয়া শহরো যাও, তুমি কিতা করতায় তুমারে জানাইল অইবো।” ৭ অইলে যেরা শৌলর লগে যাওয়াত আছলা তারা চমকি গেলা, তারা ই আওয়াজ ঠিকউ হুনছিল, অইলে কেউররে দেখলা না। ৮ বাদে শৌল মাটি থাকি উঠলা, আর চউখ মেলিয়া হারলে কুস্তাউ দেখলা না; তান লগর মানষে তানরে আতো ধরিয়া দামেস্কো লইয়া গেলা। ৯ শৌলে তিন দিন ধরি চউখে কুস্তাউ দেখলা না আর কুনুজাত খানা-পিনাও খাইলা না।

১০ দামেস্ক শহরো অননিয় নামে একজন মুমিন আছলা, ১১ মাবুদে তানরে দরশন দিয়া কইলা, “অননিয়!” তাইন জুয়াপ দিলা, “মালিক, অউনু আমি।” মাবুদে তানরে কইলা, “সুজা নামর যে সড়ক আছে, তুমি হউ সড়কে যাও, গিয়া হনর এহুদার বাড়িত তার্শ শহরর শৌল নামর একজন মানষর তলাশ করো। ১২ হনো হে দোয়া করের, আর হে দরশন পাইছে, অননিয় নামর একজন মানুষ আইয়া তার শরিল আতাইয়া দিব, তেউ হে হিরবার চউখে দেখব।” ১৩ অননিয় কইলা, “মালিক, আমি বউত মানষর গেছে ই মানুষগুর খাইছলত হুনছি, হে জেরুজালেমো তুমার পাক বন্দা অকলর উপরে বউত জুলুম করছে। ১৪ আর অউ জাগাতও যতো মানষে তুমার পথে চলে, এরাে বান্দিয়া নেওয়ার খেমতা হে বড় ইমাম অকলর গেছ থাকি পাইছে।” ১৫ অইলে মালিকে তানরে কইলা, “তুমি যাও, কারন অ-ইহুদি অকল, তারার রাজা অকল, আর বনি ইসরাইলর গেছে আমার নাম তবলিগর লাগি আমি তারে পছন্দ করছি। ১৬ আমি তারে দেখাইমু, আমার নামর লাগি তারে কতো জালা-যন্ত্রনা সহ্য করা লাগবো।” ১৭ তেউ অননিয় বারইয়া হউ বাড়িত গিয়া হামাইলা, আর শৌলর গতরো আত দিয়া কইলা, “ভাই শৌল, অনো আওয়ার পথো যেইন তুমারে দরশন দিছইন তাইন হজরত ইছা, তাইন আমারে পাঠাইছইন, যাতে তুমি হিরবার চউখে দেখতায় পাও আর পাক রুহে কামিল অও।” ১৮ আর লগে লগেউ তান চউখ থাকি মাছর-ফইরর লাখান কিতা পড়ি গেল, তাইন দেখতা পারলা আর উঠিয়া পানিত গিয়া তৌবার গোছল করলা; ১৯ খাওয়া-দাওয়ার বাদে শরিলো হিরবার বল পাইলা।

আর তাইন কিছুদিন দামেস্কর উম্মত অকলর লগে রইলা। ২০ শৌলে আর দেরি করলা না, তাইন জাগায় জাগায় মছিদাইন্তো গিয়া তবলিগ করাত লাগলা, হজরত ইছাউ আল্লার হউ খাছ মায়ার জন, ইবনুল্লা। ২১ যেরা তান বয়ান হুনতো তারা হকলেউ তাইজ্জুব অইয়া মাতা-মাতি করতো, “এইন হউ মানুষ নায়নি যেইন জেরুজালেমো ইছার উম্মত অকলরে জুলুম করতা? আর অনোও তো অতার লাগিউ আইছইন, যেরা ইছার পথে চলে তারারে বান্দিয়া বড় ইমাম অকলর গেছে লইয়া যাইতা?” ২২ অইলে শৌল দিন দিন আরো হিম্মত আলা অইলা, আর দামেস্কর ইহুদি অকলরে লা-জুয়াপ বানাইতা লাগলা, তাইন পরমান দেখাইলা, অউ ইছাউ হি আল-মসী।

২৩ এর বউত বাদে ইহুদি অকলে তানরে মারার লাগি সলা-পরামিশ করলা, ২৪ আর শৌলে ই খবর পাইলা। তারা তানরে মারার লাগি শহরো হামানি বারনির হক্কল দুয়ারো দিনে-রাইতে চকিদার বওয়াইলা। ২৫ একদিন রাইত উম্মত অকলে শৌলরে এক টুকরির ভিতরে হারাইয়া, ওয়ালর খিড়কিবায় পার করি বারে লামাইয়া দিলা।

### হজরত শৌল জেরুজালেমো আইলা

২৬ বাদে তাইন জেরুজালেমো আইয়া উম্মত অকলর লগে শরিক অইতা চাইলা; অইলে হক্কলে তানরে ডরাইলো, তাইন যেন হাছাউ ইমান আনছইন তারা বিশ্বাস করলা না। ২৭ তেউ বার্নাবাছে তানরে আতো ধরিয়া সাহাবি অকলর গেছে লইয়া গেলা, আর দামেস্ক যাওয়ার পথো কিলা তাইন আল-মসীর দিদার পাইলা, আর কিলা মালিকে তান লগে বাতচিত করলা, দামেস্কো কিলা তাইন সাওস করি ইছার নামে তবলিগ করছইন হকলতা এরারে জানাইলা। ২৮ বাদে শৌল জেরুজালেমো এরার লগে লগে রইতা, তাইন জেরুজালেমর হকল জাগাত ঘুরিয়া ফিরিয়া সাওস করি ইছার নামে তবলিগ করতা। ২৯ তাইন ইউনানি ভাষায় মাতরা ইহুদি অকলর লগে দীনি বাতচিত আর তর্ক করতা; ইহুদি অকলে তানরে জানে মারিলতা চাইলা। ৩০ মুমিন অকলে ই খবর হুনিয়া তানরে কৈছরিয়া শহরো লইয়া গেলা, হন থাকি তানরে তাৰ্ষ শহরো পাঠাই দিলা। ৩১ হি সময় এহুদিয়া, গালিল আর শমরিয়া এলাকার জমাত অকল শান্তির মাজে তৈয়ার অইলো, ই

জমাত অকল মাবুদর ডরে আর পাক রুহর ইশারায় চলি চলি বউত পরিমানে বাড়লো।

হজরত পিতরর সফর আর কেরামতি

❦ পিতরে হক্কল জাগাত ঘুরতে ঘুরতে লুদা গাউর মুমিন অকলর গেছে আইয়া আজিলা। ❦ হউ গাউত ঐনিয় নামে একজন মানুষ আছিল; হে অর্ধং বেমারে আট বরছ ধরি বিছনাত পড়নো আছিল। ❦ পিতরে তারে দেখিয়া কইলা, “ঐনিয়, ইছা আল-মসী তুমারে ভালা করলা, উঠো, তুমার বিছনা তুলিলাও।” আর লগে লগেউ ঐনিয় উঠিয়া উবাই গেলো।

❦ তেউ লুদা গাউ আর শারোন এলাকার হক্কল মানষে ঐনিয়র হালত দেখিয়া আল্লার বায় ফিরলা।

❦ জাফা শহরো টাবিথা নামে একজন মুমিন বেটি আছিল, ইউনানি ভাষায় টাবিথা নামর অর্থ দর্কা, মানি হরিনী, তাইন হক্কল সময় ভালা কাম করতা আর গরিবরে সাইহ্য করতা। ❦ তাইন বেমার পড়িয়া মারা গেলো, আর মানষে তানরে গোছল দেওয়াইয়া উপরর কুঠাত নিয়া থইলা।

❦ জাফা শহর লুদার কাছাত আছিল গতিকে, উম্মত অকলে য়েবলা হুনলা, পিতর লুদাত আছইন, অউ তারা দুইজন মানষরে তান গেছে পাঠাইয়া মিনত করলা, “আপনে জলদি করি আমরার গেছে আউক্কা।”

❦ তেউ পিতর তারার লগে রওয়ানা দিলা, তাইন হনো যাওয়ার বাদে তারা তানরে উপরর কুঠাত লইয়া গেল, হক্কল ডাড়ি বেটিস্তে পিতরর চাইরোবায় উবাইয়া কান্দন শুরু করলা আর দর্কা জিতা থাকতে যেতা কাপড়-চুপড় বানাইছিল, অতা পিতররে দেখাইলা। ❦ পিতরে তারা হক্কলরে কুঠা থাকি বার করি দিয়া জানু পাড়িয়া দোয়া করলা; বাদে মরা বেটির লাশর বায় ফিরিয়া কইলা, “টাবিথা, উঠো।” লগে লগে দর্কায় চউখ খুললা, আর পিতররে দেখিয়া উঠিয়া বইলা। ❦ পিতরে তান আতো ধরিয়া উবা করলা, বাদে হি ডাড়ি বেটিন আর মুমিন অকলরে ডাকিয়া দেখাইলা, দর্কা জিতা অইছইন। ❦ ই খবর জাফা শহরর হক্কল জাগাত উড়িগেল আর বউত মানষে আল-মসী উপরে ইমান আনলা। ❦ পিতর বউত দিন জাফা শহরো সাইমন নামর এক চামারর বাড়িত রইলা।

ছুবেদার কর্নিলুছ আর হজরত পিতরের দরশন

১০

কৈছরিয়া শহরো কর্নিলুছ নামে একজন মানুষ, ইতালি নামর সিপাই দলর ছুবেদার আছলা। ১ তাইন একজন পরেজগার মানুষ, তান পরিবারর হকলেও আল্লারে ডরাইতা। তাইন গরিব অকলরে বউত টেকা-পয়সা দান-খয়রাত আর হামেশা আল্লার গেছে দোয়া করতা। ২ একদিন অনুমান তিনটার সময় তাইন এক ছাফ দরশন পাইলা। দেখলা, আল্লার এক ফিরিস্তায় তান গেছে আইয়া ডাকিরা, “কর্নিলুছ!” ৩ কর্নিলুছে ডরাইয়া হউ ফিরিস্তার বায় চাইয়া কইলা, “মালিক, কউক্লা, হুনরাম।” ফিরিস্তায় তানরে কইলা, “তুমার মুনাজাত আর গরিব অকলরে দানর কথা বেহেস্তো পৌছিছে আর আল্লায় ইতা কবুল করছইন। ৪ অখন তুমি জাফা শহরো মানুষ পাঠাও, আর সাইমন উরফে পিতররে তালাশ করাই আনাও। ৫ এইন দরিয়ার পারো আরক সাইমনর বাড়িত থাকইন, হি সাইমনে চামড়ার কারবার করে।” ৬ যে ফিরিস্তায় কর্নিলুছর লগে বাতচিত করছিল্লা, তাইন যাওয়ার বাদে কর্নিলুছে তান বাড়ির দুইজন কামলা আর তান সাইয্য কারি একজন পরেজগার সিপাইরে ডাক দিলা। ৭ তাইন এরারে হকলতা বুজাই দিয়া জাফা শহরো পাঠাইলা।

৮ বাদর দিন যেবলা হউ মানুষ অকল যাইতে যাইতে জাফা শহরর কাছাত আইলা, ই সময় বেইল অনুমান দুইফর, পিতরে দোয়া করার লাগি হউ সময় ছাতো উঠছইন। ৯ তান খুব ভুক লাগছিল, তেউ কুস্তা খাইতা চাইলা আর মানষে খানি তিয়ার কররা, অউ সময় ঘুমে তান উংগানি আইলো। ১০ অউ হালতো তাইন দেখলা, আছমান খুলি গেছে আর খুব বড় চাদরর লাখান এক চিজর চাইর কোনাত ধরিয়া দুনিয়াত লামাই দেওয়া অর; ১১ আর ই চাদরর মাজে দুনিয়ার হক্কল জাতর পশু, বুকে চলরা জানদার আর পাখিন আছে। ১২ বাদে তাইন অউ আওয়াজ হুনলা, কে যানু তানরে কর, পিতর, উঠো, মারিয়া খাও। ১৩ পিতরে কইলা, না, না, মালিক, কুনুমণ্ডেউ না, আমি কুনু সময়উ নাপাক আর হারাম কুস্তা খাই না। ১৪ তাইন হিরবার অউ আওয়াজ হুনলা, আল্লায় যেতা হলাল করছইন, ইতারে তুমি হারাম কইও না। ১৫ অউলা তিনবার অওয়ার বাদে হউ চাদরখান আছমানো তুলিয়া নিলাগি।

১৭ পিতরে যে বাতুনি দরশন দেখলা, এর মানি কিতা অইতো পারে তাইন ধিয়ান কররা, অউ সময় কর্নিলুছর পাঠাইল হি মানুষ অকল সাইমনর বাড়ি তুকাইয়া পাইয়া, বাড়ির দুয়ারর ছামনে আইয়া উবাইলা। ১৮ তারা ডাকিয়া জিকাইলা, “সাইমন যেনরে পিতর কইয়া ডাকইন, তাইন ইখানো আছইন নি?” ১৯ পিতরে হউ দরশনর কথা চিন্তা কররা, অউ সময় পাক রুহে তানরে কইলা, “দেখো, তিনজন মানষে তুমারে তুকানিত আইছইন। ২০ তুমি লামাত লামো আর তারার লগে রওয়ানা দেও, কুন্সন্দয় করিও না, তারারে আমিউ পাঠাইছি।” ২১ তেউ পিতর লামিয়া গিয়া তারারে কইলা, “আপনারা যারে তুকাইরা আমিউ হেইন; কউক্লাছাইন, কিতাল্লাগি আইছইন?” ২২ তারা কইলা, “শো-সিপাইর ছুবেদার কর্নিলুছে আল্লার ফিরিস্তার হুকুম পাইয়া আমরাে পাঠাইছইন, তাইন একজন পরেজগার মানুষ, আল্লার হুকুম মাফিক চলইন, ইহুদি অকলে তানরে খুব তাজিম করইন। ফিরিস্তায় তানরে কইছইন, যাতে আপনারে তান বাড়িত নেওয়াইয়া আপনার নছিয়ত হুনইন।” ২৩ অউ পিতরে তারারে ভিতরে ডাকিয়া নিয়া, তারার মেহমানদারি করলা।

বাদর দিন উঠিয়া পিতর তারার লগে রওয়ানা দিলা, আর জাফা শহরর কয়জন ইমানদারও তান লগে গেলা। ২৪ এর বাদর দিন তারা কৈছরিয়াত পৌছলা; অউ সময় কর্নিলুছে তান খেশ-কুটুম আর বন্ধু-বান্ধব অকলরে দলা করিয়া তারার বার চাইরা। ২৫ আর পিতর গিয়া য়েবলা ঘরো হামাইলা, ই সময় কর্নিলুছে তান কাছাত গিয়া পাওত পড়িয়া সইজদা করলা। ২৬ অইলে পিতরে তানরে তুলিয়া কইলা, “উঠউক্লা, আমি নিজেও তো একজন মানুষ।” ২৭ বাদে কর্নিলুছর লগে মাতি মাতি ভিতরে হামাইয়া পিতরে দেখলা, বউত মানুষ দলা অইরইছে। ২৮ অউ তাইন কইলা, “আপনারা তো জানইন, একজন ইহুদি মানষে কুন্স অ-ইহুদির কাছাত যাওয়া বা মিলা-মিশা করা আমরা শরিয়তর নাজাইজ। অইলে আল্লায় আমরাে দেখাইছইন যেন, কুন্স মানষরে নাপাক বা অপবিত্র কওয়া আমার লাগি নাজাইজ। ২৯ এরলাগি আপনারা য়েবলা আমরাে খবর দিছইন, তে আমি কুন্স অমত না করিয়াউ আইছি। অখন আমি আপনারাে জিকাইরাম, আমরাে কিতাল্লাগি আনাইছইন?”

৩০ কর্নিলুছে জুয়াপ দিলা, “আইজ থাকি চাইর দিন আগে অমন বালা মানি তিনটার সময় আমি আমার ঘরো দোয়া করাত আছলাম, অউ সময় চমকাইল কাপড় ফিন্দা এক বেটা মানুষ আমার ছামনে আইয়া উবাইলা,

❧ তাইন কইলা, কর্নিলুছ, আল্লায় তুমার দোয়া কবুল করছইন। আর তুমার দান-খয়রাতও কবুল করছইন। ❧ অখন তুমি জাফা শহরো মানুষ পাঠাও আর সাইমন উরফে পিতররে আনাও। তাইন দরিয়ার পারো সাইমন নামর এক চামড়ার কারবারির বাড়িত আছইন। ❧ এরলাগি আমি জলদি করি আপনারে আনাত মানুষ পাঠাইলাম। আপনে তশরিফ আনছইন দেখিয়া খুব খুশি অইলাম। অখন আমরা হকল আল্লার ছামনে আজির আছি, আল্লায় আপনারে যেতা হুকুম করছইন, আমরা হকলতা জানমু।”

**বিধর্মীর দিলো হজরত পিতরর নছিয়তর ফল**

❧ তেউ পিতরে জবান খুলিয়া কইলা, “আমি অখন হাছারর বুজলাম, আল্লার নজরো হকলউ হমান। ❧ হকল জাতির মাজে যেরা তানরে ডরায় আর তান হুকুম মানিয়া চলে, তারারে তাইন কবুল করইন। ❧ আপনারা তো জানইন, তাইন বনি ইসরাইলর গেছে খুশির এখান খবর জানাইছইন। হজরত ইছা আল-মসী, যেইন হকলর মালিক, তান উছিলায় শান্তি পাওয়া যায়। ❧ মানষর লাগি তোবার গোছল করা জরুর, এহিয়ায় ইখান তবলিগ করার বাদেউ গালিল থাকি আস্তা এহুদিয়া জুড়ি যেতা ঘটছিল, ইতা হকলতাউ আপনারা হুনছইন। ❧ আল্লায় নাছারতর ইছারে পাক রুহ আর কুদরতে কিলা খাছ খলিফা বানাইছলা; তাইন ভালা কাম করি করি সফর করতা, আর জিনে ধরা বেমারি অকলরে ভালা করতা, আল্লা পাক তো তান লগে আছলা। ❧ তাইন ইহুদি অকলর জমিনো আর জেরুজালেমো যেতা করছিলো, আমরা ইতা হকলতার সাক্ষি; আর মানষে তানরে গাছো লটকাইয়া মারলো। ❧ আল্লায় তানরে তিন দিন বাদে জিন্দা করি উঠাইলা, আর মানষেও তানরে দেখলা। ❧ তা-ও হকলে তানে দেখার নছিব অইছে না, খালি আল্লায় যেরারে আগে পছন্দ করছিলো, হউ সাক্ষি অকলরে, মানি আমরা দেখাইলা, আর মুর্দা থাকি তাইন জিন্দা অইয়া উঠার বাদে আমরা তান লগে খানা-পিনাও খাইছি। ❧ তাইন আমরা হুকুম দিছইন, আমরা যানু ইহুদি অকলর গেছে তবলিগ করি আর সাক্ষি দেই যেন, তানরেউ আল্লায় জিন্দা আর মুর্দা অকলর হাকিম বানাই পাঠাইছইন। ❧ হকল নবীয়েও তান বেয়াপারে অউলা সাক্ষি দিছইন যেন, যেরা তান উপরে ইমান আনে, তারা হকলেউ তান নামর উছিলায় গুনর মাফি পায়।”

৪৪ পিতরে বয়ান কররা, ই সময় যেরা তান বয়ান হুনাত আছিল, তারা হকলর উপরে আল্লাই পাক রুহ নাজিল অইলো। ৪৫ আর পিতরর লগে অইয়া মছলমানি করাইল যেতা ইমানদার অকল আইছলা, তারা ইতা দেখিয়া চমকিয়া উঠলা, কারন অ-ইহুদি অকলর উপরেও পাক রুহ বর্ষিছইন। ৪৬ তারা দেখলা, অউ অ-ইহুদি অকলে নানান গাইবি ভাষায় মাতিরা, আর আল্লার তারিফ কররা। ৪৭ তেউ পিতরে কইলা, “অউ যেতা মানষে আমরার লাখান পাক রুহ হাছিল করছইন, এরা পানিত তৌবার গোছল করতে কিতা কেউ বাধা দিতো পারবো নি?” ৪৮ বাদে তইন এরারে ইছা আল-মসীর নামে তৌবার গোছল করার হুকুম দিলা। আর তারা পিতররে মিনত করলা, তারার গেছে কয়খান দিন রওয়ার লাগি।

জেরুজালেমো হজরত পিতর

১১ বাদে সাহাবি অকলে আর এহুদিয়া জিলার হকল মুমিন ভাইয়াইন্তে হুনলা, অ-ইহুদি অকলেও আল্লার কালামর উপরে ইমান আনছইন। ১ এরলাগি পিতর য়েবলা জেরুজালেমো আইলা, ই সময় মছলমানি করাইল ইমানদার অকলে তানে দুষি সাইবস্তো করিয়া কইলা, ২ “আপনে তো মছলমানি না করাইল মানষর ঘরো হামাইছইন, আর তারার লগে খানাও খাইছইন।” ৩ তেউ পিতরে পয়লা থাকি যেতা যেতা ঘটছিল, তারার গেছে এক-এক করি বুজাইয়া কইলা, ৪ “আমি জাফা শহরো দোয়া করাত আছলাম, অমন সময় পাক রুহর দরশন পাইলাম, আমি দেখলাম, আছমান থাকি বড় চাদ্দরর লাখান এখান চিজর চাইর কোনাত ধরিয়া আমার গেছে লামাইয়া দেওয়া অর। ৫ আমি ধিয়ান ধরি চাইয়া চিন্তাত পড়ি গেলাম, আর দেখলাম, এর মাজে হকল জাতর পশু, পাখি, জংলি জানুয়ার আর বুকো চলরা জানদার অকল আছইন। ৬ বাদে এক আওয়াজ হুনলাম, পিতর, উঠো, মারিয়া খাও। ৭ আমি কইলাম, না, না মালিক, কুনুমন্তেউ না, নাপাক বা হারাম কুন্তা আমি কুনুদিন মুখে দিছি না। ৮ বাদে দুছরা বার আছমান থাকি অউ আওয়াজ হুনলাম, আল্লায় যেতা হলাল করছইন, তুমি ইতারে হারাম কইও না। ৯ অউলা তিনবার কওয়ার বাদে হকলতা আছমানো তুলি নেওয়া অইলো। ১০ আর এর লগে লগেউ, আমি যে বাড়িত আছলাম অউ বাড়িত আইয়া তিনজন

মানুষ হামাইলো, তারারে কৈছরিয়া থাকি পাঠাইল অইছিল। ১২ তেউ পাক রুহে আমারে কইলা, কুন্সন্দয় না করিয়া তারার লগে অইয়া যাওয়ার লাগি। আর অউ ছয়জন ভাইও আমার লগে গেছলা। বাদে আমরা অউ অ-ইহুদির বাড়িত হামাইলাম। ১৩ তাইন কিলা তান বাড়িত একজন ফিরিস্তার দরশন পাইছলা ইতা আমরারে হুনাইলা। হউ ফিরিস্তায় তো তানরে কইছলা, সাইমন উরফে পিতররে আনার লাগি জাফা শহরো মানুষ পাঠাও। ১৪ হে তুমারে অউলা নছিয়ত করবো, যেতা মানিয়া তুমি আর তুমার পরিবারর হকলে নাজাত পাইবায়। ১৫ আর আমি বয়ান শুরু করার বাদে, পাক রুহ পয়লা যেলা আমরার উপরে আইছলা, এক্কেরে অউলা তারার উপরেও আইলা। ১৬ অউগি আল-মসীর তালিম আমার মনো অইলো, তাইন কইছলা, এহিয়ায় তৌবার গোছল করাইছইন পানিত, আর তুমরার গোছল অইবো পাক রুহে। ১৭ তে ভাই অকল, ইছা আল-মসীর উপরে ইমান আনায় আল্লায় আমরারে যেলা দান দিছইন, হউ একই দান যেবলা তারারেও দিলা, তে আমি আরক জন কে, আল্লারে না করতাম?” ১৮ ইখান হুনার বাদে এহুদিয়ার ইমানদার অকলে আর কুন্স আপত্তি না করিয়া, আল্লার তারিফ করা ধরলা, তারা কইলা, “তে আল্লায় অ-ইহুদি অকলরেও গুনা থাকি মন বদলাইয়া, জিন্দেগি পাওয়ার তৌফিক দিছইন।”

### আন্তিয়খিয়াত পয়লা ইছায়ী উপাধি

১৯ স্তিফানর মউতর ঘটনার বাদে যেতা ইমানদার অকল জুলুমর লাগি ছিতরি গেছলা, তারা ফৈনিকিয়া, সাইপ্রাস আর আন্তিয়খিয়া পর্যন্ত গিয়া খালি ইহুদি অকলর গেছে আল্লার কালাম তবলিগ করলা। ২০ অইলে এরার মাজে কয়জন আছলা সাইপ্রাস দ্বীপ আর কুরিনি এলাকার মানুষ, এরা আন্তিয়খিয়াত গিয়া ইউনানি অকলর গেছেও হজরত ইছার খুশ-খবরি তবলিগ করলা। ২১ আর আল্লায় তান কুদরতি বলে তারারে সাইহ্য করলা, তেউ বউত মানুষ ইমান আনিয়া তান মুখি অইলা। ২২ ই খবর জেরুজালেম জমাতর মুমিন অকলর কানো আইলো, খবর হুনিয়া তারা বার্নাবাছরে আন্তিয়খিয়াত পাঠাইলা। ২৩ তাইন হনো পৌছিয়া আন্তিয়খিয়াত আল্লার মেহেরবানি দেখিয়া খুব খুশি অইলা, আর মানষরে আশা দিতা থাকলা, যাতে তারা দিলে-জানে মালিকর নামে ইমানে মজবুত রইন। ২৪ বার্নাবাছ

একজন হক মানুষ, তাইন পাক রুহ আর ইমানে কামিল আছিল। আর বউত মানুষ মালিকর মুখি ফিরিয়া আইছিল। ২৫ বাদে বার্নাবাছ শৌলর তালাশে তার্ষ টাউনো গেলা, ২৬ আর তানরে পাইয়া আন্তিয়খিয়াত লইয়া আইলা। বার্নাবাছ আর শৌল পুরা এক বরছ হনো জমাতর লগে মিলিয়া বউত মানষরে তালিম দিলা। অউ আন্তিয়খিয়াতউ আল-মসীর উম্মত অকলরে পয়লা ইছায়ী নামে ডাকা অইলো। ২৭ অউ সময় কয়জন নবী জেরুজালেম থাকি আন্তিয়খিয়াত আইলা। ২৮ এরার মাজে আগাবুছ নামর এক নবীয়ে পাক রুহর জরিয়ায় খাড়া অইয়া কইলা, আস্তা দুনিয়াই জুড়িয়া এক বেজুইতা নিদান দেখা দিব; বাদশা কেলাদুছর রাজত্বর কালো ইখান পুরা অইলো। ২৯ এরলাগি মুমিন অকলে নিয়ত করলা, এহুদিয়া জিলার ইমানদার অকলর খেজমতর লাগি, তারা যারযির খেমতা মারফিক সাইয্য পাঠাইতা। ৩০ আর নিয়ত মারফিক কামও তারা করলা, তারা বার্নাবাছ আর শৌলর আতানে এহুদিয়ার জমাতর মুরক্বি অকলর গেছে সাইয্য পাঠাইলা।

হজরত ইয়াকুবরে কাতল আর পিতরর খালাছ

১২

হি সময় রাজা হেরোদে জমাতর কয়জন মানষরে ধরাই আনিয়া জুলুম করলা। ১ তাইন হান্নানর ভাই ইয়াকুবরে তলোয়ার দিয়া কাটিলিলা। ২ এরলাগি ইহুদি অকল খুশি অইছইন দেখিয়া, তাইন খামির ছাড়া রুটির ইদর অখতো পিতররেও আটক করলা। ৩ আর তানরে জেলো হারাইলা, জেলোও পাহারা দেওয়ার লাগি চাইর জন করি, চাইর দল সিপাইরে হুকুম দিলা। হেরোদর নিয়ত আছিল আজাদি ইদর বাদে পিতররে মানষর ছামনে বার করি বিচার করবা। ৪ পিতর জেল খানাত বন্দি রইলা, অইলে জমাতর মানষে পিতরর লাগি দিলে-জানে আল্লার দরবারো দোয়া করাত রইলা।

৫ বিচারর লাগি যেদিন পিতররে বারে আনাইতা, এর আগর রাইত তাইন দুইজন সিপাইর মাজখানো দুইগেছা চেইনদি বান্দা হালতে ঘুমো আছিল, আর বারে সিপাই অকলে দুয়ারো পাহারা দিরা। ৬ অমন সময় আখতাউ মাবুদর একজন ফিরিস্তা হনো আইয়া উবাইলা, আর জেলর ভিতর ফর অইগেল। ফিরিস্তায় পিতরর গতরো ঠেলা দিয়া তানরে হজাগ করি কইলা, “জলদি উঠো!” তেউ পিতরর দুইও আত থাকি চেইন খুলিয়া

পড়িগেল। ৮ বাদে ফিরিস্তায় তানরে কইলা, “তুমার কমরো কাপড় ফিন্দো আর জুতা পাওত দেও।” তাইন অউলা করলা। ফিরিস্তায় কইলা, “তুমার চাদ্দর গতরো দিয়া আমার খরে খরে আও।” ৯ পিতর ফিরিস্তার খরে খরে জেলখানা থাকি বারই আইলা, অইলে ফিরিস্তায় যেতা করলা, ইতা যেন হাছাররউ অর, ইতা কুস্তাউ পিতরে বুজতা পারলা না, তাইন মনো করলা ইতা কুনু দরশন দেখরা। ১০ তারা পয়লা আর দুই নম্বর পারাদারর দলরে পার অইয়া যেবলা শহরো হামাইবার লুয়ার গেইটর গেছে আইলা, গেইট নিজে নিজেউ খুলিগেল। তারা বারইয়া এক গল্পির হেশ গালাত আইয়া আজিলা, আর অউ সময় ফিরিস্তা পিতরর লগ থাকি গেলাগি। ১১ তেউ পিতরর হুশ অইলো আর তাইন কইলা, “অখন আমি হাছাররউ বুজলাম যেন, মাবুদে তান ফিরিস্তারে পাঠাইয়া, হেরোদর আত থাকি আর ইহুদি অকলর বদ খাইশ থাকি আমারে হেফাজত করছইন।” ১২ তাইন মনে মনে ইতা মাতি মাতি মরিয়মর বাড়ির মুখা গেলা, ই মরিয়ম অইলা হান্নান উরফে মার্কুছর মা। অনো বউত মানুষ দলা অইয়া দোয়া করাত আছলা। ১৩ পিতরে গেইটো ঠুকা মারার বাদে রোদা নামর এক বান্দি বেটিয়ে গেইট খুলাত আইলো; ১৪ আর পিতরর গলার সুর হুনিয়া খুশিয়ে তাই গেইট না খুলিয়া দৌড়িয়া গিয়া হকলর গেছে কইলো, পিতর বারে গেইটো উবাই রইছইন। ১৫ তারা ইতা হুনিয়া হি বেটিরে কইলা, “তুমার মাথা খারাপ অইছে নি?” বেটিয়ে তারার লগে নিয়ায় করিয়া কইলো, “না, হাছাউ পিতরর গলা হুনছি।” তেউ হকলে কইলা, “তে এইন মনেঅয় পিতরর ছুরতে কুনু ফিরিস্তা।” ১৬ ইবায় পিতরে গেইটো ঠুকানিত রইলা। অউ তারা খুলিয়া পিতররে দেখিয়া তাইজ্জুব অইগেলা। ১৭ পিতরে আতদি ইশারা দিলা তারারে নিরাই অওয়ার লাগি, আর জেলখানা থাকি মাবুদে কিলা তানরে বার করি আনলা, অউতা হকলতা কইলা। বাদে তাইন কইলা, “ই খবরখান তুমরা ইয়াকুব আর বাকি ভাইয়াইন্তরেও জানাইও।” হেশে তাইন অন থাকি বারইয়া আরক জাগাত গেলাগি। ১৮ রাইত পুয়ানির বাদে পিতর কুয়াই গেলা, ই মাত লইয়া সিপাই অকলর মাজে উলুস্থল পড়িগেল। ১৯ হেরোদে তানরে তুকাইয়া না পাওয়ায় পাহারাদার অকলরে জেরা করলা, আর তারারে জানে মারার হুকুম দিলা, বাদে হেরোদ নিজেও এহুদিয়া ছাড়িয়া কয়দিনর লাগি কৈছরিয়াত গেলাগি।

রাজা হেরোদর লাম্ভি মউত

২০ হি সময় হেরোদে সোর আর সিদনর মানষর উপরে খুব গুছা আছিল। অইলে রাজা হেরোদর দেশ থাকি তারার দেশো খানির ছামানা আইতো করি, হিনর হকল মানষে একলগে মিলিয়া হেরোদর গেছে আইলা, তারা রাজার হুতিবার ঘরর বেলাস্তছ নামর এক বড় গুলামরে আত করিয়া রাজার লগে আপোস করাত আইলা। ২১ আর হেরোদে এক দিন ঠিক করিয়া, হিদিন তান রাজ লেবাছ ফিন্দিয়া সিংহাসনো বইয়া তারার ছামনে ভাষন দেওয়াত আছিল। ২২ তান কথা হুনিয়া তারা চিল্লাইয়া কইলা, “ইতা তো মানষর বুলি নায়, কুনু দেবতার বুলি!” ২৩ আর লগে লগে মাবুদর এক ফিরিস্তায় তানরে মারলা, কারন হেরোদে আল্লার ইজ্জত রাখলা না। তেউ কিরমির খুরাক বনিয়া তান দম বারইলো।

২৪ অইলে আল্লার কালাম হকলবায় আরো বেশি ছিতরিলো, আর বউত মানষে ইমান আনলা। ২৫ ইবায় বার্নাবাছ আর শৌলর তবলিগ কাম শেষ অওয়ায় তারা হান্নান উরফে মার্কুছরে লগে লইয়া জেরুজালেমো ফিরত গেলা।

হজরত পাউলুছর পয়লা তবলিগি সফর  
(১৩:১-১৫:৩৫)

হজরত বার্নাবাছ আর শৌলরে পাঠানি

১৩ আন্তিয়খিয়া জমাতো কয়জন নবী আর উস্তাদ আছিল, এরার নাম বার্নাবাছ, ছামাউন উরফে কালাভাই, কুরিনি শহরর লুকিয়াছ, রাজা হেরোদর খাতিরর মানুষ মনহেম, আর শৌল। ২ এরা যেবলা রোজা রাখিয়া মাবুদর এবাদত করাত আছিল, অউ সময় পাক রুহে এরায়ে কইলা, “বার্নাবাছ আর শৌলরে আমি যে কামর লাগি পছন্দ করছি, অউ কামর লাগি তারারে আলগ করি দেও।” ৩ তেউ এরা রোজা রাখিয়া, হউ দুইওজনর উপরে আত থইয়া দোয়া করিয়া বিদায় দিলা।

৪ অউ লাখান করি পাক রুহে বার্নাবাছ আর শৌলরে সিলুকিয়াত পাঠাই দিলা, আর হিকান থাকি জাজো করিয়া তারা সাইপ্রাস দ্বীপো

গেলা। ৫ আর ছালামিছ গিয়া হারলে তারা ইহুদি অকলর মছিদাইন্তো হামাইয়া আল্লার কালাম তবলিগ করলা। তারার কাম করার লাগি হান্নান উরফে মার্কুছ তারার লগে আছলা। ৬ তারা আস্তা দ্বীপ ঘুরিয়া হারলে পামফোছ টাউনো আইলা, আর হিনো বর-যীশু নামর এক ইহুদি যাদুগিরর লগে দেখা অইলো, হে আছিল ভন্ড নবী। ৭-৮ তার আরক নাম আছিল ইলুমা, মানি যাদুগির। হে অইলো হি দেশর হাকিম সের্গিয় পাউলুছর দুস্ত, অইলে হি হাকিম আছলা একজন আখলদার মানুষ, তাইন আল্লার কালাম হুনর লাগি বার্নাবাছ আর শৌলরে খবরদি আনাইলা। ইলুমায় হাকিমরে ইমান আনতে দিতো না করি বার্নাবাছ আর শৌলরে বাধা দিলো। ৯ আর শৌল, যেনরে পাউলুছ কইয়াও ডাকইন, তাইন পাক রুহে কামিল অইয়া ইলুমার বায় খিয়ান ধরি চাইয়া কইলা, ১০ “ও ইবলিছর বাইচা, হকল মুমিনি কামর দুশমন, তোর ভিতরে হকল লাখান ছল-চতুরি আর নাফরমানিয়ে ভরা, তুই মাবুদর ছহি পথরে তেড়া করার ফিকির বাদ দিতে নায় নি? ১১ হুন, মাবুদর আত তোর বিরুদ্ধে লাগছে। তুই আন্দা অইযিবে, আর কয়দিন সুরুজ দেখতে নায়।” লগে লগেউ খুয়া আর আন্দাইরে তারে গুরিলিলো, আর হে আত বাড়াইয়া ডাইনে-বাউয়ে কেউররে তুকাইলো, তারে আতো ধরিয়া নেওয়ার লাগি। ১২ ইতা দেখিয়া হি হাকিমে মালিকর বিষয়ে যে তালিম পাইলা, এতে তাইন তাইজ্জুব অইয়া ইমান আনলা।

### পিষিদিয়া দেশো তবলিগ

১৩ বাদে হজরত পাউলুছ আর তান লগর হকলে পামফোছ ছাড়িয়া জাজো করি পামফুলিয়া দেশর পর্গা শহরো পৌছলা। আর হান্নান উরফে মার্কুছে তারারে থইয়া জেরুজালেমো ফিরত গেলাগি। ১৪ বাদে তারা পর্গা থাকি আগুয়াইয়া পিষিদিয়া দেশর আন্তিয়খিয়া শহরো পৌছলা আর জুম্মাবারে ইহুদির মছিদো হামাইয়া বইলা। ১৫ মুছার শরিয়ত আর নবী অকলর কিতাব থাকি তিলাওত করা শেষ অইলে, মজলিছর নেতা অকলে তারারে কইলা, “ও ভাইছাব অকল, মানষরে নছিয়তর লাগি কুস্তা বয়ান করার খিয়াল অইলে, করউক্লা।” ১৬ অউ পাউলুছে উবাইয়া আতদি ইশারা করি কইলা,

“ও বনি ইসরাইল অকল, আর আল্লারে ডরাওরা অ-ইহুদি অকল আপনারা হুনউক্লা। ﴿১৭﴾ অউ ইসরাইল জাতির আল্লায় আমরার বাফ-দাদা অকলরে পছন্দ করছিল, যেবলা তারা মিসর দেশে মুছাফিরিত আছিল, অউ সময় তারারে মহান করছিল, আর তান মহা কুদরতে তারারে হিকান থাকি বার করি আনছিল। ﴿১৮﴾ অনুমান চাল্লিশ বরছ ধরি তাইন মরুভূমির মাজে হুরুতার মা-বাফর লাখান তারার বেয়াদবি ছবর করছিল। ﴿১৯﴾ বাদে তাইন কেনান দেশর সাতটা জাতিরে বিনাশ করিয়া, তান নিজর বন্দা অকলরে হউ দেশাইন্তর মালিকানা দান করলা। অউ লাখান অনুমান চাইরশো পঞ্চশ বরছ গুজরি গেল। ﴿২০﴾ হেশে শামুয়েল নবীর আমল পর্যন্ত আল্লায় কয়জন আমির বেজিছিল। ﴿২১﴾ অইলে মানষে একজন বাদশা চাইলো। তেউ আল্লায় চাল্লিশ বছরর লাগি বিন-ইয়ামিন বংশর কীশর পুয়া তালুতরে বাদশা বানাইলা। ﴿২২﴾ বাদে আল্লায় তালুতরে হরাইয়া হজরত দাউদরে তারার বাদশা বানাইলা। তাইন দাউদর বেয়াপারে কইলা, ‘আমি ইয়াসর পুয়া দাউদরে পাইছি, হে আমার মনর মত মানুষ। আমার হকল মর্জি আমল করব।’ ﴿২৩﴾ আল্লায় তান ওয়াদা মাফিক অউ মানষর ওয়ারিশ থাকি একজন তরানেআলা, মানি হজরত ইছারে বনি ইসরাইল অকলর গেছে আজির করছিল; ﴿২৪﴾ অউ ইছা আওয়ার আগে হকল বনি ইসরাইলর গেছে হজরত এহিয়ায় তবলিগ করছিল, ‘গুনা থাকি দিল ফিরাইয়া হারি মানষে তৌবার গোছল করা দরকার।’ ﴿২৫﴾ আর এহিয়ায় তান তবলিগ কামর আখের কালো কইলা, ‘তুমরা কিতা মনো করো, আমি কে? আমি তো হি ওয়াদা করা আল-মসী নয়; তাইন আমার বাদে তশরিফ আনরা। তান জুতার ফিতা খুলার লাখও আমি নয়।’

﴿২৬﴾ “তে ও ভাইয়াইন, ইব্রাহিমর ওয়ারিশ অকল, আর আল্লারে ডরাওরা অ-ইহুদি অকল, আমরা হকলর গেছেউ নাজাতর ই কালাম নাজিল অইছে। ﴿২৭﴾ জেরুজালেমর মানষে আর তারার নেতা অকলে ইছারে না চিনায়, আর পরতেক জুম্বাবারে নবী অকলর যে বয়ান তিলাওত অয় এওতা না বুজায়, তারা ইছারে দুষি সাইবস্তো করিয়া হউ কথা অকল পুরা করলা। ﴿২৮﴾ আর জানে মারার লাখ কুনু দুষ না পাইলেও তারা হকিম পিলাতর গেছে দাবি জানাইলা, তানরে জানে মারার লাগি। ﴿২৯﴾ তান বিষয়ে আছমানি কিতাব অকলো যেতা লেখা আছিল, ইতা হকলতা পুরা অওয়ার বাদে তারা তানরে গাছো লটকাইল হালত থাকি, মানি সলিব থাকি লামাইয়া দাফন করলো।

ﷺ অইলে আল্লায় তানরে মুর্দা থাকি জিন্দা করি তুললা। ﷺ আর গালিল থাকি যেরা তান লগে জেরুজালেমো আইছলা, তারার গেছে তাইন বউত দিন ধরি দেখা দিলা; এরাউ অখন আমরার গেছে তান বেয়াপারে সাক্ষি দিরা। ﷺ আর আমরার বাফ-দাদা অকলর গেছে আল্লায় যেতা ওয়াদা করছিল্লা, আমরা আপনাইন্তর গেছে হউ খুশ-খবরি জানাইরাম, ﷺ আল্লায় ইছারে মুর্দা থাকি জিন্দা করিয়া তারার ওয়ারিশ অকল, মানি আমরার গেছে তান ওয়াদা পুরা করছইন, আর ই বেয়াপারে জবুর কিতাবর দুছরা রুকুত অউলা লেখা আছে:

তুমি আমার পুত,  
আইজ থাকি আমি অইলাম  
তুমার গাইবি বাফ।

ﷺ আল্লায় যেন তানরে মুর্দা থাকি জিন্দা করছইন, আর তাইন যেন কুনু দিনও ক্ষয় অইতা নয়, ই বেয়াপারে আল্লায় কইছইন:  
আমি দাউদর গেছে যে পাক ওয়াদা অকল করছি,  
ইতা আমি তুমরারে দান করমু।

ﷺ তাইন জবুর শরিফর আরক আয়াতো কইছইন:  
তুমি নিজর পাক বন্দারে ক্ষয় অইতে দিতায় নয়।

ﷺ দাউদ তো হি আমলর মানষর মাজে আল্লার খিয়াল-খুশি পুরা করার বাদে ইন্তেকাল করলা, আর তান ময়-মুরব্বি অকলর গেছে তানরে দাফন করার বাদে ক্ষয় অইগেলা, ﷺ অইলে আল্লায় যেনরে মুর্দা থাকি জিন্দা করছইন, এইন তো ক্ষয় অইছইন না। ﷺ এরলাগি আমার ভাই অকল, আপনারাও জানিয়া রাখউক্কা, অউ ইছার মাজ দিয়াউ গুনা থাকি মাফি পাওয়ার কথা আপনাইন্তর গেছে তবলিগ করা অর। ﷺ আপনারা মুছার শরিয়তর উছিলায় গুনার সাজা থাকি রেহাই পাইছইন না, অইলে যে কুনু জনে ইছার উপরে ইমান আনলে, তান উছিলায় হে গুনার সাজা থাকি রেহাই পায়। ﷺ এরলাগি আপনারাও হুশিয়ার অউক্কা, যাতে নবী অকলর কিতাবো যেতা বয়ান করা অইছে, ইতা যানু আপনাইন্তর উপরে না ঘটে:

৪১ তুমরা যেরা আল্লারে লইয়া ঠাটা করো,  
 তুমরা খিয়াল করো,  
 তুমরা চমকাইয়া উঠো আর বিনাশ অও;  
 কারন তুমরার আমলোউ আমি অউলা এক কাম করমু,  
 যে কামর কথা কেউ তুমরার গেছে কইলেও,  
 তুমরা কুনুমন্তেউ বিশ্বাস করতায় নয়া।”

৪২ পাউলুছ আর বার্নাবাছ মছিদ থাকি যাওয়ার বালা মানষে তারারে মিনত করি কইলা, বাদর জুম্মাবারেও তারা ই বেয়াপারে আরো বয়ান করার লাগি। ৪৩ মছিদ থাকি মানুষ অকল বারইয়া যাওয়ার বাদে, বউত ইহুদি আর ইহুদি ধর্ম মানরা পরেজগার অকলে পাউলুছ আর বার্নাবাছর খরে খরে গেলা। এরা পাউলুছ আর বার্নাবাছর লগে বাতচিত করলা, তারা এরােরে উৎসাহ দিলা, এরা আল্লার রহমতর উপরে কাইম রইতা করি।

৪৪ বাদর জুম্মাবারে টাউনর মানুষ দলে দলে আল্লার কালাম হুনর লাগি আইলা। ৪৫ অইলে অতো মানষর ভিড় দেখিয়া ইহুদি অকলে ইংসায় ভরি গেলা, আর পাউলুছে যেতা বয়ান করলা তারা এর নিন্দা গাইয়া তান বিরুধিতা করলা। ৪৬ তেউ পাউলুছ আর বার্নাবাছে সাওস করিয়া জুয়াপ দিলা, “আল্লার কালাম পয়লা আপনাইন্তর গেছে তবলিগ করা দরকার আছিল; অইলে আপনারা যেবলা ইতা ঠেলিয়া হরাই দিরা, আর আখেরি জিন্দেগি কামাই করা দরকার মনো কররা না, তে আমরাও অ-ইহুদি অকলর বায় নজর ফিরাইল্লাম। ৪৭ কারন মাৰুদে আমরােরে অউলা হুকুম করছইন,

আমি তুমারে অ-ইহুদি অকলর গেছে  
 নুর হিসাবে বেজিছি,  
 যাতে তুমি দুনিয়ার হেশ সীমানা পর্যন্ত  
 নাজাতর উছিলা অও।”

৪৮ অ-ইহুদি অকলে ইতা হুনিয়া খুশি অইলা আর মালিকর কালামর তারিফ করলা; আর যতো মানষেরে আল্লায় আখেরি জিন্দেগি হাছিলর লাগি পছন্দ করি রাখছিল, তারা ইমান আনলা। ৪৯ মালিকর কালাম হি দেশর হকল জাগাত পৌছি গেলা। ৫০ অইলে ইহুদি অকলে তারার পরেজগার

খান্দানি বেটিন্তরে আর টাউনের বড় বড় মুরব্বি অকলরে উসকাইয়া দিলো তারা পাউলুছ আর বার্নাবাহর উপরে জুলুম করাইয়া, তারার সীমানা থাকি খেদাইয়া বার করি দিলো। ৫১ তেউ পাউলুছ আর বার্নাবাছে হি মানষর বিরুদ্ধে তারার পাওর ধুইল ঝাড়িয়া ফালাইয়া ইকনিয়া টাউনো গেলাগি। ৫২ আর হিনর উম্মত অকল খুশিয়ে আর পাক রুহে পুরাপুর কামিল অইলা।

### ইকনিয়া টাউনো তবলিগ

১৪ ইকনিয়া টাউনো আইয়াও অউ লাখান পাউলুছ আর বার্নাবাছ ইহুদির মছিদো গিয়া হামাইলা, হামাইয়া তারা অমন লাখান তবলিগ করলা, ইতা হুনিয়া বউত ইহুদি আর অ-ইহুদি অকলে ইমান আনলা। ৫৩ অইলে যেতা ইহুদিয়ে ইমান আনলা না, তারা অ-ইহুদি অকলরে উসকাই দিয়া, মুমিন অকলর বায় বিগড়াইলা। ৫৪ পাউলুছ আর বার্নাবাছ হি টাউনো বউত দিন রইলা, তারা সাওস করিয়া মালিকর বেয়াপারে তবলিগ করলা। আর মালিকেও তান রহমতর কালামর পক্ষে পাউলুছ আর বার্নাবাহর মাজদি, বউত মোজেজা আর কেলামতি অকল জাহির করাইলা। ৫৫ বাদে আস্তা টাউনর মানুষ দুই দল অইগেল, এক দল ইহুদি অকলর পক্ষে, আরক দল সাহাবি অকলর পক্ষে। ৫৬ অইলে ইহুদি আর অ-ইহুদি কিছু মানষে তারার নেতা অকলর লগে মিলিয়া, বার্নাবাছ আর পাউলুছরে মাইর-ধইর আর পাথর মারার ফন্দি করলা। ৫৭ পাউলুছ আর বার্নাবাছে ইতা টের পাইয়া লুকায়নিয়া দেশর লুস্ত্রা আর দবী শহরো, আর এর কান্দা-কাছাত বাগিয়া রইলা; ৫৮ তারা হনো ইঞ্জিলর খুশ-খবরি তবলিগ করলা।

৫৯ লুস্ত্রা টাউনো একজন মানুষ বওয়াত থাকতো, তার পাওত কুন্ বল আছিল না, হে মা'র পেট থাকিউ লেংড়া, কুন্ দিনও আটতো পারছে না। ৬০ হে পাউলুছর বয়ান হুনাত আছিল; পাউলুছে তার বায় ধিয়ান করি চাইলা, আর ভালা অওয়ার লাগি তার ইমান আছে বুজিয়া, ৬১ তারে জুরে ডাকদি কইলা, “তুমার পাওত ভরদি সিদা অইয়া উবাও!” তেউ লগে লগেউ মানুষগু ফালদি উঠিয়া আটতো লাগল। ৬২ পাউলুছর ই কেলামতি দেখিয়া মানষে লুকায়নীয় ভাষায় চিল্লাইয়া কইলো, “দেবতা অকলে মানষর ছুরত ধরিয়া আমরার গেছে লামিয়া আইছইন!” ৬৩ আর মানষে বার্নাবাহর

নাম দিলো ‘জিউছ দেব’ আর পাউলুছ বড় বয়ান কররা গতিকে, তান নাম দিলো ‘হার্মিছ দেব’। ১৩ শহরর বাইরা মুল গেইটর কান্দাত জিউছ দেবতার মন্দিরর বাবন ঠাকুরে বলদ আর মালা লইয়া আইলো, কারন হি ঠাকুরে আর হক্কল মানষে পাউলুছ আর বার্নাবাছর নিয়তে পশু বলি দিতো চাইলো। ১৪ অইলে সাহাবি বার্নাবাছ আর পাউলুছে ইতা হুনিয়া বে-করার বনিয়া যারযির ফিন্নর কাপড় ছিড়িয়া দৌড়িয়া মানষর গেছে গেলা, আর জুরে চিল্লাইয়া কইলা, ১৫ “ও ছাব অকল, আপনারা কেনে ইতা কররা? আমরা তো খালি আপনাইন্তর লাখানউ দুখি-সুখি মানুষ, আমরা আপনাইন্তর গেছে অউ খুশ-খবরি তবলিগ কররাম, যাতে ই অসার হক্কলতা বাদ দিয়া জিন্দা আল্লার বায় ফিরইন, যেইন আছমান-জমিন, দরিয়া আর এরমাজে যততা আছে হক্কলতা পয়দা করছইন। ১৬ আগর আমলর হক্কল জাতিরে তাইন যারযির ইচ্ছামতো পথে চলতে দিছইন; ১৭ তা-ও তাইন হামেশা নিজরে জাইর করছইন, তাইন আছমান থাকি মেঘ দিয়া, সময় মতো ফসল দান করিয়া তান মেহেরবানি দেখাইছইন, আপনাইন্তর পেট ভরা খানি আর দিলর আরাম যুগাইছইন।” ১৮ ই মাত অকল মাতার বাদেও বউত কষ্ট করিয়া এরার পশু বলি দেওয়া বন্দ করাইলা।

### নানান টাউনো তবলিগ

১৯ বাদে আন্তিয়খিয়া আর ইকনিয়া থাকি কয়জন ইহুদি আইয়া, পাউলুছর বিরুদ্ধে মানষরে উসকাইয়া দিয়া তানরে পাথর মারলো, আর তাইন মরি গেছইন মনে করিয়া, টাউনর বারে ছেছরাইয়া লইয়া গেলো। ২০ অইলে মুমিন অকল তান চাইরোবায় একলগে দলা অওয়ার বাদে, তাইন উঠিয়া টাউনো ফিরিয়া গেলো। বাদর দিন তাইন বার্নাবাছর লগে অইয়া দবী শহরো গেলাগি। ২১ দবীত গিয়া হারলে হনো খুশ-খবরি তবলিগ করিয়া পাউলুছ আর বার্নাবাছে বউত মানষরে ইমানদার বানাইলা, বাদে তারা লুস্ত্রা, ইকনিয়া আর আন্তিয়খিয়াত ফিরত গেলা; ২২ হনো গিয়া তারা মুমিন অকলর ইমানি বল বাড়াইয়া তারারে ইমানে মজবুত রওয়ার লাগি তাগিদ দিলা, তারা কইলা, বউত দুখ-তকলিফর পথ পার অইয়া আমরা আল্লার বাদশাইত হামানি লাগবো। ২৩ তারা জমাতরে চালানির লাগি পরতেক জমাতর মুরব্বি-কমিটি বানাইলা। আর

যে মালিকর উপরে তারা ইমান আনছইন, এন নামে রোজা রাখিয়া দোয়া করিয়া অউ ইছার আতো এরায়ে সপিয়া দিলা। ২৪ বাদে পাউলুছ আর বার্নাবাছে পিষিদিয়া দেশর ভিতরেদি পামফুলিয়া দেশো গেলা। ২৫ তারা পর্গা শহরো আল্লার কালাম তবলিগ করিয়া আন্তোলিয়া জাজ ঘাটো গেলা; ২৬ আন্তোলিয়া থাকি জাজো উঠিয়া আন্তিয়খিয়াত ফিরত আইলা। তারা ই সফরো যেতা কাম অকল ইঞ্জাম করছিল্লা, ই কামর লাগি তারারে অউ আন্তিয়খিয়া থাকিউ আল্লার রহমতর হেফাজতো সপি দেওয়া অইছিল। ২৭ আন্তিয়খিয়াত পৌছিয়া জমাতর হকলরে এখানো দলা করলা, আর আল্লায় তারার ই টাউনো তারার লগে রইয়া যেতা যেতা কাম অকল করছইন, আর তাইন কিলা অ-ইহুদি অকলর মাজে ইমান আনার দুয়ার খুলিয়া দিছইন, ই হক্কলতা জানাইলা। ২৮ হেশে তারা মুমিন অকলর লগে হিকানো বউত দিন রইলা।

জেরুজালেম বৈঠকর ফয়ছালা

১৫ এহুদিয়া থাকি কয়জন মানুষ আন্তিয়খিয়াত আইলা আর ইমানদার অকলরে অউ তালিম হিকানিত লাগলা, “মুছার শরিয়ত মাফিক তুমরার মছলমানি করাইল না অইলে, কুনুমন্তেউ গুনা থাকি নাজাত পাইতায় নায়।” ১ ইতা লইয়া হজরত পাউলুছ আর বার্নাবাছর লগে অউ মানুষ অকলর খুব কথা কাটাকাটি অইলো। বাদে ঠিক অইলো, পাউলুছ আর বার্নাবাছ আন্তিয়খিয়ার কয়জন ইমানদাররে লগে লইয়া জেরুজালেমো যাইবা, গিয়া তারা সাহাবি আর জমাতর মুরক্বি অকলর লগে ই বিষয়ে বাতচিত করবা। ২ আন্তিয়খিয়ার জমাতে তারার যাওয়ার বন্দোবস্ত করি দিলা, ফৈনিকিয়া আর শমরিয়া এলাকার ভিতরেদি যাইতে যাইতে পাউলুছ আর বার্নাবাছে মানষরে জানাইলা অ-ইহুদি অকল কিলা আল্লার বায় ফিরের, ইতা হুনিয়া তারা খুব খুশি অইলা। ৩ পাউলুছ আর বার্নাবাছ জেরুজালেমো আইয়া পৌছার বাদে জমাতর মানষে, সাহাবি আর মুরক্বি অকলেও তারারে মায়ার নজরে কবুল করলা। আর তারার উছিলায় আল্লায় যেতা কাম করছইন, ইতা হকলর গেছে জানাইলা। ৪ অউ সময় ফরিশি দলর কয়জন ইমানদারে উবাইয়া কইলা, “অ-ইহুদি অকলর মছলমানি করানি জরুর, আর তারা

যানু হজরত মুছার শরিয়তও আমল করে, এরলাগি তারারে হুকুম দেওয়া অউক।”

৬ তেউ ই বিষয়র ফয়ছালা করার লাগি সাহাবি অকল আর জমাতর মুরাব্বি অকল এক জাগাত দলা অইলা। ৭ বউত বাতচিতর বাদে হজরত পিতরে উবাইয়া কইলা, “ভাইয়াইন অকল, আপনারা তো জানইন, বউত দিন আগে আপনাইন্তর মাজ থাকিউ আল্লায় আমারে পছন্দ করি নিছইন, যাতে অ-ইহুদি অকলেও আমার মুখ থাকি খুশ-খবরি হুনিয়া ইমান আনইন।

৮ আল্লায় তো হকলর দিলর খবর জানইন, তে তাইন আমরারে যেলাখান পাক রুহ দান করছইন, অ-ইহুদি অকলরেও অউলা পাক রুহ দান করিয়া দেখাইছইন, তারাও নাজাত হাছিল করছে। ৯ তাইন আমরার আর তারার মাজে আলাদা কুন্তা রাখছইন না, কারন তারা ইমান আনছইন করি, তারার দিলও ছাফ করিলিছইন। ১০ তে আমরার বাফ-দাদা অকলে বা আমরাও যে ভার বইতাম পারছি না, হি ভার অ-ইহুদি উম্মত অকলর কান্দো তুলিয়া দিয়া, কেনে আপনারা আল্লা পাকরে পরিক্ষা কররা? ১১ আমরা তো মনো করি, হজরত ইছার মেহেরবানিয়ে আমরা যেলা গুনা থাকি মাফি পাইছি, তারাও অউলা মাফি পাইছইন।”

১২ তেউ হকল নিরাই অইগেলা; পাউলুছ আর বার্নাবাছর জরিয়ায় আল্লায় অ-ইহুদির মাজে যেতা মোজেজা আর কেরামতি কাম অকল করাইছইন, তারার মুখ থাকি অতা হুনলা। ১৩ তারার বয়ান শেষ অওয়ার বাদে ইয়াকুবে কইলা, “ভাইছাব অকল, হুনউক্কা, ১৪ আল্লায় তান নিজর বন্দা অওয়ার লাগি অ-ইহুদি অকল থাকি একদল মানষরে পছন্দ করি নিয়া দেখাইছইন, অ-ইহুদি অকলর বায়ও তান খিয়াল আছে, আর অউ কথাউ সাইমন-পিতরে অখন বয়ান করছইন। ১৫ ই বয়ানর লগে নবী অকলর কালামরও মিল আছে; যেলা লেখা আছে,

১৬ এরবাদে আমি আইয়া দাউদর পড়ি যাওয়া ঘর  
হিরবার তিয়ার করমু,  
যেতা বিনাশ অইগেছে ইতা হিরবার গাখিমু,  
হিরবার নয়া করিয়া বানাইমু,

১৭ যাতে বাকি হকল মানষে মাবুদর তালাশ করইন,  
আর যতো অ-ইহুদির নাম

আমার বন্দার খাতাত লেখা আছে,  
 তারাও তালাশ করইন।  
 মাবুদেউ অউ কালাম কইরা,  
 ১৮ ইতা বউত দিন আগ থাকিউ  
 তান মালুম আছিল।”

১৯ ইয়াকুবে আরো কইলা, “তে আমার ফয়ছালা অইলো, অ-ইহুদি থাকি  
 যেরা আল্লার পথি অর, তারারে আমরা কুনু দুখ দিতাম নায। ২০ তারার  
 গেছে খালি অউ হুকুমখান লেখিয়া জানাই দেই, তারা যানু দেবতার নামর  
 হক্কল কাম থাকি, জিনার কাম থাকি, আর গলা টিপিয়া মারা জানদারর গোস্ত  
 আর লউ খাওয়া থাকি দুরই রইন। ২১ ই হুকুম অকল তারারে জানানিখান  
 ভালা, কারন মুছায় যেতা তালিম দিছইন, ইতা বউত জমানা থাকি পরতেক  
 টাউনো মানষে তবলিগ কররা, আর তাইন যেতা লেখিয়া থইয়া গেছইন,  
 ইতা তো পরতেক জুম্মাবারে মছিদাইন্তো তিলাওত করা অর।”

২২ তেউ সাহাবি অকল, জমাতর মুরক্বি অকল, আর জমাতর হকল  
 আম মানষে একমত অইলা, তারার নিজর মাজ থাকি কয়জনরে পছন্দ  
 করিয়া পাউলুছ আর বার্নাবাছর লগে আস্তিয়থিয়াত পাঠাই দিবা। অউ তারা  
 সিলাছ আর এহুদা উরফে বার্শক্বা নামর অউ দুই মুরক্বিরে পছন্দ করলা।  
 ২৩ তারার আতো অউ চিঠি লেখিয়া পাঠাইলা: “আস্তিয়থিয়া, সিরিয়া আর  
 কিলিকিয়ার অ-ইহুদি মুমিন ভাইয়াইন্তর গেছে, সাহাবি অকলে, জমাতর  
 মুরক্বি অকলে, আর মুমিন অকলে ই ছালাম জানাইরাম। ২৪ আমরা হুনলাম  
 যেন, আমরা মাজ থাকি কয়জন মানুষ গিয়া তারার জবানদি আপনারারে  
 অস্তির বানাইয়া পেরেশানি করার; অইলে আমরা তো তারারে ইলা কামর  
 কুনু হুকুম দিছি না। ২৫ এরলাগি আমরা হকলে একমত অইয়া কয়জনরে  
 পছন্দ করিয়া, আমরা মায়র মানুষ বার্নাবাছ আর পাউলুছর লগে করি  
 তারারে আপনাইন্তর গেছে পাঠাইলাম, ২৬ বার্নাবাছ আর পাউলুছ তো  
 আমরা হজরত ইছা আল-মসীর নামর লাগি মরার জুকা অইগেছলা।  
 ২৭ আমরা এহুদা আর সিলাছরেও পাঠাইলাম, তারা ইতা মুখে মুখেও  
 জানাইবা। ২৮ পাক রুহ আর আমরা মিলিয়া অটাউ ভালা মনো করলাম  
 যেন, অউ জরুরি তালিম অকল ছাড়া আর কুনু ভার আপনাইন্তর উপরে  
 না গছাই। ২৯ তে আপনারা দেবতার নামর মানা কুনু খানি, লউ, আর গলা

টিপিয়া মারা জানদারর গোস্ত খাইবা না, আর জিনার কাম থাকি দুরই রইবা; ইতা থাকি হেফাজত রইলে আপনাইন্তর ভালাই অইবো। ইতি, আছছালামু আলাইকুম।”

❶ বাদে তারা বিদায় লইয়া আন্তিয়খিয়াত আইলা, হিনো তারা জমাতর মানষরে এখানো দলা করি চিঠিখান সমজাই দিলা। ❷ মানষে চিঠিখান পড়িয়া ই শান্তির নছিয়ত হুনিয়া খুশি অইলা। ❸ এহুদা আর সিলাছ, এরা দুইও জন নবী আছলা, এরা হিনর মুমিন অকলরে বউত লাখান ওয়াজ-নছিয়ত করিয়া উৎসাহ দিলা আর তারার ইমানি বল মজবুত করলা। ❹-❺ হনো বাক্বা কয়দিন রওয়ার বাদে, যেরা তারারে পাঠাইছলা এরার গেছে হিরবার ফিরত আইতা করি, আন্তিয়খিয়ার মুমিন অকলরে ছালাম জানাইয়া বিদায় লইলা। ❻ অইলে পাউলুছ আর বার্নাবাছ আন্তিয়খিয়াত রইগেলা, তারা হিনো আরো বউতর লগে মালিকর কালামর তালিম আর খুশ-খবরি তবলিগ করাত রইলা।

## হজরত পাউলুছর দুয়ারা তবলিগি সফর (১৫:৩৬-১৮:২৩)

### পাউলুছ আর বার্নাবাছর অমিল

❶ কয়দিন বাদে পাউলুছে বার্নাবাছরে কইলা, “আমরা যেতা জাগাইন্তো আগে মালিকর কালাম তবলিগি করছলাম, আও, হউ জাগাইন্তো হিরবার গিয়া দেখা করি। দেখিয়া আই ভাইয়াইন্তর হাল-হকিকত কিতা।” ❷ তেউ বার্নাবাছর খিয়াল অইলো, হান্নান উরফে মার্কুছরে লগে লইয়া যাইতা; ❸ অইলে পাউলুছে এনরে লগে নেওয়া ভালা মনো করলা না, কারন মার্কুছে আগে পামফুলিয়াত তারারে ফলাইয়া গেছলাগি, তারার লগে কাম করা বাদ দিলাইছলা। ❹ এরলাগি পাউলুছ আর বার্নাবাছর মাজে মতর অমিল অইগেল এরদায় তারা যারযির পথে আলগ অইগেলা। বার্নাবাছে মার্কুছরে লইয়া জাজো করি সাইপ্রাস দ্বীপো গেলা; ❺ আর পাউলুছে সিলাছরে পছন্দ করিয়া, আন্তিয়খিয়ার মুমিন অকলর জরিয়ায় মাবুদর রহমতর আতো সপা অইয়া রওয়ানা দিলা। ❻ তাইন সিরিয়া আর কিলিকিয়ার মাজেদি রওয়ানা করিয়া পথে পথে জমাত অকলরে আরো মজবুত করলা।

দবী আর লুস্তা টাউনো হজরত পাউলুছ

১৬

হজরত পাউলুছ পয়লা দবী আর বাদে লুস্তা টাউনো গিয়া আজিলা। লুস্তাত তিমথি নামে একজন উম্মত আছলা, তান মা ইমানদার, মা তো ইহুদি জাতর, অইলে বাফ ইউনানি জাতর। ❷ লুস্তা আর ইকনিয়া টাউনর হকল ইমানদারে তিমথির বউত তারিফ করতা। ❸ পাউলুছে তিমথিরে লগে নিতা করি খিয়াল করলা; তাইন তিমথিরে মছলমানি করাইলা, কারন হি জাগাইন্তর ইহুদি অকলে জানতা তিমথির বাফ অইলা ইউনানি জাতর মানুষ। ❹ জেরুজালেম জমাতর সাহাবি আর মুরব্বি অকলে যেতা হুকুম দিছলা, তারা টাউনে টাউনে সফর করি করি ইতা মুমিন অকলর আতো সমজাইলা আর মানার তাগিদ দিলা। ❺ অউলা জমাতর মুমিন অকলর ইমান মজবুত অইলো, আর দিনে দিনে তারার পরিমান আরো বাড়িলা।

মাকিদনিয়াত হজরত পাউলুছ

❻ পাক রুহে হজরত পাউলুছ আর তান লগর হকলরে আছিয়া দেশো কালাম তবলিগ করতে মানা করলা, তেউ তারা ফরুগিয়া আর গালাতিয়া দেশর ভিতরেদি পারইয়া গেলা। ❼ গিয়া মুশিয়ার সীমানাত আইয়া হরলে বিথুনিয়া দেশো যাইতা চাইলা, অইলে ইছার রুহে তারারে হিকানো যাইতে দিলা না, ❽ এরদায় তারা মুশিয়া দেশ ফালাইয়া তরোয়াছ টাউনো গেলাগি। ❾ রাইতর বালা পাউলুছে গাইবি এক দরশন পাইলা; তাইন দেখলা, মাকিদনিয়া দেশর এক বেটায় উবাইয়া তনরে মিনত করি কইরা, “মাকিদনিয়াত পারইয়া আইয়া আমরারে সাইয্য করউক্লা।” ❿ তাইন ই আলামত দেখার বাদেউ আমরা মাকিদনিয়াত যাওয়ার লাগি তিয়ার অইলাম, আমরা বুজলাম, মাকিদনিয়ার মানষর গেছে খুশ-খবরি তবলিগ করার লাগি আল্লায় আমরা পাঠাইরা।

⓫ অউ আমরা তরোয়াছ ছাড়িয়া জাজো করি সুজা সামথ্রাকী দ্বীপো গেলাম, হিন থাকি বাদর দিন নিয়াপলি টাউনো গিয়া আজিলাম। ⓬ নিয়াপলি থাকি আমরা ফিলিপি টাউনো গেলাম। ইটা অইলো মাকিদনিয়ার হকল থাকি

বড় টাউন, ইনো রোমান রাজার মানুষ বসত করত। আমরা কয়দিন অনো রইলাম। ১৩ এক জুম্মাবারে আমরা টাউনর বাইরা গাংগর পারো গেলাম, মনো করলাম, হিকানো ইহুদি ধর্মর দোয়া করার কুনু জাগা আছে। হিনো গিয়া আমরা বেটিস্তর এক দল দেখিয়া তারার লগে মাতো বইলাম। ১৪ আর এরার মাজে খুয়াতিরা টাউনর লুদিয়া নামর অ-ইহুদি আল্লারাইয়া এক বেটি মানুষ আছলা, এইন বাইংগনি রংগর খান্দানি কাপড়র কারবার করত। তাইন আমরার বয়ান হুনাত আছলা, আর মাৰুদে তান দিলর দুয়ার খুলিয়া দিলাইলা, যাতে তাইন পাউলুছর বয়ান দিল দিয়া হুনইন। ১৫ তাইন আর তান ঘরর হকলে তৌবার গোছল করিয়া হারলে তাইন মিনত করি কইলা, “আপনারা যুদি আমারে মালিকর উপরে ইমানদার মনো করইন, তে আমার বাড়ি খানো আইয়া রউক্কা।” কইয়া তাইন জুরে জাতিয়া আমরারে তান বাড়িত নিলাগি।

জেল খানাত আটক আর গাইবি খালাছ পাওয়া

১৬ একদিন আমরা যেবলা হউ দোয়া করার জাগাত যাওয়াত আছলাম, অউ সময় জিন্নাত সাধকি এক বান্দি বেটি আখতাউ আমরার ছামনে আইলো। তাই ভাইগ্য গনিয়া তাইর গিরস্ত অকলরে বউত লাভ করাইতো। ১৭ তাই আমরার খরে খরে আইয়া চিল্লাইয়া কইলো, “ই মানুষ গুইন উপরআলার সেবক, এরা তুমরারে তরানির পথ দেখাই দিরা।” ১৮ তাই বউত দিন ধরি ইতা করছিল, একদিন পাউলুছে বিরক্ত অইয়া তাইর বায় মুখ ফিরাইয়া হউ জিনরে কইলা, “আমি ইছা আল-মসীর নামে তুমারে ই হুকুম দিলাম, তুমি ই বেটির গেছ থাকি বারইয়া যাওগি!” আর লগে লগেউ হি জিন বারইয়া গেলগি।

১৯ অইলে তাইর মুনিব অকলে তারার লাভ ফুড়াইগেল দেখিয়া, পাউলুছ আর সিলাছরে ধরিয়া টানিয়া সদরো লইয়া গেলা। ২০ বাদে হাকিম অকলর গেছে সমজাই দিয়া কইলা, “ই মানুষ গুইন্তে আমরার টাউনো আইয়া বেখায়া গন্ডগোল বাড়াই দিছে। এরা তো ইহুদি আর আমরা অইলাম রোমান মানুষ। ২১ এরা অউ জাতর কায়দা-কানুনর কথা মানষরে হিকাইরা, যেতা করা আমরার লাগি বে-আইনি।” ২২ আর হিনর আরো মানুষ একলগে দল বান্দিয়া পাউলুছ আর সিলাছর বিরোধিতা

করলো, তেউ হাকিম অকলে এরার কাপড়-চুপড় খুলিয়া ছিংলাদি মারার হুকুম দিলা। ২৩ আর খুব ভালাটিকে ছিংলাদি মারিয়া তারারে জেলো হারাই থইয়া, জেলর অফিসাররে হুকুম দিলা কড়াকড়ি পাহারা দেওয়ার লাগি। ২৪ জেলর অফিসারে ই হুকুম পাইয়া হারি তারারে জেলর ভিতরর কুঠাত হারাই থইলা, আর তারার পাওত ডাভাবেড়ি লাগাইলা।

২৫ আধা রাইতকুর বালা পাউলুছ আর সিলাছে আল্লার হামদ-গজল গাইতে গাইতে দোয়া করাত আছলা, জেলর কয়দি অকলে কান পাতিয়া তারার গজল হুনলা। ২৬ অউ সময় আখতাউ বড় এক ভৈছাল আইলো, আস্তা জেলখানার ভীত কাপিয়া উঠলো। জেলর হকল দুয়ার আর কয়দি অকলর শিকল খুলিগেল। ২৭ তেউ জেলর অফিসারর ঘুম ভাংলো আর জেলর হকল দুয়ার খুলা দেখিয়া তান তলোয়ার বার করিয়া নিজে নিজে খুন অইযিতা চাইলা, তাইন মনো করলা, হকল কয়দি বাগিয়া গেছইনগি। ২৮ অউ পাউলুছে দেখিয়া চিল্লাইয়া কইলা, “দম লও, দম লও, নিজর খেতি করিও না, আমরা হকলউ ইখানো রইছি।” ২৯ তেউ অফিসারে একজনরে বাত্তি আনার হুকুম দিয়া, তাইন দৌড়াইয়া গিয়া ভিতরে হামাইলা, আর ডরর চুটে কাপি কাপি পাউলুছ আর সিলাছর পাওত পড়লা; ৩০ বাদে পাউলুছ আর সিলাছরে বারে আনিয়া জিকাইলা, “ছাব অকল, আমি কিতা করলে জানে বাচতাম পারমু?” ৩১ তারা জুয়াপ দিলা, “হজরত ইছার উপরে ইমান আনউক্কা, তেউ আপনে আর আপনার বাড়ির হকল জানে বাচবা।” ৩২ পাউলুছ আর সিলাছে জেলর অফিসার আর তান বাড়ির হকলরে মালিকর কালাম হুনাইলা। ৩৩ আর হউ রাইতউ তাইন পাউলুছ আর সিলাছরে লইয়া গিয়া তারার শরিলর কাটা-ছিরা ধইয়া দিলা, বাদে তাইন আর তান বাড়ির হকলে লগে লগে তৌবার গোছল করলা। ৩৪ আর তারারে তান নিজর ঘরো নিয়া খানা খাইতে দিলা। বাড়ির হকলে মিলি আল্লার উপরে ইমান আনিয়া বউত খুশি অইলা।

৩৫ বাদর দিন বিয়ানে হাকিম অকলে পুলিশ পাঠাইয়া জানাইলা, ই কয়দি অকলরে ছাড়ি দেও। ৩৬ তেউ জেলর অফিসার ছাবে পাউলুছরে জানাইলা, “হাকিম অকলে হুকুম দিছইন আপনারারে ছাড়ি দিবার লাগি, তে আপনারা বারইয়া আউক্কা আর ছহি-ছালামতে তশরিফ নেউক্কা।” ৩৭ পাউলুছে তারারে কইলা, “আমরা রোমান মানুষ, আমরার কুনু বিচার না করিয়া হকলর ছামনে ছিংলাদি মারছইন আর জেলো হারাইছইন। অখন

হাকিম অকলে আমরাে লুকাইয়া ছাড়ি দিতা চাইরা? ইতা অইতো নায়, তারা নিজে আইয়া আমরাে বার করি নেউক্লা।” ৩৮ পুলিশে গিয়া হাকিম অকলে অউ কথা জানাইলা, হাকিম অকলে পাউলুছ আর সিলাছরে রোমান মানুষ হুনিয়া ডরাইগেলা। ৩৯ তারা পাউলুছ আর সিলাছর গেছে আইয়া মাফ চাইলা, আর তারাে বারে নিয়া টাউন থাকি হরি যাওয়ার লাগি মিনত করলা। ৪০ তেউ তারা জেলখানা থাকি বারইয়া আইয়া বিবি লুদিয়ার বাড়িত হমাইলা। হিকানো মুমিন অকলর লগে দেখা-সাক্ষাত করিয়া তারাে উৎসাহ দিলা, বাদে হন থাকি রওয়ানা অইলা।

খিষলনিকি আর বিরয়া টাউনো সফর

১৭ হজরত পাউলুছ আর সিলাছ আমফিপুলি আর আপল্লোনিয়া টাউনর মাজেদি গিয়া খিষলনিকিত আইলা। হিনো ইহুদি অকলর এখান মছিদ আছিল; ১ পাউলুছ তান নিয়ম মতোউ হি মছিদো গেলা, আর লাগা লাগা তিন জুম্মাবারে মানষরে পাক কালাম থাকি বুজাইলা। ২ তাইন বুজাইলা আর পরমানও দেখাইলা, তকলিফ সহ্য করা আর মুর্দা থাকি জিন্দা অইয়া উঠা আল-মসীর লাগি জরুর আছিল। তাইন কইলা, অউ যে ইছার কথা আমি আপনারাে বুজাইরাম, এইনউ আল-মসী। ৩ ইতা হুনিয়া এরাে মাজ থাকি কয়জনে ইমান আনিয়া পাউলুছ আর সিলাছর লগে শরিক অইলা। বউত আল্লারাইয়া ইউনানি বেটাইন আর খান্দানি বেটিনও তারাে লগে শরিক অইলা। ৪ অইলে ইহুদি অকলে ইংসা করিয়া বাজারি গুন্ডাইন আনিয়া দল বানাইলো আর টাউনর মাজে গোলমাল লাগাই দিলো। তারাে জাছুনর বাড়িত হামলা করিয়া পাউলুছ আর সিলাছরে তুকাইয়া মানষর ছামনে আনতো চাইলো। ৫ অইলে এরাে না পাইয়া তারাে জাছুন আর আরো কয়জন মুমিনরে টানিয়া ছেছরাইয়া টাউনর সর্দার অকলর গেছে লইয়া গেল, আর চিল্লাই চিল্লাই কইল, “অউ বেটাইন্তে আস্তা দুনিয়াে লন্ডভন্ড করিয়া অখন অনোও আইছে। ৬ আর অউ জাছুনে তার নিজর বাড়িত এরাে মেহমানদারি করছে; এরাে হকলে আমরাে বাদশা কৈছরর হুকুম না মানিয়া কইরা, তাইন ছাড়া ইছা নামে আরক জন বাদশা আছইন।” ৭ অউ লাখান মাত মাতিয়া তারাে সর্দার অকলে আর আম মানষরেও উছলাইয়া দিলো। ৮ সর্দার অকলে জাছুন আর তান লগর হক্কলর জামানত লইয়া জামিনে ছাড়ি দিলা।

১০ রাইত অওয়ার বাদে মুমিন অকলে জলদি করি পাউলুছ আর সিলাছরে বিরয়াত পাঠাই দিলা। হিকানো গিয়া হারলে তারা ইহুদির মছিদো আইলা। ১১ থিষলনিকির ইহুদি অকল থাকি বিরয়া টাউনর ইহুদি অকল বউত খুলামেলা আছলা। তারা আল্লার কালাম হুনিয়া খুব গরজি অইয়া কবুল করলা, আর পাউলুছে যেতা তালিম দিরা ইতা হাছা কি না দেখার লাগি তারা পরতেক দিন আছমানি কিতাব খুলিয়া মিলাইতা। ১২ তারার মাজ থাকি বউত ইহুদিয়ে, আর ইউনানি থাকিও বউত খান্দানি বেটাইন-বেটিন্তে ইছার উপরে ইমান আনলা। ১৩ অইলে থিষলনিকির ইহুদি অকলে যেবলা হুনলো, পাউলুছে বিরয়াত আইয়াও তবলিগ কররা, অউ তারাও বিরয়াত আইয়া হিনর মানষরে উছলাইয়া গোলমাল লাগাইলো। ১৪ ইতা হুনিয়াউ মুমিন অকলে পাউলুছরে দরিয়ার পারো পাঠাই দিলা, অইলে সিলাছ আর তিমথি বিরয়াতউ রইলা। ১৫ পাউলুছরে লইয়া যেরা রওয়ানা অইছিল, তারা তানরে লইয়া আথিনিয়াত গেলা। গিয়া হারলে পাউলুছে তারারে কইলা, সিলাছ আর তিমথিরে খুব জলদি করি তান গেছে পাঠানির লাগি, কইয়া তারারে বিদায় দিলাইলা।

### আথিনিয়া টাউনো তবলিগ

১৬ আথিনিয়াত আইয়া হজরত পাউলুছে যেবলা সিলাছ আর তিমথির লাগি বার চাইরা, অউ সময় তাইন দেখলা হি টাউনর মাজে মুর্তিয়ে ভরা, দেখিয়া তান মনর মাজে খুব কষ্ট পাইলা। ১৭ অউ তাইন ইহুদি মছিদো গিয়া ইহুদি আর আল্লারাইয়া ইউনানি অকলরে, আর পরতিদিন বাজারো গিয়াও যেরার লগে দেখা অইতো, তারার লগেও হজরত ইছার বেয়াপারে বাতচিত করতা। ১৮ তেউ ইফিকুরিয় আর স্তোয়িকীয় মতবাদর কয়জন পন্ডিতে তান লগে তর্ক লাগাইলা, তারা কয়জনে কইলা, “ই বক-বক কররায় কিতা হিকাইতো চায়?” আর কেউ কেউ কইলো, “মনে কয় হে কনু বিদেশি দেবতাইন্তর কথা জানাইতো চার।” কারন পাউলুছে হজরত ইছা আর মুর্দা থাকি জিন্দা অওয়ার খুশ-খবরির কথা তবলিগ করছিল। ১৯ বাদে তারা পাউলুছরে আনিয়া আরেয়-পাগর মজলিছো নিয়া আজির করলা, আর তানরে জিকাইলা, “অউ যেতা নয়া শিক্ষা আপনে কইরা, ইতা কিতা আমরারেও হুনাইবা নি? ২০ আপনে তো কিছু আজগুবি মাত

মাতিরা, তে আমরা জনতাম চাইরাম এর আসল মানিখান কিতা।”

❦ আখিনিয়া টাউনর মানষে আর হিনো রওরা মুছাফির অকলেও খালি নয়। নয়া বেয়াপারর মাত মাতিয়া বা হুনিয়া তারার দিন কাটাইতা।

❦ তেউ হজরত পাউলুছে আরেয়-পাগর মজলিছর মাজখানো উবাইয়া কইলা, “ও আখিনিয়ার মানুষ অকল, আমি দেখরাম, আপনারা হকল কামোউ খুব দেবতা ভজইন। ❦ আমি যেবলা পাখানিত গেছলাম, অউ সময় আপনাইন্তর পুজার হকলতা ঘুরিয়া দেখলাম, আমি দেখলাম এক পাথরর মাজে লেখা আছে, ‘অচিনা দেবতার নামো’ তে হুনউক্কা, আপনারা না-চিনিয়া যেন পুজা কররা, আমি তান কথাউ আপনাইন্তর গেছে তবলিগ কররাম। ❦ আল্লা পাক, যেইন ই দুনিয়া আর এর মাজর হকলতা পয়দা করছইন, তাইন বেহেস্তু আর দুনিয়ার মালিক, তাইন তো মানষর বানাইল কুনু মন্দিরো বসত করইন না। ❦ তান কুনু অভাব নাই গতিকে মানষর গেছ থাকি কুনুতা নেয়ারও গরজ নাই, তাইনউ তো হক্কল মানষর জান, দম, আর হকলতা দান করইন। ❦ তাইন একজন মানুষ থাকি হক্কল জাতর মানুষ পয়দা করছইন, আস্তা দুনিয়াই জুড়ি বসত করার লাগি। তারা কুন আমলো কুনানো বসত করবা ইটাও তাইন ফয়ছালা করি দিছইন। ❦ আল্লায় ই কাম করছইন যাতে মানষে তানরে তালাশ করইন, আর তুকাই তুকাই তান দিদার পাইন। অথচ তাইন আমরা কেউরর গেছ থাকি দুরই নায়। ❦ আপনাইন্তর কয়জন কবিয়েও কইছইন, ‘তান কুদরতেউ আমরার জিন্দগি, গতি আর ঠাই।’ আর, ‘আমরাও তান ওয়ারিশ।’

❦ “আর আমরা যেবলা আল্লার ওয়ারিশ, তে আল্লার ছুরতরে মানষর খিয়াল-মর্জিয়ে বানাইল সোনা-রুপা বা পাথরর মূর্তি মনো করা আমরা লাগি উচিত নায়। ❦ আগর জমানার মানষে ইতা জানতা না গতিকে আল্লায় ইতারে কছুর মনো করছইন না, অইলে অখন তাইন হকল জাগার হক্কল মানষরে মন বদলাইয়া তোঁবা করার লাগি হুকুম দিরা। ❦ তাইন তো অউলা এক দিনও ঠিক করছইন, যেদিন তান পছন্দর হক্কানি মানষর আতানে দীন-দুনিয়ার হক বিচার করাইবা। ইটারে একিন করার লাগি তাইন হউ মানষরে মূর্দা থাকি জিন্দা করিয়া এর পরমানও দেখাইছইন।”

❦ মূর্দা অকল হিরবার জিন্দা অইয়া উঠবা ইখান হুনিয়া কেউ কেউ আসা-আসি করলো, আর কেউ কেউ কইলো, “আপনার ই বেয়াপার খান আমরা আরকবার হুনমু।” ❦ অউ লাখান করি পাউলুছে হি মজলিছ থাকি

উঠিয়া গেলাগি। ৩৪ অইলে কেউ কেউ তান লগে একমত অইলা আর ইমানও আনলা। এরার মাজে দিয়নুসিয় নামে আরেয়-পাগর একজন মেস্‌হার, দামারিস নামর একজন বেটি মানুষ আর আরো কয়জনে ইমান আনলা।

করিহ্‌ টাউনো হজরত পাউলুছ

১৮

বাদে হজরত পাউলুছ আখিনিয়া ছাড়িয়া করিহ্‌ টাউনো আইলা।

৩৫ হিনো আইয়া হারলে আকিল নামর একজন ইহুদির লগে তান দেখা অইলো। এন বাড়ি পন্ত দেশো, রোমান বাদশা কেলাদুছে ইহুদি অকলরে রোম থাকি হরি যাওয়ার হুকুম দিছলা গতিকে, আকিলে তান বউ ফিছকিলারে লগে লইয়া থুড়া কয়দিন আগে ইতালি থাকি করিহ্‌ত অইছলা। পাউলুছ তারার কান্দাত গেলা। ৩৬ তাইনও তারার লাখান তাম্বু বানানির কাম করতা গতিকে তাইন তারার লগে রইয়া অউ কামো লাগলা। ৩৭ পরতেক জুম্মাবারে পাউলুছ ইহুদি মছিদো গিয়া ইছার বেয়াপারে বাতচিত করতা, তাইন ইউনানি আর ইহুদি অকলরে ইমান আনার লাগি তাগিদ দিতা।

৩৮ হজরত সিলাহ আর তিমথি মাকিদনিয়া থাকি আইয়া হারলে, পাউলুছে খালি আল্লার কালামর তবলিগ করতা। তাইন ইহুদি অকলরে বুজাইতা, হজরত ইছাউ অইলা আল-মসী মানি আল্লার খাছ পছন্দ করা জন। ৩৯ অইলে ইহুদি অকলে যেবলা পাউলুছর বিরুধিতা আর বদনাম গাওয়াত লাগলা, ই সময় তাইন নিজর লেবাছর ধুইল ঝাড়িয়া ফালাইয়া কইলা, “আপনাইন্তর লউর দায় আপনাইন্তর মাখাতউ রউক। আমি আমার দায়িত্ব থাকি খালাছ পাইলাম। অখন থাকি অ-ইহুদি অকলর মুখা পথ ধরলাম।”

৪০ কইয়া হরি হন থাকি তিতিয়-ইউছতুছ নামর একজন আল্লারাইয়া মানষর বাড়িত গেলা। এন বাড়ি আছিল মছিদর লগে। ৪১ মছিদর মুতল্লি কিরিম্পো ছাব আর তান বাড়ির হকলে মালিকর উপরে ইমান আনলা। আর পাউলুছর বয়ান হুনিয়া করিহ্‌য় অকলর মাজে বউতে ইমান আনিয়া তৌবার গোছল করলা। ৪২ রাইতর বালা মাবুদে পাউলুছরে দরশন দিয়া কইলা, “ডরাইও না, তবলিগ চালাইয়া যাও, মুখ বন্দ করিও না। ৪৩ আমি তুমার লগে লগে আছি, কেউ তুমারে হামলা করিয়া তুমার খেতি করতো নায়া। কারন ই টাউনো আমার বউত প্রজা আছইন।” ৪৪ অউ পাউলুছ দেড় বরছ ধরি হনো রইয়া মানষরে আল্লার কালাম তালিম দিলা।

১২ বাদে গালিওন য়েবলা গ্রীস দেশর হাকিম আছলা, অউ সময় ইহুদি অকল একলগে মিলিয়া পাউলুছরে ধরিয়া বিচার করানির লাগি রাজ দরবারো নিয়া কইলা, ১৩ “অউ বেটায় আমরার শরিয়তর হুকুমর উল্টা তালিম দিয়া কর, আমরাও অউলা আল্লার এবাদত করতাম।” ১৪ অইলে পাউলুছে য়েবলা জবানবন্দি দিতা চাইলা, অউ সময় গালিওনে ইহুদি অকলরে কইলা, “ও ইহুদি অকল, ইটা যুদি কুনু অইন্যায় বা দুষর কাম অইতো তে তুমরার নালিশ আমি হুনলাম অনে। ১৫ অইলে ইটা য়েবলা কুনু খাছ বুলি বা নাম বা তুমরার শরিয়তর ফিরকা, তে ইতা বিষয়-আসয় তুমরাউ ফয়ছালা করিলাও, ইতা মাতর লাগি আমি বিচার করতাম চাই না।” ১৬ কইয়া হারি তাইন আদালত থাকি ইতারে বার করি দিলাইলা। ১৭ তেউ মানষে ইহুদি মছিদর খাদিম সোছিনরে ধরিয়া আদালতর ছামনে মাইর-ধইর করলা। অইলে গালিওনে ইমুখা ফিরিয়াউ চাইলা না।

তবলিগি সফর হেশে হিরবার আন্তিয়খিয়াত

১৮ পাউলুছ আরো বউত দিন করিছত রওয়ার বাদে, মুমিন অকলর গেছ থাকি বিদায় লইয়া সিরিয়া দেশো যাইতা করি কিংক্রিয়া নামর জাজ ঘাটো আইলা, আকিল আর ফিছকিলাও তান লগে আইলা। পাউলুছর এক মানত আছিল করি অনো আইয়া তান মাখার চুল কামাইয়া জাজো উঠলা। ১৯ বাদে ইফিছ টাউনো আইয়া পাউলুছে হি দুইও জনরে অনো থইয়া, তাইন মছিদো হমাইয়া ইহুদি অকলর লগে হজরত ইছার বেয়াপারে বাতচিত করলা। ২০ ইহুদি অকলে তানরে কয়দিন তারার গেছে রওয়ার লাগি মিনত করলেও, তাইন রাজি অইলা না। ২১ তাইন এরার গেছ থাকি বিদায় লইয়া কইলা, “ইনশাল্লা, আমি হিরবার আইমু।” কইয়া তাইন ইফিছ থাকি জাজো করি রওয়ানা অইগেলা।

২২ আর কৈছরিয়াত আইয়া হারলে জাজ থাকি লামিয়া জেরুজালেমো গেলা, গিয়া জমাতর মানষর লগে মুলাকাত করিয়া হন থাকি আন্তিয়খিয়াত আইলা। ২৩ আন্তিয়খিয়াত কয়দিন কাটানির বাদে হিকান থাকি রওয়ানা দিয়া, গালাতিয়া আর ফরুগিয়া দেশর জাগায় জাগায় ঘুরিয়া মুমিন অকলর ইমানি বল মজবুত করলা।

হজরত আপল্লহর তবলিগ কাম

এর মাজে আপল্লহ নামর একজন ইহুদি ইফিছ টাউনো আইলা। তান বাড়ি আলেকজান্দ্রিয়া টাউনো, তাইন সুন্দর করি ওয়াজ করইন, আর আহমানি কিতাবও খুব ভালা বুজইন। মালিকর তরিকার ইলিমও তান আছিল, তাইন রুহে গরম অইয়া হজরত ইছার বেয়াপারে ছহি-শুদ্ধ ওয়াজ নছিয়ত করতা আর তালিম দিতা। অইলে তাইন খালি হজরত এহিয়ার তরিকার তৌবার গোছল ছাড়া আর কুনু তৌবার গোছলর কথা জানতা না। তাইন খুব হিম্মত করিয়া মছিদো গিয়া ওয়াজ করতা। ফিছকিলা আর আকিলে তান ওয়াজ হুনিয়া তানরে তারার বাড়িত দাওত দিলা, আর আল্লার রাস্তা আরো ভালা করি বুজাইয়া দিলা। বাদে আপল্লহ যেবলা গ্রীস দেশো যাইতা চাইলা, ই সময় ইমানদার অকলে তানরে উৎসাহ দিলা, আর তানরে কবুল করতা করি উম্মত অকলর গেছে চিঠিও দিলা। তেউ তাইন গিয়া গ্রীসো আজির অইলা, আর আল্লার রহমতে যেরা ইমান আনছিল তাহার বউত ফায়দা অইলো। আর হজরত ইছাউ যেন আল-মসী, অউ কথা তো তাইন পাক কিতাব থাকি পরমান দেখাইয়া, মানষর ছামনে হিম্মত করি ইহুদি অকলরে এক্কেরে লা-জুয়াপ বানাইলা।

হজরত পাউলুছর তিন নম্বর সফর  
(১৯:১-২১:১৪)

ইফিছ টাউনো হজরত পাউলুছ

১৯ আপল্লহ যেবলা করিছত আছিল, অউ সময় হজরত পাউলুছ আছিয়া দেশর মাজেদি ইফিছ টাউনো আইলা। হিকানো কয়জন উম্মতর লগে দেখা অওয়ায়, তাইন এরারে জিকাইলা, “আপনারা ইমান আনার সময় কিতা পাক রুহ হাছিল করছিল নি?” তারা জুয়াপ দিলা, “পাক রুহ আরকতা কিতা, ইতা তো আমরা হুনছিউ না।” পাউলুছে তারারে কইলা, “তে আপনারা কুন তরিকায় তৌবার গোছল করছিল?” তারা কইলা, “এহিয়া নবীর তরিকায়।” অউ তাইন কইলা, “গুনা থাকি

মন বদলাইলে যে গোছল করাইল অয়, অটাই অইলো হজরত এহিয়ার তরিকার গোছল, অইলে এহিয়ায় তো তালিম দিছলা, তান বাদে যেইন তশরিফ আনরা, মানি হজরত ইছার উপরেও ইমান আনা লাগবো।” ৫ ই

নছিয়ত হুনার বাদে তারা হজরত ইছার নামে তৌবার গোছল করলা।

৬ বাদে পাউলুছে তারার উপরে আত রাখলে তারা পাক রুহ পাইলা, তেউ এরা নানান গাইবি ভাষায় মাতিলা আর পীরািকি মাত মাতা ধরলা।

৭ এরা হকলে মিলিয়া অনুমান বারো জন আছলা।

৮ বাদে তাইন ইহুদির মছিদো গিয়া এক লাগারে তিন মাস হিম্মত করিয়া তবলিগ করলা, আল্লার বাদশাইর বেয়াপারে যুক্তি-তর্ক দেখাইয়া তারারে বুজাইলা। ৯ এরার মাজে কয়জনর দিল না-হুমার অওয়ায় তারা ইমান আনলা না, তারা হকলর গেছে ইছার তরিকার গিবত গাইতা। তেউ পাউলুছে এরার গেছ থাকি হরিয়া উম্মত অকলরে আলগাইয়া তান লগে রাখলা, আর পরতেক দিন তুরান্ন নামর এক উস্তাদর টংগিত গিয়া তারারে তালিম দিলা। ১০ অউলা দুই বছর গুজরার বাদে আছিয়া দেশর ইহুদি আর ইউনানি, হকলর কানোউ মাবুদর কালাম পৌছি গেল।

১১ আল্লায় হজরত পাউলুছর আতানে আচানক কেরামতি কাম জাহির করাইলা। ১২ হেশে অউলাও অইলো যেন, তান গতরর কাপড় বা গামছা খানও কুন্ বেমারি মানষর কাছাত নিলেউ বেমার ভালা অইযিতো, আর জিন-ভুতেও বেমারি ছাড়িয়া বাগিতা। ১৩ এরমাজে কয়জন ঘুরিয়া পাখাইয়া খাওরা ইহুদি তাবজাতি মোল্লায়ও হজরত ইছার নাম লইয়া জিন-ভুত ছাড়াইতো চাইলো, তারা অউলা কইতো, “পাউলুছে যেন নামে তবলিগ করইন, হউ ইছার দোয়াই দিয়া, আমি তুমরারে বারইয়া যাওয়ার হুকুম দিরাম।” ১৪ এরার মাজে স্কিবা নামর একজন ইহুদি পরধান ইমামর সাত পুয়ায়ও অউলা করতো। ১৫ তেউ একদিন ভুতে তারারে জুয়াপ দিলো, “আমি ইছারেও চিনি, পাউলুছরেও চিনি, অইলে তুমরা কে?”

১৬ কইয়াউ যে বেটারে ভুতে ধরছিল হি বেটায় তারার উপরে ফাল দিয়া পড়িয়া মাইর-ধইর করিয়া তারা সাতো জনরে আরাইলো। মাইরে তারার শরিল ছিড়িয়া-বিড়িয়া জখম অইগেল, তারা লেমটা অইয়া ই বাড়ি থাকি বাগিলা। ১৭ ই খবর য়েবলা ইফিছর ইহুদি আর ইউনানি অকলে জানলা, তে তারা হকলে ডরই গেলা, আর চাইরোবায় হজরত ইছার নামর মহিমা জাহির অইলো। ১৮ যেরা হজরত ইছার উপরে ইমান আনছিল, এরা বউতে

আইয়া হারি খুলামেলা করি তারার বাদ কামর কথা স্বীকার আর জাইর করলা। ১৯ আর যেরা যাদু-টুনার কাম করতো, তারার মাজেও বউতে তারার যাদু-টুনার বইয়াইন আনিয়া দলা করি হকলর ছামনে জালাইলিলা। ই বইয়াইন্তর দাম হিসাব করিয়া দেখা গেল পঞ্চাশ আজার রুপার দিনার। ২০ অউ লাখান করি মালিকর কালাম বউত বাড়িলো আর মানষর মাজে খুব কাম করলো।

২১ ইতা ঘটর বাদে পাউলুছে মনে মনে নিয়ত করলা, তাইন মাকিদনিয়া আর গ্রীস আইয়া জেরুজালেমো যাইতাগি, তাইন কইলা, “জেরুজালেম যাওয়ার বাদে আমি রোম টাউনোও যাওয়া জরুর।” ২২ বাদে তাইন তিমথি আর ইরাস্তাছ নামর তান দুইও খাদিমরে মাকিদনিয়াত পাঠাইয়া, নিজে আরো কয়দিন আছিয়া দেশো রইলা।

২৩ অউ সময় ইছর তরিকার বিষয় লইয়া বউত গন্ডগোল লাগল। ২৪ কারন দিমিত্রি নামে একজন বানিয়ায় আর্তেমিছ দেবীর মন্দিরর নমুনায় রুপাদি হুরু হুরু মন্দির বানাইতো, আরো বউত বানিয়ায়ও অউ কাম করিয়া বউত লাভ করতো। ২৫ হে অউ বানিয়া অকলরে আর তারার লগি অকলরেও এখানো দলা করিয়া কইলো, “ভাই অকল, তুমরা তো জানরায়, ই কারবার থাকি আমরা ভাল লাভ পাইরাম। ২৬ অইলে তুমরা দেখরায় আর হুনরায়ও, পাউলুছ নামর অউ বেটায় খালি আমার ইফিছোউ নায়, কইতে গেলে আস্তা আছিয়া জুড়ি বউত মানষরে কইছে আর একিন করাইছে, আতর বানাইল দেব-দেবী অকল বুলে কুনু দেবতাউ নায়। ২৭ এরলাগি অখন ডর করের, খালি আমার কারবাররউ বদনাম অইবো ইলা নায়, অইলে মহাদেবী আর্তেমিছর মন্দিরও বেকামা অইযিবো, আর আছিয়া দেশর হক্কল মানষে আর হারা দুনিয়াইয়ে মিলিয়া যেন পূজা করে, তাইনও নিজর ইজ্জত আরাইবা।”

২৮ ইতা হুনিয়া তারা গুছায় আগুইন আইয়া জুরে জুরে চিল্লাইয়া কইলা, “ইফিছিয়ার আর্তেমিছ দেবী, জিন্দাবাদ!” ২৯ লগে লগে আস্তা টাউনো গন্ডগোল লাগিগেল; মানষে মাকিদনিয়ার গউছ আর আরিস্তাকুছ নামর পাউলুছর লগর দুইজনরে ধরিয়া, একলগে পাল বান্দিয়া দৌড়াইয়া ষ্টেডিয়ামো লইয়া গেলা। ৩০ হজরত পাউলুছ অউ ভিড়র ছামনে যাইতা চাইলা, অইলে মুমিন অকলে তানরে আটকাইল্লা। ৩১ আছিয়া দেশর সরকারি অফিসারর মাজে কয়জন আছলা পাউলুছর দুস্ত, এরা খবরিয়াদি তানরে

জানাইলা, তাইন হি ভিড়র ছামনে গিয়া নিজর মছিবত ডাকিয়া আনতানা। ৩২ ভিড়র মাজে মানষে খুব চিল্লা-চিল্লি আর গেইনজাম লাগাইলা। বেশির ভাগ মানষে জানতাউ না ইনো কিতা অইছে, তারা একজনে এক লাখান, আরক জনে আরক লাখান মাতিলা। ৩৩ তেউ কয়জন ইহুদিয়ে ছিকন্দর নামর একজনরে ছামনে ঠেলিয়া দিলো ভাষন দিবার লাগি। তাইন আতদি ইশারা দিলা, যাতে মানুষ নিরাই অইয়া তান বখতিতা হুনইন। ৩৪ অইলে মানষে যেবলা বুজলা, এইনও ইহুদি, তেউ তারা আরো জুরে জুরে অনুমান দুই ঘন্টা ধরি চিল্লাইয়া কইলা, “ইফিছিয়ার আর্তেমিছ দেবী, জিন্দাবাদ!” ৩৫ হেশে টাউনর চেয়ারম্যানে মানষরে নিরাই করাইয়া কইলা, “ও ইফিছিয়া অকল, কউক্লা ছাইন, কুন মানুষগুয়ে না জানে যেন, ই ইফিছ টাউন অইলো মহান আর্তেমিছ দেবীর মন্দির আর আছমান থাকি তান যেতা মুর্তি লামাত পড়ছে এর রইক্ষা করনেআলা? ৩৬ আর ই হাছা কথা কেউ যেবলা খন্ডাইতো পারতো নায়, তে বেবুতার লাখান কুনু কাম না করিয়া তুমরা নিরাই অও। ৩৭ অউ মানষে তো আমরার মন্দিরো চুরিও করছে না, আমরার দেবীর কুনু বদনামও করে ন, তা-ও তুমরা এরাধে ধরিয়া আনছো। ৩৮ তে হুনো, দিমিত্রি আর তার লগর বানিয়া অকলর যুদি কুনু নালিশ থাকে, তে আদালত তো খুলা আছে, হাকিম অকলও আছইন, তারা হনো গিয়া যারযির মামলা-মকদ্দমা করউক। ৩৯ অইলে তুমরার আর কুনু দাবি-দাওয়া থাকলে ইতা নিয়ম মাফিক মজলিছো বইয়া মিট-মাট করা অইবো। ৪০ আসলে আইজকুর ই গেইনজাম লাগানির লাগি আমরার উপরেউ দুষ পড়তো পারে, ই গন্ডগোল লাগানির কুনু কারন দেখাইতাম পারতাম নায়।” ৪১ অখান কইয়া তাইন মজলিছ ভাংগি দিলা।

মাকিদনিয়া আর গ্রীস দেশো দুয়ারা সফর

২০

গেইনজাম শেষ অওয়ার বাদে হজরত পাউলুছে মুমিন অকলরে খবরদি আনাইলা, তারা আইয়া হারলে তাইন তারারে উৎসাহ দিয়া, ছহি-ছলামতে বিদায় লইয়া মাকিদনিয়াত যাইতা করি রওয়ানা অইলা। ১ মাকিদনিয়ার মাজেদি যাইতে যাইতে মুমিন অকলরে বউত উৎসাহ দিয়া, গ্রীস দেশো আইয়া আজিলা। ২ অনো আইয়া তিন মাস রওয়ার বাদে যেবলা জাজো করি সিরিয়া দেশো যাইতা চাইলা, অউ সময়

ইহুদি অকলে তান বিপক্ষে কু-মতলব করে হুনিয়া, তাইন মাকিদনিয়ার মাজদি যাইতা করি নিয়ত করলা। ৪ আর বিরয়া টাউনর পুরছর পুয়া ছুপাতছ, থিষলনিকির আরিস্তাকুছ আর সিকুন্দছ, দবী শহরর গউছ, তিমথি, আর আছিয়া দেশর তুখিক আর তফিম, এরা হক্কল পাউলুছর লগে গেল। ৫ এরা আগে অইয়া তরোয়াছ টাউনো গিয়া আমরার লাগি বার চাওয়াত আছলা। ৬ বাদে খামির ছাড়া রুটির ইদ শেষ অইগেলে আমরা জাজো করি ফিলিপি থাকি রওয়ানা দিয়া, পাচ দিন বাদে তরোয়াছ অইয়া তারার লগে মিললাম, অনো সাতদিন রইলাম।

হজরত পাউলুছে এক মুর্দারে জিন্দা করা

৭ হাণ্ডার পয়লা দিন ইছার মেজবানি খাওয়ার লাগি আমরা এখানো দলা অইলে, পাউলুছ বাদর দিন যাইতাগি করি মাজ রাইত পর্যন্ত মুমিন অকলর গেছে ওয়াজ করলা। ৮ আমরা উপরর তালার যে ঘরো বইছলাম হিকানো বউত বান্টি আছিল। ৯ আর উতুখ নামর এক জুয়ান পুয়া থিড়িকির উপরে বওয়াত আছিল, পাউলুছে বউত সময় ধরি ওয়াজ করায় হে হুনি হুনি ঘুমাই গেছিল, আখতাউ হে তিন তালা থাকি লামাত পড়িগেল। তেউ মানষে তারে মরা হালতে তুললা। ১০ পাউলুছ লামাত লামিয়া পুয়ার উপরে কাইত অইয়া আইঞ্জা করি ধরিয়া কইলা, “তুমরা উলইস্তল করিও না, তার ভিতরে তো জান আছো।” ১১ বাদে তাইন হিরবার উপরর তালাত গিয়া মেজবানি খাইলা, খাইয়া হারলে ফজর পর্যন্ত বাতচিত করিয়া বিদায় লইলা। ১২ এর মাজে অউ পুয়ারে মানষে জিতা হালতে বাড়িত নিয়া যার পর নাই খুশি অইলা।

১৩ আমরা আগে গিয়া জাজো করি আসোস ঘাটর বায় রওয়ানা অইলাম, মনো করলাম পাউলুছরে হন থাকি তুলমু। কারন তাইন থিয়াল করছলা আটিয়া হিকানো গিয়া উঠতা। ১৪ আসোস আইয়া তাইন আমরা লগে মিলার বাদে, আমরা তানরে জাজো তুলিয়া মিতুলীনীত অইলাম। ১৫ বাদর দিন আমরা জাজ খুলিয়া হিকান থাকি রওয়ানা অইয়া থিওস দ্বীপর কান্দাত অইলাম; এর বাদর দিন আমরা সামোস দ্বীপো রইলাম, তার বাদর দিন গিয়া আমরা মিলীতা ঘাটো ভিড়িলাম। ১৬ আছিয়া দেশো পাউলুছে দেরি করার থিয়াল না অওয়ায় তাইন মনে মনে ঠিক করছলা, ইফিছো না

হমাইয়া এর গালাবায় যাইবাগি, তাইন জলদি করি জেরুজালেমো গিয়া হারি পঞ্চইশা ইদ হনো আদায় করতা চাইলা।

ইফিছ জমাতো আখেরি বয়ান

১৭ মিলীতা থাকি পাউলুছে খবরিয়া পাঠাইয়া ইফিছর জমাতর মুরব্বি অকলরে আনাইলা। ১৮ তারা আইয়া পৌছার বাদে পাউলুছে কইলা, “আপনারা তো জানইন, আছিয়া দেশো আইয়া হারলে আমি পয়লা দিন থাকিউ কিলা আপনাইন্তর লগে সময় কাটাইছি। ১৯ ইহুদি অকলর বউত জাতর কুপরামিশ থাকি, তারার পাতাইল ফন্দির মাজেও আমি পুরাপুর নরম দিলে, চউখর পানি ফালাইয়া মাবুদর গুলামি করছি। ২০ আপনারার ফায়দা আইবো ইলা কুন্ তালিমউ না লুকাইয়া পুরাপুর জানাইছি, খুলামেলা মজলিছো আর ঘরো ঘরো গিয়া তালিম দিতেও না করছি না। ২১ ইহুদি আর ইউনানির গেছে তবলিগ করিয়া বুজাইছি, তারার গুনর মন বদলাইয়া আল্লার পথি আইতা, আর আমরার মালিক হজরত ইছার উপরে ইমান আনতা। ২২ আর অখন পাক রুহর হুকুমবন্দি আইয়া আমি জেরুজালেমো যাইরাম, হিকানো আমার কুন দশা আইবো, জানি না। ২৩ খালি অউ খবরখান জানি, পাক রুহে হক্কল টাউনো আমারে অউ কথা জানাইরা, তকলিফ আর জেল খাটা আমার লাগি বারচার। ২৪ আইলেও আমার নিজর জানর পরোয়া করি না, আমার জানরে অতো মূল্যবান মনো করি না। আমি ইরাদা করা পথর হেশ ঠিকানা পর্যন্ত দৌড়াইতাম চাইরাম। আল্লার রহমতর খুশ-খবরির তবলিগ আর খেজমতর অউ যে ভার হজরত ইছার গেছ থাকি পাইছি, এর ইঞ্জাম দিতাম চাইরাম। ২৫ অখন আমি এওখানও জানি, আপনারা যেরার মাজে আমি আল্লার বাদশাইর কথা তবলিগ কররাম, অউ আপনাইন্তর লগেও আর কুন্ দিন দেখা আইতো নায়। ২৬ এরলাগি আমি আইজ আপনাইন্তর গেছে অউ জবানবন্দি দিরাম, হক্কলর লউর দায় থাকি আমি খালাছ। ২৭ আমি আল্লা পাকর হক্কল লাখান মর্জির কথা আপনাইন্তর গেছে বয়ান করতে খরেদি গেছি না। ২৮ আপনারা যারযির বেয়াপারে হুশিয়ার অউক্কা। পাক রুহে আপনারারে যেরার চালকদার বানাইছইন, তারার বেয়াপারে হুশিয়ার অউক্কা। আল্লায় তান নিজর জনরেদি যেরারে খরিদ করছইন, হি জমাতরে পুরাপুর দেখা-হুনা করউক্কা, যেলা রাখালে তার মেড়ার পালর দেখা-হুনা

করে, ইমাম অইয়া আপনারাও অউলা করউক্কা। ﴿২৯﴾ আমি জানি, আমি যাওয়ার বাদে তুমরার মাজে পাগলা বাঘর ছুরতর মানুষ অইয়া হমাইবা, তারা নির্দয় অইয়া পালর বউত খেতি করবা। ﴿৩০﴾ আর আপনাইন্তর নিজর মাজ থাকিও কেউ কেউ মুমিন অকলরে তার খরে নেওয়ার লাগি, হাছা তালিমরে মিছা কইয়া নয়া তালিম বার করবো। ﴿৩১﴾ এরলাগি আপনারা হজাগ রউক্কা, আর মনো রাখবা, আমি তিন বরছ ধরিয়া রাইত দিন চউখর পানি ফালাইয়া আপনারারে হুশিয়ার করতে দম লইছি না। ﴿৩২﴾ অখন আল্লা আর তান রহমতর কালামর জিন্মায় আমি আপনারারে সপিলাম। আল্লার ই কালামে আপনারারে গড়িয়া তুলব আর তান পাক বন্দা অকলর লাগি ওয়াদা করা বেহেস্তি মঞ্জিলো পৌছাই দিব। ﴿৩৩﴾ আমি কেউরর সোনা-রুপা বা কাপড়-চুপড়র বায় লালছ করছি না। ﴿৩৪﴾ আপনারা নিজেউ তো জানইন, আমার আর আমার লগি অকলর অভাব মিটানির লাগি আমি দুইও আতে কাম করছি। ﴿৩৫﴾ আমি হকল লাখান কামর মাজে নমুনা দেখাইছি, অউ লাখান কাম করিয়া দুর্বল অকলরে সাইয্য করা জরুর। হজরত ইছার তালিমরে মনো রাখো, তাইন নিজে বাতাইছইন, নেওয়ার চাইতে দেওয়া ধইন্য।”

﴿৩৬﴾ অখন কইয়া হারলে, পাউলুছে আটু গাড়িয়া হকলর লগে দোয়া করলা। ﴿৩৭﴾ বাদে জমাতর হকলে মিলিয়া খুব কান্দন কান্দিলা, আর পাউলুছরে আইঞ্জা করি ধরিয়া হুংগা দিলা। ﴿৩৮﴾ খাছ করি পাউলুছর অউ কথার লাগি বেশি কান্দিলা, তাইন কইছলা, তান মুখ তারা আর দেখতা নায়। বাদে তারা তান লগে অইয়া গিয়া জাজো তুলিয়া দিলা।

জেরুজালেমো আখেরি সফর

২১

ইফিছর জমাতর মুরক্বি অকলর গেছ থাকি বিদায় লইয়া, জাজ খুলিয়া হারি আমরা সুজা পথে কোস নামর দ্বীপো আইলাম, বাদর দিন আমরা রোদস দ্বীপো আইলাম, হন থাকি পাতারা নামর টাউনো গেলাম। ﴿১﴾ হনো গিয়া হারলে ফৈনিকিয়াত যাওরা এখন জাজ পাইলাম, আমরা হউ জাজে রওয়ানা দিলাম। ﴿২﴾ আর যেবলা সাইপ্রাস দ্বীপ দেখলাম, অউ সময় দ্বীপর ডাইন গালাবায় গিয়া আমরা সিরিয়া দেশর সোর টাউনো অইয়া লামলাম। হিকানো জাজর মাল-ছামানা লামাই দিলো। ﴿৩﴾ হনর মুমিন অকলরে তুকাইয়া হারি আমরা সাত দিন তারার গেছে রইলাম; তারা পাক

রুহর মারফতে পাউলুছরে মিনত করলা, তাইন যানু জেরুজালেমো না যাইন। ৫ ইনো কয়দিন কাটানির বাদে আমরা হিরবার রওয়ানা অইলাম, তেউ তারা হক্কেলে বউ-বাইচা লইয়া টাউনর বারে আইয়া আমরারে আগুয়াই দিলা। বাদে দরিয়র পারো আমরা আটু গাড়িয়া দোয়া করলাম। ৬ দোয়া বাদে যারযির পথে বিদায় লইয়া আমরা জাজো উঠলাম, আর তারা নিজর বাড়িত গেলাগি।

৭ সোর থাকি রওয়ানা অইয়া আমরা জাজর সফর শেষ করিয়া তলিমায়িত আজিলাম, হনর মুমিন অকলরে ভালা-বুরা জিকানির বাদে আমরা তারার লগে একদিন রইলাম। ৮ বাদর দিন আমরা বিদায় লইয়া কৈছরিয়াত আইলাম, আর তবলিগ কামর বুজুর্গ ফিলিফর বাড়িত গেলাম। এইন তো জেরুজালেমর হউ সাত খাদিমদারর একজন। ৯ তান চাইরজন আবিয়াতি পুড়িন আছলা, এরা নবীর লাখান অহি কইতা। ১০ বাক্কা কয়দিন হনো রওয়ার বাদে আগাবুছ নামর একজন নবীয়ে এহুদিয়া থাকি তশরিফ আনলা। ১১ তাইন আইয়া হারি পাউলুছর কমরর তাগা খুলিলিলা, আর ইটাডি নিজর আত-পাও বান্দিয়া কইলা, “পাক রুহে অউলা কইরা, জেরুজালেমর ইহুদি অকলে অউ কমরর তাগা আলারে অউলা বানবা, আর অ-ইহুদি অকলর আতো সপিয়া দিবা।” ১২ ইতা হুনিয়া হিনর মানষে আর আমরাও পাউলুছরে বউত মিনত করলাম, তাইন যানু জেরুজালেমো যাওয়া বাদ দিলাইন। ১৩ পাউলুছে কইলা, “তুমরা ইতা কিতা লাগাইলায়? কান্দিয়া আমার মন ভাংগি দিরায় কেনে? হজরত ইছার লাগি আমি জেরুজালেমো খালি বন্দি অওয়াউ নায়, মরতেও তিয়ার আছি।” ১৪ তানরে কথা হুনাইতাম না পারিয়া আমরা নিরাই অইগেলাম, আর কইলাম, “মাবুদর মর্জি কাইম অউক।”

বন্দি হালতে হজরত পাউলুছ

(২১:১৫-২৮:৩১)

হজরত পাউলুছ জেরুজালেমো আটক

১৫ বাদে আমরা মাল-ছামানা গাইট বান্দিয়া জেরুজালেমো রওয়ানা দিলাম। ১৬ কৈছরিয়া টাউনর কয়জন মুমিনও আমরা লগে আইলা, আর

সাইপ্রাস দ্বীপের মেনাসন নামের একজন পুরানা ইমানদারের বাড়িত আমরা লইয়া গেলাম। এন বাড়িতউ আমরা রওয়ার কথা আছিল।

১৭ জেরুজালেমো আওয়ার বাদে মুমিন অকলে খুশি অইয়া আমরা কবুল করলাম। ১৮ বাদর দিন পাউলুছে আমরা লইয়া হজরত ইছার ভাই ইয়াকুবর লগে মুলাকাত করলাম। হিকানো জমাতর মুরক্বি অকলও আইলা। ১৯ পাউলুছে এরাে ভালা-বুরা জিকাইয়া হারলে, তান তবলিগর মাজদি আল্লায় কিলান অ-ইহুদি অকলর মাজে দীনি কাম হাছিল করছইন, ইতা হকলতা এক-এক করি তারার গেছে বয়ান করলাম। ২০ ইতা হুনিয়া মুরক্বি অকলে আল্লার তারিফ করলাম আর তানরে কইলা, “ভাই, তুমি তো দেখরায়, আজার আজার ইহুদিয়ে হজরত ইছার উপরে ইমান আনছইন, আর তারা হকলেউ হজরত মুছার শরিয়তরে আমল করার খিয়াল আছে। ২১ অইলে তারা অউ খবরও পাইছইন, অ-ইহুদি অকলর লগে যেতা ইহুদি অকল থাকইন, তারারে তুমি তালিম দিছো মুছার শরিয়ত বাদ দিলাইতা করি, তারা যানু হুরুতাইন্তর মছলমানি করানি বাদ দিলাইন আর ইহুদি অকলর রেওয়াজও না মানইন। ২২ তে কিতা করা যায়? তারা তো নিচয় হুনবা তুমি আইছো। ২৩ অখন আমরা তুমারে যেলা কই, তুমি অউলা করিলাও। আমরা মাজে চাইরজন বেটাইন আছইন, তারা এখান মানত করছইন; ২৪ তুমি তারারে লগে লইয়া যাও, তারার লগে গিয়া তুমি আর তারার পাক-ছাফ অওয়ার খরচ আর মাথার চুল কামানির পয়সাও দিলাও। তেউ হকলে জানবা, তুমার নামে তারা যেতা খবর পাইছইন, ইতা কুন্তাউ নায়, আসলে তুমি নিজেও মুছার শরিয়ত আর রেওয়াজ মানরায়। ২৫ অইলে যেতা অ-ইহুদি অকলে ইমান আনছইন, তারারে আমরা অউ ফয়ছালা লেখিয়া জানাই দিছি, দেবতার নামে নিয়ত করা খানি খাইতা না, লউ খাইতা না আর গলা টিপিয়া মারা কুনু জানদারর গোস্ত খাইতা না, কুনু জাতর জিনার কামো যাইতা না।” ২৬ তেউ পাউলুছে হউ মানুষ অকলরে লগে লইয়া গিয়া, তারার লগে নিজরেও পাক-ছাফ করলাম। বাদর দিন বায়তুল-মুকাদছো হামাইলা, আর তারার পাক-ছাফ অওয়ার লাগি পশু কুরবানি কুনদিন দেওয়া অইবো, এও তারিখ জানাই দিলাম।

২৭ পাক-ছাফ অওয়ার নিয়মর হি সাত দিন শেষ না অইতেউ, আছিয়া দেশর কয়জন ইহুদিয়ে পাউলুছরে বায়তুল-মুকাদছো দেখিয়া, মানষরে উসকাই দিয়া তানে ধরলাম। ২৮ তারা চিল্লাইয়া কইলা, “ও বনি ইসরাইল

অকল, আগুয়াও! আস্তা দুনিয়ার মানষর গেছে যেগুয়ে আমরার জাতির, আমরার শরিয়তর আর বায়তুল-মুকাদছর বিপক্ষে তালিম দিয়া ঘুরে, অগু হউ বেটা! হে ইউনানি অকলরে অনো হারাইয়া ই পাক জাগাখানরেও নাপাক বানাইছে।” ৩৫ এর আগে তো ইফিছর তফিমরে পাউলুছর লগে টাউনো চক্করো দেখিয়া তারা মনে মনে সন্দয় করছইন, পাউলুছে তানরে বায়তুল-মুকাদছোও হারাইছইন। ৩৬ তেউ আস্তা টাউনর মানুষ গরম অইগেলা, আর একলগে দৌড়িয়া আইয়া পাউলুছরে ধরিয়া বায়তুল-মুকাদছ থাকি টানিয়া বারে আনলা, আর লগে লগেউ এর দুয়ার অকল বন্দ করিল্লা। ৩৭ তারা পাউলুছরে মারিলিতা চাইলা, অইলে অউ সময় রোমান সিপাই অকলর পরধানর গেছে খবর গেল, আস্তা জেরুজালেমর মাজে উলইস্তল লাগিগেছে। ৩৮ লগে লগেউ তাইন ছুবেদার অকল আর সিপাই দল লইয়া দৌড়িয়া তারার গেছে আইলা। মানষে সিপাই আর সিপাইর পরধানরে দেখিয়া পাউলুছরে মাইর-ধইর করা বন্দ করলা। ৩৯ তেউ হি অফিসারে আইয়া পাউলুছরে আটক করিয়া দুইগেছা শিকলদি বান্দার হুকুম দিলা, বাদে জিকাইলা, “ই মানুষগু কে, হে কিতা দুষ করছে?” ৪০ গন্ডগোলর মাজে চিল্লাইয়া কেউ এক লাখান, কেউ কেউ আরক লাখান কইলো। অইলে তাইন ভালামস্তে কুস্তা সমজিতা না পারিয়া পাউলুছরে নিয়া কেন্টনমেন্টো হারাইয়া থওয়ার হুকুম দিলা। ৪১ পাউলুছ সিড়ির মুখো যাইতেউ মানষর আত থাকি বাচানির লাগি, সিপাই অকলে তানরে উচা করিয়া বইয়া নিলাগি। ৪২ মানষে খরে অইয়া মিছিল দিতা লাগলা, “অগুরে মারিলাও!”

৪৩ সিপাই অকলে তানরে কেন্টনমেন্টো হারাই দিতা চাইরা, অউ সময় তাইন পরধান অফিসাররে ইউনানি ভাষায় ছওয়াল করলা, “আমি আপনার গেছে কুস্তা মাততাম পারমু নি?” অফিসারে কইলা, “তুমি কিতা ইউনানি ভাষা জানো নি? ৪৪ তে তুমি কিতা হউ মিসরি বেটা নি, যেগুয়ে কয়দিন আগে লাড়াই করিয়া, চাইর আজার সন্ত্রাসীরে লগে লইয়া মরুভূমিত গেছিল?” ৪৫ পাউলুছে জুয়াপ দিলা, “ছাব, আমি একজন ইহুদি, কিলিকিয়ার তাঁর্ষ শহরর মানুষ, আমি যেতা মনেকয় ইতা টাউনর মানুষ নায়। আমি আপনারে মিনত কররাম, দয়া করি মানষর গেছে আমারে মাতার সুযোগ খান দেউক্লা।” ৪৬ তাইন সুযোগ দেওয়ার বাদে পাউলুছে সিড়ির উপরে উবাইয়া, মানষরে নিরাই অওয়ার লাগি আতদি ইশারা দিলা, তারা নিরাই অইয়া হারলে তাইন ইবরানি ভাষায় কওয়াত লাগলা:

জেরুজালেমো হজরত পাউলুছর জবানবন্দি

২২

পাউলুছে কইলা, “ও বাবা অকল, ভাই অকল, আমি অখন আমার নিজর জবানবন্দি দিরাম, আপনারা হুনউক্লা।” ১ তাইন ইবরানি ভাষায় মাতরা দেখিয়া মানুষ এক্কেরে নিরাই অইগেলা। অউ তাইন কইলা,

২ “আমি একজন ইহুদি। কিলিকিয়ার তার্ষ শহরো আমার জনম অইছে; অইলে অউ জেরুজালেম টাউনো আইয়া আমি মানুষ অইছি, আল্লামা গমলীয়েলর পাওর কান্দাত বইয়া আমি আমার ময়-মুরকি অকলর শরিয়ত আর কায়দা-কানুনর ষোলআনা তালিম পাইছি। আর আইজ আপনারা যেলা আল্লা-ওয়ালাগিরি দেখাইরা, আমি নিজেও আগে অউলা আছলাম। ৩ আমি ইছার পথি অকলরে জান-পরান সপিয়া জুলুম আর কাতল করতাম, বেটাইন-বেটিনরে বান্দিয়া নিয়া জেল খানাত হারাইতাম।

৪ ইতা তো পরধান ইমাম ছাব আর দেশর ফতোয়া কমিটির হক্কল ময়-মুরকি অকলেও ভালা করি জানইন। আমি তারার গেছ থাকি চিঠি লইয়া, দামেস্ক শহরর আমার ভাইয়াইনরে দিবার লাগি রওয়ানা অইছলাম।

হনো যেরা ইছার তরিকাত অইছলা, তারারে বন্দি করিয়া জেরুজালেমো আনিয়া সাজা দেওয়ার লাগি হনো যাওয়াত আছলাম। ৫ যাইতে যাইতে

দামেস্কর কান্দাত গিয়া হারলে বেইল দুইফর অইগেল, আখতাউ আমার চাইরো গালাবায় আছমানি ফর চমকাইয়া উঠলো। ৬ আমি মাটিত পড়ি

গেলাম আর হুনলাম, আমারে কেউ ডাকিয়া কইরা, শৌল, শৌল, তুমি আমারে কেনে তকলিফ দিরায়ে? ৭ আমি জিকাইলাম, হুজুর আপনে কে? তাইন কইলা, আমি নাছারতর ইছা, যেনরে তুমি তকলিফ দিরায়ে।

৮ যেরা আমার লগে আছিল তারা হকলেউ ই ফর অইছে করি দেখলা, অইলে যেইন আমার লগে বাতচিত করছিল, তান বুলি তারা হুনলা না।

৯ বাদে আমি কইলাম, মালিক, তে আমি কিতা করতাম? তাইন কইলা, উঠো, দামেস্কো রওয়ানা দেও, তুমার যেতা যেতা করার গরজ আছে, ইতা

তুমারে হনো জানাইল অইবো। ১০ আর হি চমকানিয়ে আমার চউখ আন্দা অইগেছিল গতিকে, আমার লগি অকলে আমার আতো ধরিয়া দামেস্কর বায় লইয়া রওয়ানা দিলা।

১২ “হনো অননিয় নামর একজন মানুষ আছলা, তাইন হজরত মুহার শরিয়ত মাফিক খুব পরেজগার মানুষ। হিকানর হকল ইহুদির গেছে তাইন খুব ইজ্জতি জন। ১৩ তাইন আইয়া আমার কাছাত উবাইয়া কইলা, ভাই শৌল, তুমার দেখার তাক্কত ফিরত আউক। আর লগে লগেউ আমি তানরে দেখলাম। ১৪ অউ তাইন কইলা, আমরার বাফ-দাদা অকলর আল্লায় তুমারে পছন্দ করছইন, তুমি যানু তান মর্জি জানতায় পারো, আর হউ মাছুম বন্দা হজরত ইছারেও দেখতায় পারো, আর তান জবানর বুলিও হুনতায় পারো। ১৫ তুমি তান সাক্ফি অইবায়, যেতা যেতা দেখছো আর হুনছো ইতা হক্কলতা তামাম দুনিয়ারে জানাইবায়। ১৬ অখন আর দেরি কররায় কেনে? উঠো, তানে ডাকো, আর তৌবার গোছল করিয়া তুমার হকল গুনা ধইয়া ফালাও।

১৭ “বাদে আমি জেরুজালেমো ফিরত আইয়া হারলে একদিন বায়তুল-মুকাদ্দছর ভিতরে দোয়া করাত আছলাম, অউ সময় উংগানির হালতো আখতাউ তান দরশন পাইলাম। ১৮ আমি দেখলাম, তাইন আমারে কইরা, জলদি করি উঠো, অখনউ জেরুজালেম ছাড়িয়া বারও, কারন আমার বেয়াপারে তুমার মুখর কুনু সাক্ফি ইনর মানষে হুনতো নায। ১৯ আমি কইলাম, মালিক, ই হকল মানষেউ তো জানইন, যেরা তুমার উপরে ইমান আনতা, এরােরে জেলো হারানি আর মাইর-ধইর করার লাগি, আমি হক্কল মছিদাইন্তো যাইতাম; ২০ তুমার সাক্ফি স্তিফানরে যেবলা মারা অইছিল, হি সময় আমি নিজে হিকানো উবাইয়া সায় দেওয়াত আছলাম, আর যেরা তানরে মারছিল, আমি তারার কাপড়-চুপড় পারা দিছলাম। ২১ তেউ মালিকে আমারে কইলা, তুমি রওয়ানা দেও, আমি দুরইর ভিন জাতি অকলর গেছে তুমারে বেজিমু।”

২২ মানষে অতো সময় ধরি পাউলুছর বয়ান হুনাত আছলা, বাদে অ-ইহুদির নাম হুনিয়াউ তারা চিল্লাইয়া কইলা, “অগুরে দুনিয়া থাকি হরাই দেও, ইগু বাচিয়া রওয়ার জুকা নায!” ২৩ মানষে যেবলা চিল্লানি ধরলা আর কাপড়-চুপড় ফালাইয়া, আছমানো ধুইল উড়ানিত লাগলা, ২৪ অউ সময় পরধান অফিসারে পাউলুছরে কেণ্টনমেন্টো লইয়া যাওয়ার হুকুম দিলা, আর কইলা, “এরে চাবুক মারিয়া জেরা করো, কেনে মানষে তার বিরুদ্ধে ইলা চিল্লা-চিল্লি করের।” ২৫ পাউলুছরে যেবলা চাবুক মারার লাগি বান্দিলা, ই সময় শ-সিপাইর এক ছুবেদার হিকানো উবাত আছলা, তেউ পাউলুছে তানরে কইলা, “অখনও যারে দুষি সাইবস্তো করা অইছে না,

ইলা একজন রোমান মানষরে চাবুক মারা আপনাইন্তর লাগি ঠিক অর নি?”

২৬ ইখান হুনিয়া হি ছুবেদারে পরধান অফিসাররে গিয়া কইলা, “স্যার, আপনে ইতা কিতা করাত লাগছইন? ই বেটা তো রোমান মানুষ।” ২৭ তেউ তাইন পাউলুছর ধারো গিয়া জিকাইলা, “কওছইন, তুমি রোমান নি?” পাউলুছে কইলা, “জিঅয়া।” ২৮ অফিসারে কইলা, “আমি বউত টেকা-পয়সা খরচ করিয়া রোমান সিটিজেন অওয়ার সুযোগ লইছি।” পাউলুছে কইলা, “আমি জনম সুদ্রেউ রোমান।” ২৯ ইখান হুনিয়াউ যেরা তানরে জেরা করাত যাওয়াত আছলা, লগে লগেউ তারা হন থনে হরিয়া গেলাগি। আর তাইন রোমান মানুষ অইলেও তানরে বান্দিছলা করি পরধান অফিসারেও ডরাইগেলা।

৩০ অইলে বাদর দিন হিরবার পাউলুছরে জিকাইতা চাইলা, কিতার লাগি ইহুদি অকলে তানরে দুষ দিরা, তেউ পরধান অফিসারে পাউলুছর বান্দ খুলি দিলা, বড় ইমাম অকল আর ফতোয়া কমিটির হকলরে এখানো দলা অওয়ার হুকুম দিলা। বাদে পাউলুছরে লামাইয়া তারার ছামনে আজির করলা।

২৩

পাউলুছে ফতোয়া কমিটির মানষর বায় ধিয়ান ধরি চাইয়া কইলা, “ও ভাইছাব অকল, আমি তো অখন পর্যন্ত আমার বিবেক পরিস্কার রাখিয়া, আল্লার বন্দা হিসাবে দায়িত্ব আদায় কররাম।”

৩১ ইখান হুনিয়া পরধান ইমাম অননিয়য়, পাউলুছর গালাত যেরা উবাত আছিল, তারারে কইলা, “অপুর মুখো চড় মারো।” ৩২ তেউ পাউলুছে তানরে কইলা, “ও ভন্ড, আল্লায় তুমারেও চড় মারবা। তুমি শরিয়তর আইনে আমার বিচার করাত বইয়া, শরিয়তর বরখেলাফ করিয়া আমারে চড় মারার হুকুম দিরায়?” ৩৩ যেরা পাউলুছর কান্দাত উবাইছিল, তারা তানরে কইলো, “তুমি আল্লার ঘরর পরধান ইমাম ছাবরে বেইজ্জত কররায় নি?” ৩৪ পাউলুছে কইলা, “ভাই অকল, আমি তো জানি না এইন পরধান ইমাম করি। আরনায় ইলা কইলাম না অনে, পাক কালামো তো আছে, তুমার নিজর জাতির মুরব্বিরে কনু গালি দিও না।”

৩৫ পাউলুছে য়েবলা বুজলা হি মজলিছর কিছু মানুষ সিদ্দেকিয়া মজহবর আর কিছু অইলা ফরিশি মজহবর, অউ তাইন মজলিছর মাজে জুরে জুরে কইলা, “ও ভাই অকল, আমি একজন ফরিশি আর ফরিশির আওলাদ। মুর্দা অকল হিরবার জিন্দা অইয়া উঠবা, অউ মাতর লাগি অখন

আমার বিচার করা অর।” ৬ তাইন ইখান কওয়ার লগে লগেউ ফরিশি আর সিদ্দেকিয়া অকলর মাজে কাইজ্জা লাগি গেল, মজলিহর মাজে দুই দল অইগেলা। ৭ কারন সিদ্দেকিয়া অকলর একিন অইলো, মুর্দা অকল আর জিন্দা অইতা নায়, ফিরিস্তা বা রুহ ইতা কুনুতা নাই। অইলে ফরিশি অকলে একিন করইন ইতা হকলতাউ আছইন। ৮ ই গন্ডগোল বউত বড় অইগেল, তেউ ফরিশি দলর কয়জন মৌলানায় উবাইয়া তর্কা-তর্কি করি কইলা, “আমরা তো ই মানষর কুনু দুষ দেখরাম না। কুনু রুহ বা ফিরিস্তায় তো তার লগে ইলা বাতচিত করতা পারইন।” ৯ অউ লাখান করি বেথয়া গন্ডগোল লাগলো, এরদায় পরধান অফিসারে ডরাইগেলা, মানষে পাউলুহরে টুকরা টুকরা করি ছিড়িলাইবা, অউ তাইন সিপাই অকলরে হুকুম দিলা, তারা লামিয়া গিয়া পাউলুহরে মানষর গেছ থাকি হরাইয়া নিয়া কেন্টনমেন্টো হরাইলা।

১০ বাদে রাইতর বালা মালিক ইছায় পাউলুহর গেছে উবাইয়া কইলা, “হিন্মত করো, আমার নামে জেরুজালেমো যেলা সাক্ষি দিছো, রোম টাউনোও অউলা সাক্ষি দিতে অইবো।”

### হজরত পাউলুহরে মারার ষড়যন্ত্র

১১ বাদর দিন ফজরর অখতো ইহুদি অকলে এক দাগাবাজি করলা, তারা কছম খাইয়া কইলা, পাউলুহরে মারার আগ পর্যন্ত তারা দানা-পানি কুস্তা মুখো দিতা নায়। ১২ চাল্লিশ জনরও বেশি মানুষ এখানো অইয়া ই দাগাবাজির কছম খাইলা। ১৩ তারা বড় ইমাম আর মুরক্বি অকলর গেছে গিয়া কইলা, “আমরা কড়াকড়ি কছম খাইছি, পাউলুহরে না মারা পর্যন্ত দানা-পানি কুস্তা মুখো দিতাম নায়। ১৪ অখন আপনারা আর ফতোয়া কমিটির হকলে পরধান অফিসারর গেছে অউ আবদার করউক্লা যেন, আপনারা আরো ভালাটিকে ই বিচারর তদন্ত করতা চাইরা, অউ উছিলায় হে আপনাইন্তর গেছে আওয়ার আগেউ, পথর মাজে আমরা তারে মারিলিমু।”

১৫ অইলে পাউলুহর ভাগনায় তারার ই দাগাবাজির খবর হুনিয়া, কেন্টনমেন্টো গিয়া পাউলুহরে ইতা জানাইলা। ১৬ তেউ পাউলুছে শ-সিপাইর একজন ছুবেদাররে আনাইয়া কইলা, “অউ পুয়াগুরে পরধান অফিসার ছাবর গেছে লইয়া যাউক্লা, হে তানরে কিতা কইতো আইছে।” ১৭ অউ

হি ছুবেদারে তারে লইয়া পরধান অফিসারর গেছে গিয়া কইলা, “বন্দি পাউলুছে আমারে আনাইয়া কইলা, অউ পুয়াগুরে আপনার গেছে লইয়া আইতাম, হে আপনার গেছে কিতা কইতো চার।” ১৯ পরধান অফিসারে তার আতো ধরিয়া এক গালাবায় লইয়া গিয়া কইলা, “তুমি আমারে কিতা কইতায় চাইরায়?” ২০ হে কইলো, “ইহুদি অকলে নিয়ত করছইন, তারা আপনার গেছে অউ আবদার করবা, পাউলুছর বিচার আরো ভালাটিকে তদন্ত করার লাগি আপনে যানু ছামনর কাইল তনরে দেশর ফতোয়া কমিটির ছামনে আজির করাইন। ২১ আপনে তারার কথায় রাজি অইন না যানু, এরা চাল্লিশ জনরও বেশি মানষে লুকাইয়া পাউলুছর লাগি বার চাইরা, তারা কছম খাইছে, তনরে না মারা পর্যন্ত দানা-পানি কুস্তা মুখো দিতো নায়। তারা অখন তিয়ার অইয়া পথো বইছে, খালি আপনার রাজি অওয়ার বার চাইরা।” ২২ পরধান অফিসারে তারে অউ হুকুম দিয়া বিদায় দিলা, “তুমি আমার গেছে ই খবর কইছো করি কেউররে হুনাইও না।”

### হজরত পাউলুছরে কৈছরিয়াত পাঠানি

২৩ বাদে তাইন শ-সিপাইর দুইজন ছুবেদাররে আনাইয়া কইলা, “দুইশো জন সিপাই, সত্তইর জন ঘোড়াআলা সিপাই, আর দুইশো জন ছুলফি আলা সিপাই আইজ রাইত নয়টাত কৈছরিয়াত যাওয়ার লাগি তিয়ার করো। ২৪ আর পাউলুছর লাগিও ঘোড়ার বন্দোবস্ত করো, তারে যানু নিরাপদে দেশর পরধান হাকিম ফিলিক্সর গেছে পৌছাইল অয়।” ২৫ কইয়া, তাইন অউ চিঠি লেখলা,

২৬ “মাননীয় পরধান হাকিম ছাব, আমি কেলাদুছ লুছিয়াছ, আপনারে ছালাম জানাইরাম। ২৭ ইহুদি অকলে অউ মানুষগুরে ধরিয়া জানে মারিলিতা চাইছলা, আমি হুনলাম হে একজন রোমান মানুষ, হুনিয়া আমার সিপাই অকল লইয়া গিয়া তারে বাচাইলাম। ২৮ বাদে আমি হুনতাম চাইলাম মানষে তার কিতা দুষ পাইছইন, এরদায় তারে নিয়া তারার মজলিছো আজির করলাম। ২৯ তেউ আমি বুজলাম, তারার শরিয়তর কুনু ফতোয়ার লাগি এর উপরে দুষ দিরা, অইলে জেলো হারানি বা জানে মারার জুকা কুনু নালিশ পাইছি না। ৩০ আর আমি হুনলাম, তার বিরুদ্ধে দাগাবাজি করা অর, তেউ জলদি করি তারে আপনার গেছে পাঠাই দিলাম। তার বিরুদ্ধে

যেরা নালিশ দিছে, তারারেও কইছি, তারার কুনা নালিশ থাকলে আপনার গেছে গিয়া হুনাইতা।”

সিপাই অকলে পরধান অফিসারর হুকুম মাফিক পাউলুছরে লইয়া রাইতর বালা আস্তিপাত্রি টাউনো গেলা। বাদর দিন ঘোড়াআলা সিপাই অকলর লগে পাউলুছরে বিদায় দিয়া বাকি সিপাই অকল কেন্টনমেন্টো ঘুরিয়া আইলা। ঘোড়াআলা সিপাই অকলে চিঠি আর পাউলুছরে লইয়া কৈছরিয়াত পৌছিয়া হারলে দেশর পরধান হাকিমর আতো সমজাই দিলা। তাইন ই চিঠি পড়িয়া পাউলুছরে জিকাইলা, “তুমি কুন দেশর মানুষ?” পাউলুছ কিলিকিয়ার মানুষ ইখান হুনিয়া তাইন কইলা, “তুমারে যেরা দুষের তারা ইখানো আইয়া হারলে, আমি তুমার জবানবন্দি হুনমু।” বাদে তাইন হুকুম দিলা, পাউলুছরে নিয়া রাজা হেরোদর বাড়ির জেলো হারানির লাগি।

### আদালতো হজরত পাউলুছ

২৪ পাচ দিন বাদে পরধান ইমাম অননিয়য় কয়জন ইহুদি মুরবি আর তর্তুল্ল নামর একজন উকিলরে লইয়া কৈছরিয়াত গেলা, গিয়া পরধান হাকিমর আদালতো হজরত পাউলুছর বিরুদ্ধে নালিশ দাখিল করলা। পাউলুছরে আনিয়া আদালতো আজির করা অইলো। বাদে উকিল তর্তুল্লয় অউ নালিশ গাইলা,

“মাননীয় হাকিম ছাব, আপনার শাসনো রইয়া আমরা বউত দিন থাকি বড় শান্তিয়ে আছি। আপনে আপনার আখল-হেকমত দিয়া ই জাতির বউত ভালাই কররা। এরলাগি আমরা হামেশা হকল জাগাত আপনার গুনগান গাই। আমরা আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করতাম চাইরাম না, মেহেরবানি করিয়া হুনলে, আমরা নালিশ খান দুই-চাইর কথায় কইলিমু। ছাব, আমরা দেখছি, অউ মানুষগু বড় এক আপদ অইয়া আজিছে। হে নাছারা নামর এক বিধমী দলর উস্তাদ। হামেশা খালি হাংগামা লাগায়, দুনিয়ার হকল ইহুদির মাজে দলাদলি লাগানিউ তার কাম। হে আমরা বায়তুল-মুকাদছরেও নাপাক বানাইতো চাইছিল, এরদায় আমরা তাতে আটক করছি। আর অউ যেতা নালিশ দিলাম, আপনে নিজে তাতে জেরা করলেউ ইতা হকলতা বারইযিবো।” উকিলর লগে অইয়া ইহুদি অকলেও ইতা হকলতা হাছা কইয়া সায় দিলা।

১০ তেউ পরধান হাকিম ছাবে পাউলুছরে ইশারা দিলা, পাউলুছে কইলা, “ছাব, আপনে বউত বরছ ধরি ই ইহুদি জাতির বিচার করিয়া আইরা, ইটা হুনিয়া আমি খুব খুশি অইয়া আমার জবানবন্দি দিলাম। ১১ আপনে তালাশ করলেউ জানিলিবা, অখনও বারো দিন অইছে না, আমি এবাদত করার লাগি জেরুজালেমো গেছলাম। ১২ অউ যেরা আমার বেয়াপারে নালিশ দিরা, তারা কেউ আমারে বায়তুল-মুকাদছো কুন্ মানষর লগে হাংগামা করাত দেখছইন না। টাউনর কুন্খানো বা কুন্ মছিদোও মানষরে উসকাইয়া দেওয়াত আমারে পাইছইন না। ১৩ অখন তারা আমার যেতা দুষ দেখাইরা, ইতার কুন্ পরমানও তারা দিতা পারতা নায়া। ১৪ অইলে আমি আপনার গেছে স্বীকার কররাম, এরা যেকটারে বিধমী দল কইরা, হউ ইছা আল-মসীর তরিকায় আমি আমার ময়-মুরব্বি অকলর আল্লার এবাদত করি। তৌরাত কিতাবর বাতাইল হকল হুকুম-আহকাম আর তামাম নবী অকলর কিতাবরে আমি একিন করি। ১৫ আর এরা যেলান একিন করইন, আমিও অউলা আল্লার উপরে একিন করি, পরেজগার বা গুনাগার হকলরেউ মরার বাদে হিরবার জিন্দা করা অইবো। ১৬ এরদায় আমি আল্লার গেছে আর মানষর গেছেও হামেশা আমার বিবেক পরিস্কার রাখতাম চাই। ১৭ বউত বরছ বাদে আমি জেরুজালেমো গেছলাম, কুরবানি দিতাম আর আমার নিজর জাতির গরিব অকলরে দান-খয়রাত বিলাইতাম করি। ১৮ তে আমি পাক-ছাফ অইয়া যেবলা বায়তুল-মুকাদছো হামাইলাম, অউ সময় তারা আমারে দেখছইন। আমার গেছে কুন্ ভিড়ও অইছে না, বা কুন্ গন্ডগোলও অইছে না। ১৯ খালি আছিয়া দেশর কয়জন ইহুদি হনো আছলা। আমার উপরে কুন্ নালিশ থাকলে হউ ইহুদি অকলে আপনার গেছে আইয়া নালিশ দিতা আছিল। ২০ আরনায় অনো যেরা আইছইন এরাউ কউক্কা, আমি যেবলা ফতোয়া কমিটির ছামনে উবাইছলাম, অউ সময় তারা আমার কিতা দুষ পাইছলা? ২১ কুস্তাউ না, খালি এখন মাত আমি জুরে জুরে মাতিছলাম যেন, মুর্দা অকল হিরবার জিন্দা অইয়া উঠার মুছলা লইয়া আইজ আপনাইন্তর ছামনে আমার বিচার করা অর।”

২২ হাকিম ফিলিস্তে হজরত ইছার তরিকার বেয়াপারে খুব ভালা করি জানতা, এরদায় তাইন বিচার বন্দ করিয়া কইলা, “সিপাইর পরধান অফিসার লুছিয়াছ আইয়া হারলে আমি তুমরার বিচারর ফয়ছলা করমু।”

২৩ তাইন শ-সিপাইর ছুবোদাররে হুকুম দিলা, “পাউলুছরে আটক রাখো,

অইলে তারে মায়ার নজরে রাখিও, তার খেশ-কুটুমে তার খেজমত করাত আইলে বাধা দিও না।”

২৪ কয়দিন বাদে ফিলিস্তে তান ইহুদি বউ দ্রুঘিল্লারে লগে লইয়া আইয়া পাউলুহরে খবরদি আনাইলা, আর পাউলুহর মুখ থাকি ইছা আল-মসীর উপরে ইমান আনার বয়ানি হুনলা। ২৫ পাউলুছে যেবলা হক পথে চলা, নিজরে দমাইয়া রাখা, আর হাশরর বিচারর কথা বয়ান করলা, ফিলিস্তে ইতা হুনিয়া ডরাইগেলা। ডরাইয়া কইলা, “তুমি অখন যাওগি, সময় সুযোগ অইলে আমি তুমারে খবরদি আনাইমু।” ২৬ তান মনে মনে আছিল, পাউলুছে তানরে কিছু ঘষ দিবা, এরলাগি তাইন বারে বারে পাউলুহরে আনাইয়া গফ করতা। ২৭ দুই বরহ পারনির বাদে পর্কিয় ফিস্তছ আইয়া ফিলিস্তর গদিত বইলা। ফিলিস্তে ইহুদি অকলরে খুশি করতা করি পাউলুহরে জেলো থইয়া গেলাগি।

আদালতো হজরত পাউলুহর আপিল

২৫ ই দেশো আওয়ার তিন দিন বাদে ফিস্তছ কৈছরিয়া থাকি জেরুজালেমো গেলা। ২ অউ সময় বড় ইমাম আর ইহুদি নেতা অকলে তান গেছে আইয়া পাউলুহর বেয়াপারে নালিশ দিলা। তারা ফিস্তছর গেছে খুব মিনত-কাজ্জি করি কইলা, ৩ তাইন যানু মেহেরবানি করি পাউলুহরে জেরুজালেমো আনাইন। তারার মতলব আছিল, পাউলুহরে আনার সময় পথর মাজে লুকাইয়া রইয়া মারিলিতা। ৪ হাকিম ফিস্তছে তারারে কইলা, “পাউলুহরে তো কৈছরিয়াত আটক রাখা অইছে, আর আমিও খুব তাগদা করি হিকানো যাইরাম। ৫ তে তুমরার মাজ থাকি বুজদার কয়জন আমার লগে আইও, হে কুন্ দুষ করলে এর নালিশ দিবায।”

৬ ফিস্তছ তারার লগে আট-দশ দিন রইয়া হারলে কৈছরিয়াত গেলাগি। গিয়া বাদর দিন তাইন আদালতো বইয়া, পাউলুহরে তান ছামনে আজির করার হুকুম দিলা। ৭ যেতা ইহুদি অকল জেরুজালেম থাকি আইছলা, পাউলুছ হিনো আজির অওয়ার বাদে তারা তানরে চাইরোবায় বেরিয়া উবাইয়া খুব দুষা-দুষি করলা, অইলে ইতার কুন্ পরমান দিতা পারলা না। ৮ অউ পাউলুছে নিজর জবানবন্দি দিলা, “আমি তো ইহুদি অকলর শরিয়ত, বায়তুল-মুকাদ্দছ, বা রোমান বাদশা কৈছরর বিরুদ্ধে কুন্ দুষ

করছি না।” ১৯ অইলে ফিস্তছে ইহুদি অকলরে খুশি করার খিয়াল অওয়ায় তাইন পাউলুছরে জিকাইলা, “অউ মামলার বিচার আমি জেরুজালেমো করতাম চাইরাম, তুমি হিকানো যাইতে রাজি আছো নি?” ২০ পাউলুছে জুয়াপ দিলা, “আমি তো রোমান আদালতর ছামনে আজির অইছি, আর অউ আদালতোউ আমার বিচার অওয়াখান জরুর। আপনে নিজেও ভালা করি জানইন, আমি ইহুদি অকলর লগে কুনু অইন্যায় করছি না। ২১ তা-ও আমার কুনু কছুর অইলে, মউতর সাজা পাওয়ার জুকা কুনু দুষ পাইলে, আমি মরতে রাজি আছি। অইলে এরা আমার বিরুদ্ধে যেতা দুষ দিরা, ইতা যদি হাছা না অয়, তে আমারে তারার আতো ছাড়ি দেওয়ার এখতিয়ার কেউরর নাই। এরদায় আমি বাদশা কৈছরর গেছে আপিল কররাম।” ২২ ইখান হুনিয়া ফিস্তছে তান উজির-নাজিরর লগে পরামিশ করি কইলা, “তুমি যেবলা বাদশার গেছে আপিল করলায়, তে বাদশার গেছেউ যাইবায়।”

রাজা আগ্রিপ্পর গেছে হজরত পাউলুছর জবানবন্দি

২৩ কয়দিন বাদে ইহুদি অকলর রাজা আগ্রিপ্প আর তান বইন রানী বণীকীয়ে, নয়া হাকিম ফিস্তছরে ছালাম জানানির লাগি কৈছরিয়াত আইলা। ২৪ তারা ইখানো কয়দিন রইবা গতিকে, ফিস্তছে পাউলুছর মামলার কথা রাজারে জানাইলা। তাইন কইলা, “ফিলিস্ত্রে একজন মানষরে জেলো থইয়া গেছইন। ২৫ আমি যেবলা জেরুজালেমো গেছলাম, অউ সময় হনর বড় ইমাম আর ইহুদি মুরব্বি অকলে অউ বেটার বিরুদ্ধে নালিশ দিয়া তার সাজা চাইছইন। ২৬ আমি তারারে কইছলাম, যার বিরুদ্ধে নালিশ দেওয়া অয়, আর যেরা ই নালিশ দেইন, হি বাদি-বিবাদির মুখা-মুখি জবানবন্দি আর জেরা না অইলে, আসামিরে কুনু সাজা দেওয়ার এখতিয়ার রোমান আইনো নাই। ২৭ তেউ তারা হকল অনো আইয়া হারলে, আমি বাদর দিনউ আদালতো বইয়া হউ আসামিরে ছামনে আনার হুকুম দিলাম। ২৮ যেরা তার বিরুদ্ধে নালিশ দিছলা তারার জবানবন্দি হুনলাম, অইলে আমি যেলা অনুমান করছলাম, ইলা কুনু নালিশ তারা দিছইন না। ২৯ খালি তারার নিজর ধর্মর কথা, আর ইছা নামর কুনু একজন মরা মানষর কথা, পাউলুছে এনরে জিন্দা কইয়া দাবি করেব, অতা লইয়া তারা আদালতো নালিশ দিছে।

২০ আর ইতা কিলা তালাশ করতাম, ইখান মালুম না অওয়ায় আমি তারে জিকাইলাম, হে জেরুজালেমো গিয়া ই মামলার ফয়ছালা করতে রাজি আছে নি। ২১ হে রাজি না অইয়া, আপিল করিয়া বাদশার রায়র লাগি বার চাওয়ায়, আমি তারে বাদশা কৈছরর গেছে পাঠানির আগ পর্যন্ত আটক রাখার হুকুম দিছি।” ২২ অউ রাজা আগ্রিপ্পে ফিস্তছরে কইলা, “আমি নিজে তার জবানবন্দি হুনতাম চাই।” ফিস্তছে জুয়াপ দিলা, “তে কাইল হুনবানে।”

২৩ বাদর দিন রাজা আগ্রিপ্প আর রানী বর্ণীকী বউত ধুমধাম করি আইলা, তাইন সিপাইর পরধান অফিসার অকল, টাউনর গইন্য-মাইন্য মানষরে লইয়া আদালতো হামাইলা। ফিস্তছে হুকুম দিয়া পাউলুছরেও অনো আনাইলা। ২৪ বাদে ফিস্তছে কইলা, “মহান রাজা আগ্রিপ্প, আর আদালতো আজির গইন্য-মাইন্য ছাব অকল, আপনারা হকলে অউ বেচাড়ারে দেখরা। হকল ইহুদিয়ে মিলিয়া জেরুজালেম আর কৈছরিয়াত আমার গেছে তার বিচার চাইয়া মিছিল দিয়া কইছইন, তারে খতম করো। ২৫ অইলে আমি দেখলাম, মউতর সাজা দেওয়ার জুকা কুন্ দুষ তার নাই। তা-ও হে নিজে বাদশার গেছে আপিল করায়, আমি তারে তান গেছে পাঠানির খিয়াল করছি। ২৬ অইলে মহান বাদশার গেছে লেখতাম, ইলা কুন্ দুষ পাইরাম না গতিকে, আমি শ্রদ্বয় রাজা আগ্রিপ্প আর আপনারা হকলর ছামনে তারে আজির করছি। আপনারা জেরা করলে লেখার জুকা কুস্তা পাইমু করি মনো কররাম। ২৭ কারন আমি মনো করি, কুন্ বন্দিরে চালান দেওয়ার বালা তার দুষ অকল জানানিখান জরুর।”

রাজার ছামনে হজরত পাউলুছর জবানবন্দি

২৬

ইখান হুনিয়া রাজা আগ্রিপ্পে পাউলুছরে কইলা, “তুমার জবানবন্দি কওয়ার লাগি অনুমতি দিলাম।” তেউ পাউলুছে আত জুড় করিয়া নিজর জবানবন্দি কইলা, ২ “মাননীয় রাজা নামদার, ইহুদি অকলে আমার বিরুদ্ধে যেতা নালিশ দিছইন, ইতা বেয়াপারে আইজ আপনার গেছে আমার জবানবন্দি হুনানির সুযোগ পাইয়া, আমি নিজরে ভাইগ্যমান মনো কররাম। ৩ খাছ করি, ইহুদি অকলর হকল লাখান চাল-চলন আর তারার ফিতনা অকল আপনার জানা আছে। এরদায় আরজ কররাম, মেহেরবানি করি আপনে আমার মাত খানাইন হুনবা।

৪ “হুরূমান খনেউ নিজর এলাকাত আমার চাল-চলন কিলা আছিল, বাদে জেরুজালেমো আইয়া কিলাখান চলছি, ইতা তো তামাম ইহুদি অকলে জানইন। ৫ তারা তো বউত দিন ধরি আমারে চিনইন গতিকে, তারা খিয়াল করলে ই সাক্ষি দিতা পারবা, আমরার ধর্মর মাজে ফরিশি নামর যে মৌলবাদি দল আছে, আমি অউ ফরিশি তরিকায় জিন্দেগি কাটাইতাম। ৬ আল্লায় আমরার ময়-মুরক্বি অকলর গেছে যেতা ওয়াদা করছিল, হউ ওয়াদায় আমি ভরসা করি, এরলাগি আইজ আমার বিচার অর। ৭ আমরার বারো খান্দানর মানষে রাইত দিন দিলে-জানে এবাদত করিয়া, হউ ওয়াদার ফল দেখার আশাত আছইন। রাজা নামদার, হউ আশার লাগিউ ইহুদি অকলে আমারে দুষিরা। ৮ আল্লায় মূর্দারে জিন্দা করিয়া তুলইন, ইখান কেনে আপনারা বিশ্বাস করতা পারইন না?

৯ “আমি তো মনো করতাম, নাছারতর ইছা নামর বিরুদ্ধে, হকল নমুনার কাম করা আমার লাগি ফরজ। ১০ আর জেরুজালেমো আমি অলা করছিও। বড় ইমাম অকলর অনুমতি লইয়া ইছার উম্মত অকলরে আমি জেলো হরাইতাম। তারারে কাতল করার বালা আমি তারার বিরুদ্ধে ভেট দিতাম। ১১ আমি হকল মছিদাইন্তো গিয়া বারে বারে তারারে সাজা দিতাম। ইছার তরিকা থাকি তারারে ফিরাইয়া, ইছার নামে লান্নত দিতা করি তারার উপরে জুর-জুলুম করতাম। এরার উপরে আমার অতো গুছা আছিল যেন, এরারে জুলুম করার লাগি আমি বারা দেশর টাউনোও যাইতাম।

১২ “অউলা একবার বড় ইমাম অকলর গেছ থাকি খেমতা আর হুকুমজারি লইয়া আমি দামেস্কো যাওয়াত আছলাম। ১৩ আর রাজা নামদার, অউ সময় বেইল দুইফর অইগেছে। আখতাউ দেখলাম, আমার আর আমার লগর হকলর চাইরোবায় সুরূজ থাকি আরো বেশি ফরআলা এক রুশনি, আছমান খনে জলি উঠলো। ১৪ অউ আমরা হকল মাটিত পড়ি গেলাম আর আমি হুনলাম, ইবরানি ভাষায় কেউ আমারে কইরা, শৌল, শৌল, তুমি কেনে আমার উপরে জুলুম কররায়? চুকা ফাইজনো লাখ মারিয়া নিজর খেতি কররায় না নি? ১৫ তেউ আমি জিকাইলাম, মুনিব, আপনে কে? মুনিবে জুয়াপ দিলা, আমি ইছা, যেনরে তুমি জুলুম কররায়। ১৬ অখন উঠো, পাওত ভরদি উবাও। তুমি অখন যেতা দেখছো আর যেতা তুমারে দেখাইমু, ইতা হকলতার সাক্ষি আর খেজমতগার বানানির খিয়ালে, আমি নিজে তুমারে দেখা দিলাম। ১৭ আমি তুমারে অ-ইহুদি অকলর গেছে

পাঠাইয়ার, তারার আর তুমার নিজর জাতির আত থাকি আমি তুমারে বাচাইমু। ১৮ তুমি তারার চউখ খুলিয়া দিবায়, তারা যানু আন্দাইর থাকি নুরর বায়, শয়তানর দখল থাকি আল্লার বায় ফিরিয়া আইন, আমার উপরে ইমান আনিয়া গুনর মাফি পাইয়া, পরেজগার বন্দা অকলর মাজে তারাও দাখিল আইন।

১৯ “মাননীয় রাজা নামদার, বেহেস্তি ই দরশনরে আমি ফালাইতাম পারলাম না। ২০ এরদায় পয়লা দামেস্কর মানষর গেছে, বাদে জেরুজালেমো, এহুদিয়া জিলার হকল জাগাত আর অ-ইহুদি অকলর গেছেও তবলিগ করলাম। তারারে কইলাম, তোঁবা করিয়া আল্লার বায় ফিরো, আর অউ লাখান আমল করো, যেতা দেখিয়া পরমান মিলে তুমরা হাছারর তোঁবা করছো। ২১ অউ কারনে ইহুদি অকলে বায়তুল-মুকাদ্দছে ধরিয়া আমারে মারিলিতা চাইছইন। ২২ অইলে আল্লার সাইহ্যয় আমি অখন পর্যন্ত টিকিয়া আছি, আর হুরু-বড় হকলর ছামনে উবাইয়া সাক্ষিও দিরাম। হজরত মুছায় আর তামাম নবী অকলে যেতা ঘটিবো করি বাতাইয়া গেছইন, ইতার বারা আমি কুস্তাউ কইরাম না। ২৩ এরা কইছইন, আল-মসীয়ে তকলিফ সহ্য করবা, তাইনউ পয়লা মুর্দা থাকি জিন্দা আইয়া উঠিয়া হারি তান নিজর জাতি, আর অ-ইহুদি অকলর গেছেও নুরর তরিকার কথা তবলিগ করবা।”

২৪ পাউলুছে যেবলা অউ লাখান জবানবন্দি দিরা, আখতাউ ফিস্তছে তানরে জুরে ধামকি মারি কইলা, “পাউলুছ, তুমি তো পাগল আইগেছো। তুমি বউত লেখা-পড়া করছো, অউ লেখা-পড়ায় তুমারে পাগল বানাইলিছে।”

২৫ পাউলুছে জুয়াপ দিলা, “জি-না, হাকিম ছাব, আমি পাগল নায়। আমি তো হক আর যুক্তির মাত মাতরাম। ২৬ রাজা নামদারে তো ইতা হক্কলতাউ জানইন, আর আমি হিন্মত করিয়া তান ছামনে খুলামেলা মাতিরাম। আমি পুরাপুর জানি, ইতা হক্কলতাউ রাজা নামদারর মালুম আছে, ইতা তো কুন্ আন্দারির মাজে লুকাইয়া ঘটছে না।

২৭ “তে মাননীয় রাজা নামদার, আপনে কিতা নবী অকলরে একিন করইন নি? আমি তো জানি, আপনেও করইন।” ২৮ অউ আগ্রিপ্পে কইলা, “তুমি কিতা অতো জলদি আমারেও আল-মসীর তরিকাত নিতায়গি চাইরায় নি?”

২৯ পাউলুছে কইলা, “আমি আল্লার গেছে অউ দোয়া কররাম, জলদি অউক বা দেরিয়ে অউক, খালি আপনে নায়, যতো মানষে আমার আইজকুর

ই জবানবন্দি হুনরা, এরা হক্কলউ আমার লাখান বনিযাউক্কা। খালি অউ শিকল বাদ দিয়া।”

☪ তেউ রাজা, দেশর পরধান হাকিম, রানী বণীকী আর তারার লগে আদালতর হকল মানুষ উবাই গেলা। ☪ বাদে তারা বারনির পথে একে-অইন্যয় কইলা, “ই বেচাড়ায় তো মউতর সাজা বা জেল খাটার জুকা কুস্তাউ করছে না।” ☪ রাজা আগ্রিন্শে ফিস্তছরে কইলা, “হে যুদি বাদশার গেছে আপিল না করতো, তে তারে অখন খালাছ দেওয়া গেলো অনে।”

হজরত পাউলুছ রোম টাউনর মুখা রওয়ানা

২৭

ফয়ছালা মাফিক জাজো করিয়া আমরাে ইতালি দেশো পাঠানির সময় আইলে, পাউলুছ আর আরো কয়জন কয়দিরে যুলিয় নামর একজন শ-সিপাইর ছুবেদারর আতো সমজাই দিলা। যুলিয় আহলা বাদশা কৈছরর আপন সিপাই দলর একজন ছুবেদার। ☪ বাদে আমরা আদ্রামুত্তীয় ঘাটর অউলা এক জাজো অইয়া রওয়ানা দিলাম, যেখান আছিয়া দেশর বউত জাজ ঘাটো যাওয়ার লাগি জুইত করা অইছে। আর মাকিদনিয়া দেশর থিষলনিকি টাউনর আরিস্তাকুছ আমরা লগে আছলা। ☪ বাদর দিন আমরা জাজ গিয়া সিদনো ভিড়লো। ছুবেদার যুলিয়য় পাউলুছর লগে খুব ভালা বেবহার করলা। তাইন তান দুস্ত অকলর গেছে গিয়া, নিজর জরুরি গরজ কুলানির ইজাজত দিলা। ☪ বাদে হি জাগা থাকি হিরবার জাজ ছাড়লো, আর আমরা উল্টামুখা বাতাস দেওয়ায়, আমরা সাইপাস দ্বীপর যেবায় বাতাস আছিল না হবায়দি গেলাম। ☪ গিয়া কিলিকিয়া আর পামফুলিয়ার ছামনর সাগর পারইয়া লুকিয়া দেশর মুরা টাউনো অইয়া আজিলাম। ☪ ছুবেদারে হিকানো ইতালি দেশো যাওরা, আলেকজান্দ্রিয়ার এখন জাজ পাইয়া, হউ জাজো করি আমরাে লইয়া রওয়ানা দিলা। ☪ আমরা জাজখান খুব আস্তে আস্তে চলিয়া বউত দিন বাদে কষ্ট করি ক্লীদ টাউনর কান্দাত অইয়া আজিলো, অইলে বাতাসর লাগি আমরা আর সহজে আগুয়াইতাম পারলাম না। তেউ আমরা কম বাতাসেদি ছালমুনার কান্দাবায় গিয়া ক্রীতি দ্বীপর আওড়েদি যাওয়াত লাগলাম। ☪ আর দরিয়র পারর কান্দাবায় কষ্ট করিয়া যাইতে যাইতে, ‘সুন্দর লংগরখানা’ নামর এক হুরু জাজ ঘাটো আইলাম, এর কান্দাত আছিল লাসেয়া টাউন।

১৫ অউ লাখান বউত দিন গুজরি গেল, রোজার ইদর দিন শেষ অইয়া থুড়া থুড়া শীত আইছে। ই সময় জাজে সফর করা খুব বিপদ। তেউ পাউলুছে জাজর মানষরে পরামিশ দিলা। ১৬ তাইন কইলা, “ছাব অকল, আমি দেখরাম, ই সফরো আমরার বউত মছিবত আর খেতি অইবো। ইতা খালি জাজ বা মাল-ছামানার নায়, আমরার জানরও খেতি অইবো।” ১৭ অইলে ছুবেদারে পাউলুছর কথা না মানিয়া, জাজর মালিক আর কেপটিনর কথা হুনলা। ১৮ আর ই লংগরখানাত শীতর দিনো রইতে সুবিধা অইতো নায় গতিকে, বেশির ভাগ মানষে হিন থাকি যাওয়ার লাগি পরামিশ দিলা। তারা চাইলা কুনুমস্তে ফিনিক্স ঘাটো পৌছিয়া শীতর দিন কাটাইতা। ই ঘাট আছিল ক্রীতি দ্বীপো, এর উত্তর-পচ্চিম আর দক্ষিন-পচ্চিম দিক খুলা আছিল।

### দরিয়ার তুফানে বেদিশা জাজ

১৯ বাদে যেবলা আন্তে আন্তে দউকনর বাতাস চালু অইলো, অউ তারা মনো করলা, তারা যেলা আশা করছলা অলাউ অইছে। এরদায় তারা জাজর লংগর খুলিয়া ক্রীতি দ্বীপর গালাবায় রওয়ানা দিলো। ২০ অইলে থুড়া বাদেউ হি পারো থাকি ইয়ান-কুনি নামর খুব বেজুইতা এক তুফান আইলো। ২১ আমরার জাজ তুফানর মাজে পড়লো, তুফানর ঠেলা মুকাবিলা করতাম না পারিয়া, জাজরে বাতাসর তালে তালে ভাটিয়ল দিলাম। ২২ বাদে কৌদা নামর এক হুরু দ্বীপর আওড়েদি গিয়া, জাজর লগর বারকি নাওখানরে আমরা বউত কষ্ট করি ভাংগা থাকি বাচাইলাম। ২৩ মানষে নাওরে টানিয়া নিয়া জাজর উপরে তুললা, আর জাজর তক্তাইনরে দড়ি দিয়া দড়ো করি বান্দিলা, যাতে তুফানে না ভাংগে। বাদে সুর্তি নামর সাগরর চরো জাজ লাগিষিবার ডরে, পাল লামাইয়া জাজরে এমনে বাতাস ভাটিয়লে ছাড়ি দিলাম। ২৪ তুফানে জাজরে অমন লাখান গড়া-গড়ি শুরু করলো, এরদায় তারা বাদর দিন জাজর মাল-ছামানা পানিত ফালাই দিলা। ২৫ তিন দিনর দিন তারা নিজর আতে জাজর সাজ-সরঞ্জামও পানিত ফালাই দিলা। ২৬ বউত দিন থাকি চান্দ-সুরুজ কুন জিনিস ইতা না দেখায়, আর তুফানর জুর খুব বেশি অওয়ায়, আমরা জানে বাচার আশা ছাড়ি দিলাম।

২৭ জাজর মানুষ বউত দিন ধরি উপাস রওয়ায় পাউলুছে উবাইয়া তারারে কইলা, “ও ভাইছাব অকল, আমার কথা হুনিয়া ক্রীতি দ্বীপ থাকি

জাজখানরে না ছাড়লে, ই মছিবত আর খেতি থাকি আপনারা বাচলা অনে।  
 ২২ অইলে অখন আমি আপনারারে অউ পরামিশ দিরাম, আপনারা মনর  
 মাজে বল রাখউক্কা, আমরা কেউ জানে মরতাম নয়, খালি জাজখান  
 বিনাশ অইযিবো। ২৩ আমি যে আল্লার এবাদত-বন্দেগি করি, হউ আল্লার  
 এক ফিরিস্তায় গত রাইত আমার কান্দাত উবাইয়া কইছইন, ২৪ পাউলুছ,  
 ডরাইও না, বাদশা কৈছরর ছামনে তুমার উবানি লাগবো। আর ই জাজে  
 করি যেরা তুমার লগে অইয়া যাইরা, আল্লায় তুমার খাতিরে মেহেরবানি  
 করিয়া এরা হক্কলর জান বাচাইছইন। ২৫ তে ছাব অকল, আপনারা মনর  
 মাজে বল রাখউক্কা। আমি একিন করি, আল্লায় আমারে যেলা কইছইন,  
 অলাউ অইবো। ২৬ অইলে আমরা কুনু দীপর উপরে গিয়া পড়মু।”

### জাজ বুড়ি গেল

২৭ অউ লাখান করি আমরা আদ্রিয়া সাগরর উপরেদি যাওয়াত রইলাম,  
 বাদে তুফানর চৌদ্দ দিনর দিন আধা রাইতকুর বালা নাইয়া অকলে আন্দাজ  
 করলা, তারা পারর কান্দাত অইছইন। ২৮ তারা পানি মাপিয়া দেখলা খালি  
 আশি আত গইন আছে, থুড়া বাদে হিরবার মাপিয়া দেখলা, ষাইট আত  
 আছে। ২৯ এরদায় চরর পাথরর মাজে গিয়া জাজ ধাক্কা লাগার ডরে, তারা  
 জাজর খরেদি চাইরগেছা লংগর ফালাইয়া, সুরুজর ফর দেখার লাগি দোয়া  
 করাত বইলা। ৩০ নাইয়া অকলে জাজ থাকি বাগিয়া যাওয়ার মতলব করি,  
 ছামনর গলইর থুড়া আগে লংগর ফালানির কথা কইয়া, জাজর নাওরে  
 দরিয়াত লামাইলা। ৩১ তেউ পাউলুছে ছুবেদাররে আর সিপাই অকলরে  
 কইলা, “নাইয়া অকল জাজ থাকি বাগি গেলে আপনারা হকল মারা  
 যাইবা।” ৩২ ইখান হুনিয়া সিপাই অকলে নাওর দড়ি কাটি দিলা, তেউ  
 নাও পানিত ভাসিয়া গেলগি।

৩৩ পতাবালা পাউলুছে হকলরে মিনত করলা কুস্তা খাওয়ার লাগি,  
 তাইন কইলা, “আইজ চৌদ্দদিন ধরি কিতা অইবো না অইবো অউ চিন্তায়  
 আপনারা কুস্তা খাইছইন না। ৩৪ আমি আপনারারে মিনত কররাম, কুস্তা  
 খাউক্কা। জান বাচাইতে অইলে তো আপনারা খাইতে অইবো। দেখবানে,  
 আপনাইন্তর মাথার একছা চুলরও খেতি অইতো নয়।” ৩৫ ইখান কইয়া  
 হারি পাউলুছে তারা হকলর ছামনে রুটি আনিয়া আল্লার শুকরিয়া জানাইয়া,

রুটি ছিড়িয়া খাওয়াত লাগলা। ৩৬ তেউ হকলে মনর মাজে বল পাইয়া খানি খাইলা। ৩৭ ই জাজর মাজে আমরা হকলে মিলিয়া দুইশো ছিয়ত্তইর জন আছলাম। ৩৮ হকলে পেট ভরিয়া খাওয়ার বাদে জাজর ভার কমানির লাগি হক্কল গম দরিয়াত ফালাই দিলা।

৩৯ বিয়ান অইয়া হরলে তারা চিনলা না, ই জাগা আসলে কুন জাগা। অইলে অউলা এক বাখ দেখা গেল, ই বাখর চর বালুয়ে ভরা। দেখিয়া তারা পরামিশ করলা, পারলে জাজরে নিয়া হউ চরো তুলিলিতা। ৪০ তেউ তারা লংগরাইন কাটিয়া দরিয়াত ফালাই দিলা, আর কাভারির বৈঠার দড়িনও কাটি দিলা। বাদে বাতাস ভাটিয়লে ছামনর পাল টাংগাইয়া হউ বালুর চরর মুখা গেলাম। ৪১ অইলে জাজ তলে লুকাইল কুস্তাত আটকি গেল। আর ছামন গালা আটকি যাওয়ায়, খরর গলইত চেউর বাড়ি লাগিয়া ভাংগা ধরলো। ৪২ তেউ সিপাই অকলে পরামিশ করলা বন্দি অকলরে মারিলিতা, আরনায় কেউ কেউ হাতরাইয়া বাগিযিতো পারে। ৪৩ অইলে শ-সিপাইর ছুবেদারে পাউলুছরে বাচানির খিয়ালে সিপাই অকলর ই পরামিশ মানলা না। তইন হুকুম দিলা, যেরা হাতার জানে, তারা আগে জাজ থাকি ফালাইয়া পড়িয়া হুকনাত উঠউক। ৪৪ আর হাতার না জানরা অকলে জাজর তত্তা বা আরো কুস্তাত ধরিয়া হুকনাত পারউক। অউ লাখান হকলে হুকনাত উঠিয়া জান বাচাইলা।

### মাল্টা দ্বীপো হাফর কামড়

# ২৮

আমরা হেফাজতে পারো উঠিয়া হরলে জানলাম, ই দ্বীপর নাম অইলো মাল্টা। ১ হিনর মানষে আমার লগে খুব ভাল-মানষি করলা, মেঘ আর শীত আছিল করি তারা আগুইন জালাইয়া আমরা ডাকিয়া নিয়া খাতির-যতন করলা। ২ এরমাজে পাউলুছে এক আটা হুকনা লাখড়ি তুকাইয়া দলা করি আনিয়া আগুনির মাজে দেওয়ার বাদে, আগুনির তেজে এক কালনাগ বারইয়া হারি পাউলুছর আতো কামড় মারি ধরলো। ৩ কালনাগে পাউলুছর আতো কামড়দি লটকি রইছে দেখিয়া, হিনর মানষে মাতা-মাতি লাগাইলা, “ই মানুষগু নিচয় কুনু খুনি, দরিয়ার আত থাকি হে বাচিগেলেও ন্যায়-দেবতায় তারে বাচতে দিলা না।” ৪ অইলে পাউলুছে আত ঝাড়াদিয়া কালনাগরে আগুইনো ফালাই দিলা, আর তান কুনু খেতি

অইলো না। ৬ মানষে মনে মনে বার চাওয়াত আছিল, পাউলুছর গতর ফুলিযিবো, বা তাইন আখতাউ মাটিত পড়িয়া মরিযিবা। বউত সময় বার চাইয়া হারলে তান কুনু বিপদ অইছে না দেখিয়া, তারার মত বদলাইয়া কইলা, “এইন তো কুনু দেবতা।”

৭ ই জাগার কান্দাত হউ দ্বীপর ফুরিয় নামর এক খান্দানি মানষর জমিদারি আছিল। তাইন আমরারে তান বাড়িত দাওত দিলা আর তিনদিন ধরি আমরারে খুব খাতির-যতন করলা। ৮ অউ সময় ফুরিয়র বাফ তাপ আর কামড়ি বেমারে বিছনাত ফালাইল আছলা। পাউলুছে ভিতরে হামাইয়া তান কান্দাত বইয়া দোয়া করলা, তান গতরো আতাই দিয়া বেমার শিফা করলা। ৯ ইতা দেখিয়া হরি হি দ্বীপর যতো বেমারি আছলা, তারাও আইয়া ভালা অইলা। ১০ তারা আমরারে বউত লাখান ইজ্জত করলা, বিদায় বালা জাজ ছাড়ার আগে আমরার দরকারি হকল চিজ যুগাইয়া জাজো আনিয়া ভরিয়া দিলা।

### রাজধানি রোম টাউনো হজরত পাউলুছ

১১ তিন মাস বাদে আমরা আলেকজান্দ্রিয়ার এক জাজো করি রওয়ানা দিলাম। ই জাজখান অউ দ্বীপো রইয়া শীতর দিন কাটাইছিল, এর ছামনর গলই খুদিয়া জোড় দেবতার মূর্তি লাগাইল আছিল। ১২ বাদে আমরা সুরাকুষো আইয়া তিন দিন রইলাম। ১৩ হিকান থাকি রওয়ানা দিয়া ঘুরি ঘুরি ইতালির রিজিয়ত আইলাম। বাদর দিন দউকনর বাতাস ছাড়লো, তেউ দুহরা দিন আমরা পুতিয়লি জাজ ঘাটো আইলাম। ১৪ হিনো কয়জন মুমিনর লগে মুলাকাত অইলো, তারা মিনত-কাজ্জি করায় তারার লগে এক হাণ্ডা রইলাম। অতা করি করি আমরা রোম টাউনো আইয়া আজিলাম। ১৫ রোমর মুমিন অকলে আমরা আওয়ার খবর হুনছলা, তারা আমরার লগে মুলাকাত করতা করি কুনু কুনু জনে আপ্লিয়র বাজার, কেউ কেউ তিন-সরাইখানার গাউ পর্যন্ত আগুয়াই আইলা। এরায়ে দেখিয়া পাউলুছে আল্লার শুকরিয়া আদায় করলা, আর দিলর মাজে বউত বল পাইলা।

১৬ আমরা রোমো আওয়ার বাদে পাউলুছে তান নিজর পছন্দ মাফিক রইবার অনুমতি পাইলা। খালি একজন সিপাইয়ে তানে পারা দিতো।

বন্দি হালতে রোম টাউনো তবলিগ

১৭ তিনদিন বাদে পাউলুছে ইহুদি অকলর বড় বড় মুরক্বিরে দলা করিয়া এখানো করাইলা। তারা দলা অইয়া হারলে তাইন কইলা, “ও ভাইছাব অকল, যুদিও আমি নিজর জাতর বা ময়-মুরক্বির বাতাইল নিয়ম-কানুনর উল্টা কুস্তাউ করছি না, তা-ও জেরুজালেম থাকি আমারে আটক করিয়া, রোমান অকলর আতো সমজাইল অইছে। ১৮ রোমান অকলে আমারে জেরা করিয়া মউতর সাজা দেওয়ার জুকা কুন্ দুষ না পাওয়ায়, আমারে খালাছ দিলাইতা চাইছলা। ১৯ অইলে ইহুদি অকলে বাধা দেওয়ায় নিরুপায় অইয়া আমি বাদশার গেছে আপিল করছি। তা-ও আমি আমার নিজর জাতর উপরে কুন্ লাখান দুষ দিতাম চাইছি না। ২০ তে ছাব অকল, তামাম বনি ইসরাইলর দিলর মাজে যে আশা আছে, হউ আশার লাগিউ আমারে ই শিকল ফিন্দাইল অইছে, এরলাগিউ আমি আপনাইন্তর লগে মুলাকাত আর বাতচিত করতাম চাইরাম।” ২১ তারা কইলা, “আমরা তো আপনার বেয়াপারে এহুদিয়া থাকি কুন্ চিঠি পাইছি না। আর যেতা ইহুদি ভাইয়াইন হন থাকি আইছইন, তারাও আপনার নামে কুন্ নালিশ দিছইন না, বা বুরা কুস্তা কইছইনও না। ২২ অইলে আমরা আপনার মুখ থাকি মতামত হুনতাম চাইরাম। কারন আমরা জানি, হকল জাগার মানষেউ ই তরিকার বিপক্ষে মাতইন।”

২৩ পাউলুছর লগে হিরবার মুলাকাত করার লাগি এক তারিখ ঠিক করলা। হউ দিন তারার লগে আরো বউত মানুষ পাউলুছর ঘরো আইলা। পাউলুছে ফজর থাকি হাইঞ্জা পর্যন্ত হারাদিন আল্লার বাদশাইর কথা তারার গেছে ভাংগিয়া বয়ান করলা। হজরত মুছার তৌরাত কিতাব আর নবী অকলর কিতাবর আয়াত দেখাইয়া, ইছার বেয়াপারে তারার দিলো একিন জন্মাইতা চাইলা। ২৪ তান বয়ান হুনিয়া কুন্ কুন্ জনে ইমান আনলা, আর কুন্ কুন্ জনে ইতা একিন করলা না। ২৫ বয়ান হুনর বাদে তারার মাজে মতর অমিল অইগেল, তারা হিকান থাকি বিদায় অইতা চাইলা। যাওয়ার আগে পাউলুছে তারারে খালি অউ নছিয়তখান করলা, “পাক রুহে হজরত ইশায়া নবীর জরিয়ায় আপনাইন্তর বাফ-দাদা অকলরে অউ কথাখান ঠিকউ কইছলা,

২৬ অউ মানুষ অকলর কাছাত গিয়া কও,  
তুমরা কানে হুনলেও কুস্তা বুজতায় নায়,  
চউখে দেখলেও কুস্তা চিনতায় নায়।

২৭ কারন ইতা মানষর দিল অসাড় অইগেছে,  
তারার কানো তালা লাগি গেছে,  
তারা যারযির চউখ মুজি বইরইছে।

যাতে চউখে না দেখে,  
কানে না হুনে,  
দিল দিয়া না বুজে,  
কিয়ানু তারা তোঁবা করিয়া,  
আমার বায় ফিরিয়াইন,  
আর আমি তারার শিফা করিলাই।

২৮-২৯ এরলাগি আপনারাও জানিয়া রাখউক্কা, অখন থাকি আল্লাই নাজাতর  
খুশ-খবরি অ-ইহুদি অকলর গেছে জানাইল অইবো, তারা ইতা খুশ অইয়া  
হুনবা।”

৩০ হজরত পাউলুছ পুরা দুই বরছ ধরি তান নিজর ভাড়া করা বাসাত  
রইলা। আর যতো মানুষ তান গেছে আইতা তারারে কবুল করিয়া,  
৩১ পুরাপুর হিম্মত করি আল্লার বাদশাইর কথা তবলিগ করতা। আর  
মালিক ইছা আল-মসীর বেয়াপারে বিনা বাধায় খুলামেলা তালিম দিতা॥